জেসামিন ওয়েস্ট

শুভাবর্তন

অনুবাদক

হীরেন বসু

গ্রন্থম

২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

এক

মাসক্যাটাটাকের তীরে সঙ্গীত

মাসক্যাটাটাকের তীরের কাছে যেখানে একদা সারি সারি ঘন গাছপালা বিস্তৃত ছিল এবং এখনও যেখানে আঙুর ও বুনো মিণ্ট ভর্তি, সেখানে জেস বার্ডওয়েল নামে জনৈক আইরিশ কোয়েকার তার ক্ল্যাপবোর্ডের সাদা বাড়ি তৈরি করেছিল। এখানে প্রায় কিছুরই অভাব ছিল না তার। বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে চোখে পড়ত খোঁটায় ঝোলানো কাঠের খাঁচায় একটি স্টার্লিং পাখি। পিছনের দিকে ছিল উদ্যানবাটিকা—সেখানে মাটির জলাধারের মধ্যে দিয়ে অবিরল ধারায় ঠাণ্ডা জল ছুটে যেত। সামনের প্রবেশ-পথে সুগন্ধ গোলাপ স্বাগতম্ জানাত এবং বৈঠকখানার জানলার জাফরি দিয়ে "প্রেইরী কুইন" গোলাপ মেঝের কার্পেটে আঁকা গোলাপের ... তাকিয়ে মাথা দোলাত। কোন পুষ্পোপজীবীর তালিকায় ... পাওয়া সম্ভব নয়। বৈঠকখানার টেবিলে রাখা কোয়েকার ...য়ের কয়েকটি বই: ফক্সের লাইফ, পেনের "ফ্রুটস্ অব্ সলিচুড্" ... মেথনের "জার্নাল" এদের প্রফুল্ল সঙ্গ পেত।

জেসের স্ত্রী ছিল কোয়েকার ধর্মযাজক। বিয়ের আগে নাম ছিল ...মো কোপ। স্ত্রী এবং বাড়িভর্তি ছেলেমেয়ে নিয়ে জেসের সংসার। ...দী সুন্দরস্বভাবের মহিলা এলিজা। ন্যায়পরায়ণা, কাজ-পাগল, ...চারপর সুন্দরী—মহিলা ধর্মবক্তাদের ঠিক যেমনটি দেখতে হওয়া

উচিত। ছোটখাটো মহিলা, তার কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, সুচিক্কণ দেহ এবং নিজস্ব একটি মনের অধিকারিণী সে।

জেসের নার্সারির ব্যবসা ছিল। ব্যবসায়ে বেশ প্সার। ফিলাডেলফিয়ার পশ্চিমের যত রকম উত্তম ফলের চারা তার কাছে পাওয়া যেত। র‍্যাম্বো, মেডেন ব্লাশ, আর্লি হার্ভেস্ট, নর্দার্ন স্পাই ছাড়া আরও ছ রকমের আপেল; মে ডিউক চেরী; সাদা খোসাযুক্ত এক রকমের পীচ স্টাম্প দি ওয়ার্লড; পিঠে ও সরবতের পক্ষে উপাদেয় লুক্রেসিয়া ডিউবেরী ছাড়াও পিয়ার, কারেণ্ট বুশ, গুজবেরি প্রভৃতি যা-কিছু ফল এখানে হতে পারে অথবা কল্পনা করা যেতে পারে তার সবই জেসের কাছে ছিল।

মাসক্যাটাটাকের তীরে উপরিও অনেক কিছু মিলত · ব্ল্যাকবাস মাছ, ক্যাটফিস খুব পছন্দসই না হলেও এক গুণ্ড কার্পাসের জালে জড়িয়ে জলের বাইরে বেরিয়ে আসত। পপগুলো ছিল সুপাচ্য এবং স্বাদু পানীয়ের মত মিষ্টি, পার্সিমন অক্টোবরের সুগন্ধ আগুন ... অম্লতা বয়ে আনত।

বসন্তকালে মাঠে ও পথের ধার ফুলের সুবাসে ভরে... সাইকামোর ওর্ক, টিউলিপ, স্যাগবার্ক হিকরি প্রভৃতি বড় বড় ... মাথায় গ্রীষ্মকালে সূর্যালোক ঝকমক করত—চাষের জমিতে ... ছায়া হিজিবিজি কাটত। শরতের আগমনে শস্যক্ষেত্রে, গোল্ডেন এবং ফেয়ারওয়েল সামার গাছের মাঝে ধূসর অস্পষ্টতা নেমে ... যতক্ষণ না মনে হত স্বর্গমর্ত এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে। এই বাড়িতে ঢোকার আগে পিছন দিকে একটা উঁচু ঢিপির ওপর থেকে নদীতে মিলিয়ে যাওয়া বিস্তৃত জমির দিকে তাকিয়ে পরিপূর্ণ শান্তিতে জেস চোখ রগড়ে এবং নাক ঝেড়ে নিত।

তবু জেস জীবনে সম্পূর্ণ সুখী ছিল না। অবশ্য তাকে প্রথম দেখে

কারও পক্ষেই এর কারণ আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। এলিজা যে প্রতি রবিবার সকালে গ্রোভ উপাসনা-গৃহে যায় এবং শ্রদ্ধেয় ধর্মবক্তার আসনে বসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মালোচনা করে তার জন্যে জেস অসুখী নয়। জেস জানে যাজক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এলিজার ডাক পড়ে এবং মানবের ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও প্রেমপূর্ণ করুণার বিষয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে তাকে বলতে শুনে রীতিমত গর্ব অনুভব করে।

না, এলিজার ধর্মালোচনা কিংবা চোখে দেখে বোঝা যায় এমন কোন অসম্পূর্ণতা জেসকে বিব্রত করেনি। সঙ্গীত—সঙ্গীতের জন্যে তার হৃদয় আকুল হত। বলা শক্ত, কী করে তার মনে এই আকৃতি জেগেছে। কোয়েকারদের কাছে সঙ্গীত পোপের অনুগামীদের আচরিত, সুনীতিবহির্ভূত বিষয়, ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করার উপকরণ, ভোগাসক্তির ঊর্ধ্বে ওঠার পথে বাধাস্বরূপ। তাদের উপাসনা-গৃহ, এমন কি বাসগৃহ থেকেও তারা সঙ্গীতকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাই লণ্ঠনের চিমনি পরিষ্কার করতে করতে কোন নারীকণ্ঠ কচিৎ কখনও গুনগুনিয়ে ওঠে—শস্য নামাতে গিয়ে কখনও কোন পুরুষের মনে শিস দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। তবে প্রকৃত সঙ্গীত বলতে যা বোঝায়, তা সে কণ্ঠসঙ্গীতই হোক বা যন্ত্রসঙ্গীতই হোক, তা শোনার সৌভাগ্য জেসের একটা কাঠঠোকরা পাখির চেয়ে বেশি হয়নি।

তবু যেটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, জেস তার সদ্ব্যবহার করেছে। মেথডিস্টদের গির্জায় যখন মধ্য-সাপ্তাহিক প্রার্থনা উচ্চারিত হত, তখন জেসকে প্রায়ই তার আশেপাশে দেখা যেত। উৎসাহী মেথডিস্টদের "ওল্ড হাণ্ড্রেড" বাজনা শুনে তার হৃদয়ে এমন একটা দীপ্তি অনুভব করত, যার সবটুকু ধর্মের ব্যাপার নয়। জুলাইয়ের চার তারিখে অ্যামণ্ডা প্রেন্টিস যখন "দি স্টার-স্পাঙ্গল্ড ব্যানার"-এর

স্বর উঁচু পর্দায় তুলত, তখন একমাত্র এলিজার সজোর ধাক্কাই জেসকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে আনতে পারত।

এলিজা ও তার গোটা ধর্মসভার ওজর এড়িয়ে কিছুদিন পর্যন্ত জেস সঙ্গীতের ব্যাপারে এর বেশি কিছু করতে পারেনি। তারপর সে ফিলাডেলফিয়া রওনা হল। পথে ওয়ল্ডো কুইগলের সঙ্গে দেখা। অবশ্য বাড়ি থেকে বেরুবার আগে জেস ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াবে।

কিছু দিন ধরে জেসের কানে আসছিল এক ধরনের নতুন চেরী ফুলের খবর—যে ফুল নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফোটে। জেস শেষ পর্যন্ত ফিলাডেলফিয়া যাওয়া স্থির করল। যদি এই চেরী ফুল যেমনটি শুনে এসেছে তেমনটি হয় তাহলে মেপ্‌ল্ গ্রোভ নার্সারির জন্যে কিছু অর্ডার দিয়ে আসবে। তার জন্যে অবশ্য ফিলাডেলফিয়া যাওয়ার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোয়েকারদের কাছে ফিলাডেলফিয়া এমনই এক জায়গা যেখানে তারা একটা রুমাল আনার জন্যেও যেতে প্রস্তুত। অতএব এলিজা জেসের ব্যাগ ভর্তি করল এবং নিজে তাকে মোটরে করে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিল।

জেস চলে যাবার কয়েকদিন বাদে এলিজা তার একটা চিঠি পেল। চিঠিতে জেস ওয়ল্ডো কুইগলের কথা লেখেনি বটে, কিন্তু এলিজা পরে আবিষ্কার করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যেই কুইগলের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চিঠিটা ছিল সংক্ষিপ্ত: "শরীর ভাল, দৃশ্যাবলী উপভোগ্য।" সমস্ত চিঠিখানাতে মাত্র এই কথাই ছিল। ব্যতিক্রম শুধু পুনশ্চ দিয়ে এক লাইন, "আমার জামার পকেটে ছোট্ট মোড়কটি দিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, প্রিয়তমে এলিজা।"

ছোট্ট মোড়কে ছিল কতকগুলো পেপারমিণ্ট। এই পেপারমিণ্ট উপহার দিয়েই জেস ওয়ল্ডো কুইগলের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল।

ভ্রমণে বেরুলে জেস ভারী মিশুকপ্রকৃতির হয়ে উঠত। সে বলত, সূর্য, চন্দ্র এবং তারা সর্বত্র এক ও অভিন্ন, কেবল মানুষই বিভিন্ন—তুমি যদি তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে না চাও তাহলে বাড়িতে থেকে গাই দোয়ার কাজে কাল কাটালেই হয়।

পেপারমিণ্ট মুখে ফেলে ওয়ল্ডো কুইগলে তার কালো পোশাক পরা বিরাট বপু নিয়ে জেসের বিপরীত দিকের আসনে বসল।

"তা বেশ," ভদ্রলোক বললে, "আপনি কি দথ্‌নে?"

জেস ঘাড় নাড়ল। দশাসই চেহারার লোকটি বললে, "প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন এমন লোক আপনাদের অঞ্চলে আছেন। এমন একজন লোক যিনি কথায় অতি বড় কথাবাজকেও হার মানাতে পারেন, দৃষ্টিশক্তিতে দূরবীনকেও টেক্কা দেন। আপনাদের প্রেইরী অঞ্চলে এরকম মানুষ রয়েছেন—ছোটখাটো একটি দৈত্য, মানুষকে যিনি উন্নত করার ক্ষমতা রাখেন, আর তিনিই পারবেন আমাদের দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে। এমন মানুষই আমাদের দরকার।"

জেস জোরে নিঃশ্বাস নিল। সে একজন উগ্র রিপাবলিকান—কোয়েকারদের পক্ষে যতখানি উগ্র হওয়া সম্ভব আর কি। সে বললে, "কোন ছোটখাটো দৈত্যে আমাদের কাজ নেই বন্ধু। আমরা চাই একজন বিরাট মানুষ, যিনি পল্লী অঞ্চলের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে লেলিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হবেন না, যিনি সকলকে সমানভাবে দেখবেন, যাঁর কাছে ক্ষুদ্র চাষী ও জমির মালিক, কালো ও সাদায় কোন ভেদাভেদ থাকবে না, সকলেই যাঁর হৃদয়ে সমান আসন পাবে।"

জেস দেখতে পেল ওয়ল্ডো কুইগলের কণ্ঠনালী বেয়ে "ষ্টিফেন এ. ডগলাস সেই লোক" এই কথা কটি নেমে আসছিল, মাঝপথে থেমে গিয়ে কুইগলে বললে, "ভাই বার্ডওয়েল, সংক্ষেপে আমারও তাই মত,

আমিও তাই চাই। আপনি কেবল অনেক সুন্দর করে তা বললেন।"

জেস তার বিরাট নাক কুঁচকোল: "মনে হচ্ছে সঙ্গতি আপনার জীবনের মূলমন্ত্র।"

দশাসই চেহারার লোকটি উত্তর দিল, "ঠিক কথাটি বলেছেন ভায়া। সঙ্গতির কথা আমি প্রচার করি, নিজের জীবনেও সঙ্গতি অভ্যাস করি।"

জেস কথাগুলো শুনল, কুইগলের কালো পোশাকের দিকে আর একবার তাকাল, তখন তার মনে হল ভদ্রলোক বোধ হয় ধর্মপ্রচারক।

মোলায়েম করে জেস জিজ্ঞেস করল, "আপনি বোধ হয় ধর্মযাজক? যদিও আপনার পোশাকে একটুখানি স্বাধীনতা দেখা যাচ্ছে।"

তার প্রথম পেপারমিন্টের শেষাংশ গলাধঃকরণ করে মিঃ কুইগলে গলা পরিষ্কার করে নিল। "কখনও আমি যাজকশ্রেণীভুক্ত হইনি, সুতরাং ও ব্যাপার জানি না," সে স্বীকার করল, "কিন্তু আমার কাজের জন্যে প্রায়ই তাদের সংস্পর্শে আসতে হয় যার জন্যে এমন জমকালো পোশাক পরতে আমি বাধ্য হয়েছি। এতে ব্যবসার সুবিধা হয়।"

"কী ব্যবসা?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"মিঃ বার্ডওয়েল, তার নাম তো আপনি আগেই করেছেন। আমার ব্যবসা হার্মনির ব্যবসা। ডো-রে-মি। লা-টি-ডো। ফা-সোল। সঙ্গতি। বিশ্বজগতের সঙ্গীত। যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন, যে-শক্তি বনের পশুকে শান্ত করে, যে-ধ্বনি সদ্যোজাত শিশুর কান্না বন্ধ করে, মুমূর্ষুর যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। এক কথায় সঙ্গীত।"

"সোজা কথায় তাহলে দাঁড়াচ্ছে," জেস চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, "আপনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ!"

"সঙ্গীতজ্ঞ! হ্যাঁ। কিন্তু আমি," সে খোলাখুলি বললে, "এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছি। আমি সঙ্গীতের ব্যবসায়ী, কিংবা বলতে পারেন ব্যবসায়ী সঙ্গীতজ্ঞ। জগতে বহু লোক আছে যারা ভাল ব্যবসায়ী, সুরের কারবারীও অনেককে দেখা যায়, কিন্তু আমি," জেমের হাতে একটি কার্ড দিয়ে, "দুটো কাজই পারি।"

জেম কার্ডটি নিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে থাকে, "প্রোফেসর ওয়ল্ডো কুইগলে, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্ক, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট অর্গ্যান-প্রস্তুতকারক। স্বরলিপি ও সঙ্গীত-পুস্তকেরও প্রকাশক।"

কুইগলে জেমের হাত থেকে কার্ডটি টেনে নিল এবং তাতে "ব্যক্তিগত অভিনন্দন" এই কথা লিখে দিল। তারপর বললে, "আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি আপনি একজন কোয়েকার। সঙ্গীত সম্পর্কে আপনাদের সম্প্রদায়ের মনোভাব আমি জানি। আপনার বিশ্বাসে আঘাত দিচ্ছি এমন কথা আপনি যাতে না ভাবেন তাই," কার্ডটি জেমের হাতে প্রত্যর্পণ করে সে বললে, "আমি 'ব্যক্তিগত অভিনন্দন' লিখে দিলাম, যাতে বোঝা যায় আমি লাভের ফিকিরে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যা সম্পর্ক আপনার সঙ্গে আমার তাই। তা ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সব সময়ে সংযত হয়ে চলা উচিত। তাতেই সব সময় কাজ দেয়।"

জেম বললে, "আপনি তাহলে পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের অর্গ্যান বিক্রি করেন? রাশ ব্র্যাঞ্চে মেথডিস্টদের সভাগৃহে ওই অর্গ্যান একটা আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বইকি," বলে কুইগলে ভেতরের পকেট থেকে একটা ছোট লাল বই বার করে কয়েক পাতা উল্টে গেল। "তিন বছর আগে উনিশে এপ্রিল তাদের কাছে আমি ওই অর্গ্যান বিক্রি করেছি। সামনের স্ট্রবেরি উৎসবেই তাদের দাম শোধ হয়ে যাবে।"

"আপনাদের অর্গ্যানটা ভালই। যাওয়া-আসার পথে ওর আওয়াজ আমি বহুবার শুনেছি।"

"ভাল? শুধু ভাল বললে সবটুকু বলা হল না মিঃ বার্ডওয়েল। তিন বছর আগে রাশ ব্র্যাঞ্চের মেথডিস্টরা আমার বাজনা ও গান শুনে বলেছিলেন, 'প্রোফেসর কুইগলে, এই পৃথিবীতে থাকতে আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আর কখনও বাজনা ছাড়া শুনব বলে আশা করি না।' "

জেস বললে, "হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।" কিন্তু সত্যি সে পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্ক সম্পর্কে আরও শুনতে চায়।

কুইগলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল: "অবশ্য মনে রাখতে হবে তারা মেথডিস্ট। চেঁচানোর দিকে তাদের ঝোঁক। কিন্তু মেথডিস্টদের কথা ছেড়ে দিলেও এই অর্গ্যান খাঁটি গাম্বো।"

"গাম্বো," জেস প্রতিধ্বনি করল।

"মিষ্টি, মনমাতানো গম্ভীর আওয়াজ। গাম্বো—খাঁটি গাম্বো।"

অর্গ্যানের ব্যাপারে জেস কিছু কিছু জানত। অবশ্য কি করে, তা বলা মুশকিল। হয়তো চসারের "ইউনিভার্সাল এনসাইক্লোপিডিয়া" পড়ে, কিংবা মেথডিস্টদের অর্গ্যান শুনে শুনে। হয়তো উল্লিখিত কোন উপায়েই নয়। আমরা যা ভালবাসি তার জন্যে আমাদের পড়াশুনো করার দরকার হয় না। সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আপনা থেকেই মনের গভীরে প্রবেশ করে। জেসের ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই ঘটেছে।

আর তাই জেস জিজ্ঞেস করল, "পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের অর্গ্যানে কটা রীড আছে?"

"টিউবা মিরাবলিস বাদ দিলেও আটচল্লিশটা। কিন্তু পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের অর্গ্যানে রীডের সংখ্যা আসল নয়, আসল হচ্ছে এর গুণ। কারণ এই রীড মানুষের কণ্ঠস্বরকে দ্বৈত করে।"

"এতে কটা স্টপ আছে?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"আটটা। তা ছাড়া আছে ভক্স হিউম্যানা। পরীদের গলা। এতে সব আওয়াজ হয়। আপনার হারানো সন্তানের গলাও শুনতে পাবেন। মিঃ বার্ডওয়েল, আপনার কখনও কোন সন্তান হারিয়েছে?"

"না।" জেস সংক্ষেপে বললে।

"আপনার মায়ের গলা শুনতে পাবেন--ওপার থেকে আপনাকে ডাকছেন যেন।"

"আমার মা জর্মন টাউনে আছেন।" জেস বললে।

কথাবার্তা এই ধাঁচে চলতে থাকলে জেসকে কখনও পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্ক অর্গ্যান নিয়ে বাড়ি আসতে হত না। কিন্তু কুইগলে তা বুঝতে পেরে অন্য পথে এগোল।

সে বললে, পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের অর্গ্যান আপনি চার রকম পাবেন। ওক, মেপ্‌ল্‌, ওয়ালনাট ও মেহগিনির ক্যাবিনেট দেখবেন ভারি সুন্দর। প্রায় সব অর্গ্যানেই দুটো ঝোলানো ব্রাকেট থাকে। আমাদের অর্গ্যানে দেখবেন চারটে আছে। দুটো বাতির জন্যে, দুটো কোন পাত্র রাখার জন্যে। কন্সোলের ওপর একটা আয়না আছে। সারা অর্গ্যানে আপনি এক ইঞ্চি জায়গা বের করতে পারবেন না যেখানটায় কারুকার্য নেই। কিন্তু ভাই বার্ডওয়েল, আপনি নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ। অর্গ্যানের বাইরেটা সম্পর্কে আপনি আগ্রহী নন। এর আওয়াজ ভাল হলেই হল। শিল্পীর কাছে তাই আসল। সেদিক থেকে পেসন অর্গ্যান নির্ভরযোগ্য।"

এই বলে সে গুন গুন করতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর উঁচু সুরে। মাঝে মাঝে দু-একটা কথাও শোনা যেতে লাগল। "টাম-টে-টাম—নদীর তীরে—টাম-টে-টাম—স্রোতের 'পর—"

"সুরটা ভাল।" জেস বললে।

"আমার তেমন হয় না।"

গুনগুনানি থামিয়ে সে এবার পদ গাইতে শুরু করল। খাদে তার গলা ভালই বলা চলে। একটু চাপা হলেও খারাপ নয়, জেস ভাবল। যখন সে উঁচু পর্দায় গলা নিয়ে গেল, তখন জেস বুঝতে পারল কুইগলে দু-এক চুমুক মদ খেয়েছে। জেনে তার দুঃখ হল। কিন্তু গানটি শেষ হবার আগেই সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে আসনের লাল হাতলে তর্জনী দিয়ে তাল দিতে লাগল।

"এই গানটার নাম কী?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"'দি ওল্ড মিউজিসিয়ান অ্যাণ্ড দি হার্প'। গানটা অর্গ্যানে বাজাবার জন্যেই লেখা হয়েছে। জীবনে এই প্রথমবার এ-গান আপনাকে খালি গলায় শুনতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।"

"আপনার গলাটি বেশ।" জেস বললে।

"মোটামুটি বলতে পারেন।"

তার মোটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে কুইগলে একটি চামড়ার ঢাকনা দেওয়া বোতল বের করে আনল। নিজের কোটের নিম্নাংশ দিয়ে তার মুখ ভাল করে মুছে সেটি জেসের দিকে এগিয়ে ধরল।

"গলাটা ভিজিয়ে নিন। আমরা এক সঙ্গে গানটা গাইব।"

জেস মাথা নাড়ল।

"আপনি যে খাবেন না, তা অবশ্য আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। কারণ খেলে গলা সাফ হয়, গলার মাত্রা বাড়ে, আওয়াজ জোর হয়।" বলে নিজেই ঢক ঢক করে খানিকটা খেয়ে ফেলল।

"ভাই বার্ডওয়েল, আমার সঙ্গে গলা মেলান।"

জেস পরে বলেছিল যে, বি অ্যাণ্ড ও-এর পার্লার কার-এ 'দি ওল্ড মিউজিসিয়ান অ্যাণ্ড দি হার্প' বা অন্য কোন গান গেয়ে নিজেকে প্রদর্শনের কোন ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু সুর যখন আসে তাকে

এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। মন কথাগুলো আবৃত্তি করে আর পা তাল দিতে থাকে। ইতিমধ্যে সমস্ত শরীর গান গেয়ে ওঠে। তখন পদ উচ্চারণ করার জন্যে মুখ খোলা সামান্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রকৃতপক্ষে জেস নিজের অজান্তেই স্পষ্ট চড়া গলায় উচ্চগ্রামে স্বর তুলেছিল। সে এবং কুইগলে গোটা দুই স্তবক শেষ করার আগেই পার্লার কার-এর অর্ধেক লোক তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে দেখা গেল।

ফিরায়ে দাও মোর বীণাখানি
আবার শুনি তার স্নিগ্ধ স্বর
মধুর একতান আবার শুনি
তারপর উপকূলে হবো দূর।

গান শেষ হলে কুইগলে আর এক ঢোক খেল। "গলাটা ঠাণ্ডা করা দরকার।" সে বললে, "আচ্ছা, ভাই বার্ডওয়েল, তাহলে আপনি যখনই কোন চেরীর সন্ধানে ফিলি আসবেন, পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কে একবার পায়ের ধুলো দেবেন। অর্গ্যানে শোনার জন্যে যখন গানটার সৃষ্টি তখন অর্গ্যানে ওটা একবার শুনে যাবেন। কোন সঙ্কোচ করবেন না। সহযোগী শিল্পীকে আমরা এটুকু সুযোগ দিয়ে থাকি।"

পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের দোকানে ঢোকবার সময় অর্গ্যান কেনার কোন অভিলাষই জেসের ছিল না। যে চেরীর সন্ধানে সে এসেছিল তা পেয়েছিল এবং তার মায়ের ওখানে যাওয়াও হয়েছিল ; কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে তার মনে হল, একবার পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্ক অর্গ্যানে 'দি ওল্ড মিউজিসিয়ান অ্যাণ্ড দি হার্প' শুনে গেলে হয়। কুইগলে তার চেয়ে ওস্তাদ। অর্গ্যানের ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ তাকে দেওয়া উচিত। ভেতরে ঢোকবার আগে জেস মনে মনে এইরকমই ভেবেছিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু জেস অর্গ্যানটির মালিক হয়ে। ওটা

নিয়ে সে কি করবে জানে না। এলিজা ঘরে রাখতে দেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু অর্গ্যানটি সে কিনে নিয়েছে। অর্ধেক মূল্য নগদ দেওয়া হয়ে গেছে, বাকীটা ফলের চারা দিয়ে শোধ হবে। কারণ পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্কের মিঃ ক্লার্ক ফলের ব্যবসাও করেন।

ওয়েন্ডো কুইগলের আঙুল যেই অর্গ্যানের চাবি ছুঁয়ে গেল, অমনি জেস অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর যখন সে বুঝতে পারল সে নিজেই 'দি ওল্ড মিউজিসিয়ান' বাজাতে পারে, তখন সে ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে মনে মনে হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছে। সব কিছু ভুলে গিয়ে সে কেবল ভাবছে, অর্গ্যানটি কি করে তার নিজের হবে, যার ফলে সে খুশিমত এতে আঙুল ছোঁয়াতে পারবে, এর মধুর স্বর শুনতে পাবে।

অর্গ্যান পৌঁছবার কদিন আগে জেস বাড়ি এল। এলিজাকে নিজের কৃতকর্মের কথা কিছু বললে না। ভাবল, ব্যাপারটা আস্তে আস্তে তার কাছে খোলসা করলেই হয়তো সুবিধা হবে। কদিন ধরে সে সঙ্গীত সম্পর্কে প্রায়ই আলোচনা করতে লাগল। তার মতে, ঈশ্বর নিশ্চয় সঙ্গীত ভালবাসেন, নইলে পাখিদের কণ্ঠে গান দেবেন কেন, এবং দেবদূতদের ছবিই বা বাদ্যযন্ত্রসহ আঁকা হবে কেন!

এলিজার এতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ দেখা গেল না। "জেস বার্ডওয়েল, তুমি পাখিও নও, দেবদূতও নও, ঈশ্বর যদি চাইতেন তুমি গান গাও, তবে আগেই তোমার পাখা গজাত।"

অর্গ্যান যেদিন পৌঁছল, সেদিন সকালে বরফ পড়েছিল। ভার্নন থেকে স্লেডে করে জেস নিজে অর্গ্যান বাড়ি নিয়ে এল।

এলিজা দেখবামাত্রই বুঝতে পারল বাক্সে কী আছে। কারণ জেস ওতে একটা পুরনো কার্পেট ছাড়া আর কিছু চাপা দেয়নি। পাখি ও

দেবদূতদের সম্বন্ধে জেসের বাক্যালাপের ফলে এলিজার মনে এই রকম কিছু একটার ভয় ঢুকেছিল। কিন্তু তা যে অর্গ্যানের মত বিরাট ব্যাপার হবে সে ভাবেনি। বাঁশী বা ফরাসী বীণা হলে জেস নীচের ঘরে গিয়ে বাজাতে পারত। এলিজার কল্পনায় তাও সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার। ঢাকনাটা খুলে ফেলবার আগেই অবশ্য বুঝতে পারল জিনিসটা অর্গ্যান। তক্ষুনি সে বাইরে বরফের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় এনকও ঘোড়া নিয়ে চাতালের বাইরে এল।

"জেস বার্ডওয়েল, এটা কী নিয়ে এলে ?"

যদিও সে জানে, তবু জেসের মুখ থেকে শুনতে চায়।

"এটা পেসন অ্যাণ্ড ক্লার্ক।" জেস তবু ক্রমে ক্রমে বলতে চায়।

কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। "এটা অর্গ্যান।" এলিজা বললে, "জেস, তুমি ভেবেছ কী ? এই জিনিসটা তুমি বাড়িতে আনলে ? আমায় ধর্মবক্তা বলে সকলেই জানে। তা ছাড়া বাড়ি-ভর্তি ছেলেমেয়ে। প্রতিবেশীরা ভাববে কী ? গ্রোভ সভাই বা কী ভাববে ?"

এলিজা যদি এই ভাবে চালিয়ে যেত তবে হয়তো জেস অত শক্ত হত না। কিন্তু এলিজা সেখানেই থামল না।

"জেস বার্ডওয়েল," এলিজা বললে, "তুমি যদি ওই অর্গ্যান বাড়িতে ঢোকাও, তাহলে আমি বাড়ির বাইরেই থাকব। তুমি বেছে নাও -আমাকে কিংবা ওই অর্গ্যানকে। দুটোই তুমি পাবে না।"

জেসের অন্তঃকরণ কিন্তু মোমের মত নরম। এলিজা যদি একটু অনুনয় করত, যদি তার নরম কালো চোখে জল দেখা দিত, তাহলে অর্গ্যান বাড়িতে ঢুকতে পেত না। কিন্তু আদেশ বা ভয় দেখানো আলাদা ব্যাপার।

মাইনে-করা যে লোকটি খামারে ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল, জেস তাকে ডেকে বললে, "এনক, আমায় একটু সাহায্য কর।"

মোমের মত নরম হৃদয় বটে, কিন্তু যেইমাত্র অপর কেউ এসে বলে দেয়, কোন্ পথে যেতে হবে—তার পরেই কাঠিন্য দেখা দেয়। আর তখনই সাবধান হওয়া দরকার। জেস এমনিতে মাটির মানুষ। কিন্তু জোর খাটাতে গেলেই সে দৃঢ় হয়ে ওঠে।

এলিজা বুঝতে পারল, সেই অবস্থা আসছে। তবু সত্যের জন্যে নিগ্রহভোগে সে কখনই পশ্চাৎপদ নয় বলে দমল না। সেই বরফের ওপর বসে পড়ে সে বলতে লাগল, "জেস বার্ডওয়েল, যতক্ষণ না অর্গ্যান সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই এখানে আমি বসে রইলাম।"

জেস বললে, "এনক, বাক্সটা সুদ্ধ বয়ে নিয়ে যাবার দরকার কী? অর্গ্যানটা বের করে ওখান থেকে বাড়ি নিয়ে চল।"

তাই তারা পেটি খুলে বাক্স থেকে অর্গ্যান বার করল। বরফের ওপর বসে-থাকা এলিজার দিকে চোখ রাখছিল এনক। এলিজা তাকে বড় অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। সে যেন বলছে এনক নিজের কোটটা অন্ততঃ তার বসবার জন্যে পেতে দিতে পারে।

"এনক, এখানে অনর্থক আমাদের সময় নষ্ট করে লাভ কী? চল, আমরা বাড়ির দিকে এগোই।" জেস এমনভাবে বললে, যেন এলিজাকে দেখতেই পায়নি।

তারা যখন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির পথে চলতে লাগল, এনক বললে, "ওখানে ওর ঠাণ্ডা লাগবে না?"

জেস বললে, "জামা ভিজে গিয়ে গায়ে বরফের কনকনানি ঠেকলেই উঠে পড়বে এখন।"

কথাটা ভুল। কারণ অনেক আগেই এলিজার গা ভিজে গেছে। ওখানে বসে ব্যাপারটা সে মনে মনে ভেবে দেখছিল। এলিজা জানে, জেস যখন একবার মনস্থির করেছে, তখন তাকে নড়ানো স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও কঠিন কাজ। তা ছাড়া ঝগড়া করে লাভ হবে না। জেস

অর্গ্যান মোছা সবে শেষ করেছে, সেই সময় এলিজা ঘরে ঢুকে স্টোভ ধরাতে লাগল।

"জেস," এলিজা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী অর্গ্যানটা রাখবে ঠিক করেছ? তোমার ছেলেমেয়ে, আমার ধর্মসভার কথা ভেবেও কি তোমার মত বদলাবে না?"

জেস বললে, "হ্যাঁ এলিজা, আমি মনস্থির করেছি।"

এলিজা বললে, "বেশ, তাহলে তাই। তবে ওটা চিলে-ঘরে থাকবে।"

"সে কথা আমি ভেবেছি," জেস বললে, "আর আমার আপত্তি নেই তাতে।"

ব্যাপারটি এই ভাবে মিটে গেল। অর্গ্যান চিলে-ঘরে রইল। সেখান থেকেই নীচের তলায় শোনা যেত, কিন্তু পুরোদমে নয়। তার জন্যে এর থেকে গাদ্দো খুলে নেওয়া হয়েছিল। তবু জেস সাবধান ছিল যাতে কারও উপস্থিতিতে বাজানো না হয়। তারপর একদিন ধর্মসভার কর্তারা বাড়িতে এলেন। সেদিনও সে সাবধান ছিল, কিন্তু ম্যাটি ছিল অসাবধান। অবশ্য একে দুর্ভাগ্যই বলা উচিত।

জেস লক্ষ্য করেছে ম্যাটির সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক আছে। সে এক হাতে 'দি ওল্ড মিউজিসিয়ান' বাজাতে শিখেছিল। জেস তাকে খাদের সুর তুলে দিল, যাতে সে গাইবার সময় ম্যাটি বাজাতে পারে। এলিজার পক্ষে এতখানি সহ্য করা শক্ত ছিল। সে যা ভেবেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। সঙ্গীতের প্রতি জেসের দুর্বলতা ছেলেমেয়েতেও বর্তাচ্ছে। তবু জেসের চড়া গলার সঙ্গে অর্গ্যানের ভারী আওয়াজ যখন নীচে বসবার ঘরে এসে পৌছত তখন না শুনে পারত না।

কিন্তু জেসের সাবধানতা সত্ত্বেও, এলিজার আগের চেয়ে দ্বিগুণ কড়াকড়ি এবং হোপওয়েল সভাগৃহে অধিক গাম্ভীর্যসহ বক্তৃতা

সত্ত্বেও ব্যাপারটি নিয়ে কানাঘুষা শুরু হল। বার্ডওয়েলদের বাড়িতে অর্গ্যান আছে এমন কোন নির্দিষ্ট কথা অবশ্য নয়। হয়তো বা কোন বসন্ত-সন্ধ্যায় চিলে-ঘরের জানলা থেকে অর্গ্যানের টানা সুর শুনেছে কেউ। তবে খুব সম্ভব এলিজার অপরাধী দৃষ্টিই আসলে জনরবের জন্য দায়ী।

যাই হোক, ধর্মসভার কর্তারা একদিন রাত্রে দেখতে এলেন। তখন প্রায় সাতটা। রাত্রের খাওয়া সমাপ্ত। ডিসগুলো ধোওয়া হয়ে গেছে। প্রাতরাশের জন্যে টেবিল সাজানো রয়েছে। দিনের কাজের পরে জেস ও এলিজা বসবার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল।

ধর্মসভার কর্তারা অ্যামস্ পিজের টম্‌টমে করে এসেছিলেন, কিন্তু গাড়ি আস্তাবলে রাখা ছিল। তাই পদদলিত মিণ্টপাতার গন্ধেই জেস ও এলিজা প্রথম টের পেয়েছিল। অ্যামস্ পিজ ছিলেন সেই ধাতের মানুষ যাঁরা কর্তব্যের ডাক এলে কোথায় পা দিচ্ছেন সে পরোয়া করেন না।

এলিজা বুঝতে পেরে কে আসছে দেখার জন্যে পশ্চিম দিকে জানলার ধারে গিয়েছিল। "ধর্মসভার কর্তারা আসছেন," বলতে গিয়ে তার গলা কাঁপল। কিন্তু অ্যামস্ পিজ যখন দরজায় টোকা মারলেন, তখন এলিজা চৌকিতে পা দিয়ে সহজভাবে বসে রইল।

জেস দরজা খুলল। "শুভরাত্রি অ্যামস্, শুভরাত্রি এজরা, শুভ-রাত্রি হুপার।"

ধর্মসভার কর্তারা জেস ও এলিজাকে শুভরাত্রি জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসেছেন। কারণ আজকের কর্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা আবহাওয়া অথবা এবারকার ফলন সম্পর্কে দু-একটা মন্তব্য করার পর আসল প্রশ্নে আসার আগেই জেস শুনতে পেল অর্গ্যানের বেলোতে প্রথম পা ছোঁয়ানোর শব্দ। সেই শব্দ যন্ত্রণার মত তার হৃদয়ে আঘাত করতে লাগল। সে

ভাবল, একটা বাজে জিনিসের জন্যে আমি আমার জন্মগত অধিকার বিক্রি করেছি। কারণ জেস মনেপ্রাণে আদর্শ কোয়েকার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুশো বছর হল এ বাড়ির লোকেরা কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত। এর জন্যে তারা অনেক সময় নির্যাতনও ভোগ করেছে। জেস ভাবল, একটা অর্গ্যানের জন্যে আমি আজ সব-কিছু হারাতে বসেছি।

অর্গ্যান নিয়ে বসেছে ম্যাটি। জেস জানে, তারই মত ওর অভ্যাস। একেবারে কোন একটা সুর বাজাতে শুরু করবে না। প্রথমে আস্তে আস্তে বেলো করে অর্গ্যানের এদিক ওদিক ছুঁয়ে যাবে, তারপর চাবির ওপর হাত রাখবে। তারপর আসল বাজনা। জেস এলিজার দিকে তাকাল, সে যে ভাবে হাত দুটো একসঙ্গে শক্ত করে বসে আছে, মনে হয় সেও অর্গ্যানের আওয়াজ শুনেছে। জেস ভাবল, আমি ঈশার চেয়ে জঘন্য মানুষ, কারণ সে শুধু নিজের জন্মগত অধিকার বিক্রি করেছিল, আর আমি আমার স্ত্রীকেও রেহাই দিইনি।

জেসের মনে পড়ল, ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা পৌছে দিতে এলিজা কত ভালবাসে, তার অর্গ্যানপ্রীতির জন্যে আজ এলিজা সে অধিকার হারাতে বসেছে। তার ঠোঁট নড়বার আগেই অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা উচ্চারিত হতে শুরু করেছে : "হে ঈশ্বর, তোমার দাসকে তার পাপের ফাঁদ থেকে মুক্ত কর।"

ম্যাটি যখন প্রথম চাবিতে হাত ছোঁয়াবার জন্যে প্রস্তুত, ঠিক সেই সময়ে জেস উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বন্ধুগণ, আসুন, আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।" এ ব্যাপার কোয়েকারদের সম্মেলনে আকস্মিক কিছু নয়। একটা টুপি পড়ে গেলেও তারা প্রার্থনা করে। সুতরাং কয়েকজন হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং কয়েকজন দাঁড়িয়ে রইলেন ; কিন্তু সকলেই মাথা নীচু করে চোখ বন্ধ করলেন।

জেস কেবল ওপর দিকে মুখ তুলে তার ঈশ্বর ও তার পাপের

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাটি যখন "দি ওল্ড মিউজিসিয়ান" সুরে পৌঁছেছে, তার রেশ ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে, জেস বাড়ি কাঁপিয়ে উপাসনা শুরু করল। সে ঈশ্বরকে তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, অন্যান্য যারা তাঁর করুণা লাভ করেছে।

সে বাইবেলোক্ত সমস্ত পাপীর নামে প্রার্থনা উচ্চারণ করল। অ্যাডাম, যে পাপ করে করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল; মজেস, যে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশাধিকার পায়নি; ডেভিড, যে পরস্ত্রীর দিকে কামনা-কলুষ চোখে তাকিয়েছিল—সকলেব নাম তার কণ্ঠে শোনা গেল। সলোমন ও তার নির্বুদ্ধিতা, এব্রাহাম ও তার ঈর্ষাপরায়ণতা, জেফ্‌থা ও তার নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করে সে প্রার্থনা উচ্চারণ করল। সে তার অনুতাপ থেকে এক নিজস্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করল। তার পরিবর্তন সুরেব মধ্যে রূপ পেল।

পল, যা সে নয় তাই করেছিল; পিটার, যে বলেছিল সেই মানুষটিকে সে চেনে না; টমাস, যার মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল; জুডাস, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; এবং মেরী, যে অনুশোচনা করেছিল—সকলের পাপের জন্যে সমভাবে প্রার্থনা করে জেস ওল্ড টেস্টামেণ্ট শেষ করল।

সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, আর তার লম্বা আইরিশ ঠোঁট বাইবেলের যত নাম উচ্চারণ করছিল। যতক্ষণ না ঘর অন্ধকার হল এবং তার কেশ অ্যামস্ পিজের মাথার মতই বর্ণহীন হয়ে উঠল, সে প্রার্থনা করে চলল। মিণ্ট-পাতার শেষ সুরভিটুকুও ঘর থেকে বিদায় নিল, শুধু জেগে রইল ক্ষমাপ্রার্থী এক অনুতপ্ত মানুষের প্রার্থনার রেশ।

জেস কিন্তু ভণ্ড নয়। ম্যাটি যখন চড়ায় বাজাচ্ছিল তখন তার প্রার্থনা যদি একটু উঁচু পর্দায় উঠে থাকে, তবে তাকে পূর্বপরিকল্পিত বলা যায় না। ওটা ঈশ্বরই করিয়েছেন। এবং ম্যাটির "দি ওল্ড মিউজিসিয়ান" পাঁচ বার বাজাবার পরও যদি প্রার্থনা শেষ না হয়ে থাকে, তাও ঈশ্বরেরই হাত—এতে জেসের মতলব কিছু ছিল না।

অবশেষে যখন তার প্রার্থনা শেষ হল, সকলে চোখ থেকে হাত সরিয়ে অন্ধকার ঘরে ঝাপসা দৃষ্টি ফেলল, জেস তখন তর্জনী দিয়ে ঠোঁট মার্জনা করতে লাগল—বক্তৃতা দেওয়ার পর লোকে যেমন করে। এলিজা একটা বাতি জ্বালিয়ে দিল, তারপর দীপ আনতে গেল।

অ্যামস্ পিজ বাতিটা তুলে নিয়ে এমন ভাবে ধরলেন যাতে জেসের মুখে আলো পড়ে। তিনি বললেন, "বন্ধু, আপনি আজ রাত্রে ঈশ্বরের হাতিয়ারবিশেষ। আপনি তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, আর আমাদের নিয়ে গেছেন উর্ধ্বলোকে। আপনার প্রার্থনা আমাদের পৌছে দিয়েছে স্বর্গদ্বারে। মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন দেবদূতদের গান ও স্বর্গীয় বীণার বাজনা শুনতে পাচ্ছিলাম।"

এই বলে তিনি বাতি নামিয়ে রেখে টুপি মাথায় দিলেন এবং বললেন, "ঈশ্বরের গুণগান করুন।" ফ্রেণ্ড গ্রিফিথ ও ফ্রেণ্ড হুপার বললেন, "আমেন ভাই, আমেন।" এবং বিশেষ গাম্ভীর্যসহকারে অ্যামস্ পিজকে অনুসরণ করে বিদায় নিলেন।

এলিজা যখন দীপ নিয়ে ফিরে এল, জেস একা বাতির আলোয় বসে ছিল। ঘরে আবার পদদলিত মিণ্ট-পাতার সুরভি ফিরে এসেছে। ছেলেমেয়েরা খেলা ছেড়ে বোতলে পোরার জন্যে জোনাকির পেছনে ধাওয়া করেছে। জেস চোখ বন্ধ করে এমন ভাবে বসে ছিল যেন তার কাঁধে ঈশ্বরের হাতের স্পর্শ অনুভব করছে। যে শিক্ষাপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তাকে "আমেন" বলার জন্যে এলিজা গলা পরিষ্কার করার আগেই চিলে-ঘর থেকে আরও একবার "দি ওল্ড মিউজিসিয়ান" ভেসে এল, সঙ্গে সঙ্গে জেস পা ঠুকতে লাগল :

ট্যাপ, ট্যাপ—নদীর তীর,

ট্যাপ, ট্যাপ—স্রোতের 'পর।

দুই

প্রাতরাশের পূর্বে 'শিভারি'

এলিজা সব সময় বলে যে, গ্রেভির পাত্র নাড়াচাড়া করার শব্দ না শোনা পর্যন্ত লেব্ বিছানা থেকে উঠে আসে না। লেব্ চঞ্চলপ্রকৃতির ছেলে। তার সহজ সরল ভাবটি এলিজা প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখে।

কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের সেই সকালে লোহার বড় পাত্রটি তখনও স্টোভের পেছনে ঝোলানো ছিল এবং শুকনো মাংসের গ্রেভি তৈরির অথবা বার্চকাঠের ধোঁয়ার গন্ধ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়েনি। সামনের দরজার কাছে কাঠের খাঁচায় স্টার্লিং পাখি তখনও ঘুমিয়ে ছিল। সূর্য যেন আগের দিন পশ্চিমের পর্বতশ্রেণীর আড়ালে হারিয়ে গিয়ে পরদিন আর পূব দিকে গাছপালার ওপরে মাথা তুলতে রাজী হয়নি। লেব্ তার দুটো পা-ই বিছানার বাইরে বার করে দিয়েছিল।

সে আধজাগা অবস্থায় বিড়বিড় করে বকছিল। তার বড় ভাই জোশুয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে বকবক করছিল। জোশুয়া তার চেয়ে তিন বছরের বড়, কিন্তু দেখতে তার চেয়ে বড় নয়। যে-কোন ব্যাপারে লেবের ক্রটি নিয়ে বকবক করা জোশুয়ার স্বভাব। লেব্ বিছানায় উঠে বসে শরীরটা একটু এদিক-ওদিক ভেঙে নিল। পাখির নীড়ের মত উষ্ণ এবং আরামদায়ক ঘুমের রেশ তখনও তার শরীরে। জোশের কথায় সে কান দিতে চায় না। তাহলেই তো বিছানা ছাড়তে হবে, আর সেপ্টেম্বর-সকালের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস লোহার টুকরোর মত গায়ে বিঁধবে।
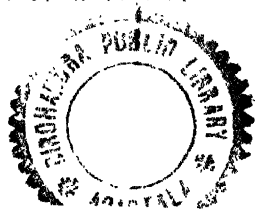
জোশ তার প্যাণ্টের শেষ বোতামটা লাগাতে লাগাতে বললে, "তুই আমায় জ্বালিয়ে মারলি লেব্। কথাটা তো তুইই বললি। এখন আমি তৈরী, আর তুই গড়িমসি করছিস। দেরি হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমরা পৌছবার আগেই বুড়ো আল্ফ্ অ্যাপ্ল্গেট উঠে কাজে চলে যাবে।"

জোশের গলার আওয়াজে বোঝা গেল, তার ইচ্ছে হচ্ছে লেব্কে এক ঘুষি লাগায়। কিন্তু তাতে লেব্ ষাঁড়ের মত চিৎকার করে উঠবে। ফলে মা ছুটে আসবে এবং বুড়ো আল্ফ্কে আজ, কি আর কোনদিন 'শিভারি'* করতে যাওয়া হবে না।

"নীচে গিয়ে আমি মুখ ধুয়ে নিই, তারপর বেহালাটা নিয়ে তোকে ছাড়াই চলে যাই।" সে বললে।

লেব্ বুঝতে পারল এবার তাকে উঠতে হবে। কারণ জোশ মুখে যা বলে সাধারণতঃ কাজে তার চেয়ে বেশি করে। জোশ পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার আগেই সে শার্ট গায়ে দিয়ে নিল এবং নিকারবোকারে পা ঢুকিয়ে দিল।

লেব্ পা টিপে টিপে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। জোশ পেছন দিকে গেছে। সে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে পারে। কিন্তু লেব্ ভাবল, দরকার কী! জোশ ও বুড়ো আল্ফ্ ছাড়া আর কেউ তো তাকে দেখছে না! বুড়ো আল্ফ্ তার নতুন বউকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, এসব নজর করবে না।

সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ঘরে ঢুকল। সকালবেলা বসবার ঘর যখন অগোছালো হয়ে থাকে সে-দৃশ্য দেখতে তার বড় ভাল লাগে। একটা চেয়ারের সামনে আর একটা চেয়ার বসানো। ঘড়ি ও উনুনের

* নতুন বিবাহিত দম্পতিকে উপলক্ষ করে কেটলি, টিনের চোঙ্ ইত্যাদি সহযোগে কৃত্রিম গীতবাদ্যাদি।—অনুবাদক

ঝাঁজরি টিকটক ও কয়লা পড়ার টুকটুক শব্দের মাধ্যমে কী বলাবলি করছে কে জানে!

মোটামুটি দেখা যায় এমন আলো ফুটেছে তখন। উনুনের পাশে বাবার জুতোজোড়া, চেয়ারের পিঠে মার শাল, ম্যাটির বোনা সিঁড়ির গোল থামের ওপর রয়েছে। লেবের মনে হল, এটা যেন একটা জাহাজ, নাবিকদল সব প্লেগে মরে গেছে, তাদের জিনিসগুলো তারা যে ভাবে শেষবার রেখেছে সে ভাবেই পড়ে আছে। দুর্ঘটনার পর এই করুণ দৃশ্য লেব্ই প্রথম দেখতে এসেছে যেন।

জোশ সামনের দরজায় উঁকি দিয়ে বললে, "সূর্য ওঠার সময় হয়েছে।"

লেব্ প্লেগ-লাগা জাহাজের কথা ভুলে বুড়ো আল্ফ্কে শিভারি করতে ছুটল।

জোশ চকচকে পাথরের মত পরিষ্কার হয়ে এসেছে। তার এক হাতে বেহালা আর এক হাতে নুড়িভর্তি একটা পাত্র—যেটা লেব্ ঝনঝন করে বাজাবে। "তুই নিজেরটা নিজে নিয়ে চল্," সে লেব্কে বললে।

"নিশ্চয়," লেব্ বললে, "বেহালাটাও নিয়ে যেতে হবে নাকি?"

জোশ তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু লেব্ অতশত বোঝে না। সে স্টার্লিং পাখি ইবোনিকে কী বলছিল—কোথাও যাবার আগে যেমন বলে।

"আমি বাজি ধরতে পারি তুই স্বপ্ন দেখেছিস। বুড়ো আল্ফ্ বিয়ে করেছে, একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছে, এটা তোর স্বপ্নে দেখা ব্যাপার।" জোশ বললে।

তারা বুড়ো আল্ফের বাড়ির দিকে চলেছে। নদীর বাঁকের ওপারে, সাইকামোর গাছের পেছনে ধূসর আকাশ হলুদ বর্ণ হতে

শুরু করেছে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা কাক খোলা মাঠের দিকে উড়ে গেল।

"না রে জোশ," লেব্ বললে। তার গোল মুখখানা ভীষণ গম্ভীর দেখাল—যেন সে কেঁদে ফেলবে। "না, সত্যি বলছি, আমি শুনেছি। তোকে বললাম না, সকালবেলা বাবা আমায় নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। আমি ক্লান্ত হয়ে আল্‌ফের বাড়ির ধারে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসেছিলাম, তখনই আমি শুনতে পাই তার কথা।"

"সে কী বললে?" জোশ জিজ্ঞেস করল—যদিও বার কয়েক লেবের মুখ থেকে এর মধ্যে সে কথাটা শুনেছে।

"প্রথমে আমি ও কী বলছে অত বুঝতে পারিনি। মনে হয়েছিল বুঝি কোন বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে বললে, 'মলি প্রিয়তম, ওঠবার সময় হয়েছে। তোমার সুন্দর কালো চুল বেঁধে নাও। সকাল হয়েছে—এখন কাজের সময়।' হুবহু এই কথা হয়তো বলেনি। তবে আমার যতদূর মনে আছে বললাম।"

"'মলি প্রিয়তম, মলি প্রিয়তম!' চুমু খাওয়ার মত কিছু শব্দ শুনেছিস?" কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জোশের মুখটা একটু লাল হল।

লেব্ বললে, "দূর, গুঁড়ির ওপর বসে বসে আমি বুড়ো আল্‌ফ্ অ্যাপ্‌লগেটের চুমু খাওয়ার শব্দ শুনব? তুইও যেমন!"

জোশ নিজে কী করত জানে না। "ওর যদি বউ থাকবে লোকে জানবে না কেন? তাকে ও লুকিয়েই বা রাখবে কেন?"

"কারণ এই বুড়োবয়সে বিয়ে করে সে লজ্জা পাচ্ছে। ওর ভয় লোকে ওকে দেখে হাসবে।"

সহসা লেব্ থেমে পড়ল, বললে, "জোশ, আমার পায়খানা পেয়েছে।"

"কোথাও যাবার জন্যে বেরোলেই অমনি তোর পায়খানা পাবে," জোশ রেগে গিয়ে বললে, "এইখানেই করে নে।"

"না, আমি ফিরে যাচ্ছি। তুই এগো, আমি চটপট আসছি।" বলেই পেছন ফিরে সে শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল। তার হাতে নুড়িভর্তি পাত্রে ঝনঝন শব্দ উঠল—যেন ছাদের ওপর শিলাবৃষ্টি পড়ছে।

জোশ ভাবল, ওকে ছেড়ে আমি দৌড় মারি, তাহলে ওর চেয়ে আগে পৌছব এবং লেব্ আসবার আগেই শিভারি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন সে দেখল, শিকারী কুকুরের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে লেব্ অতি দ্রুতগতিতে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝতে পারল ওকে ফেলে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। একটু দৌড়লেই সে হাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু লেব্ তার সঙ্গে দৌড়েও সহজভাবে নিঃশ্বাস নেবে, কথা বলবে। লেব্ হপ্তায় একবার স্নান করে, কখনও চুল আঁচড়ায় না, শার্টের ঝুল কখনও প্যাণ্টের মধ্যে গোঁজে না, আর তার প্যাণ্ট সব সময়ই প্রায় গোড়ালির কাছে ঢল ঢল করে। সোজা কথা এই, সে নোংরা ও অগোছালো। তবু সকলে তাকে ভালবাসে।

জোশ তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে কাঁটাতারের ওপর উঠল এবং এক লাফে ঘূর্ণি-ফটক ডিঙিয়ে গেল। ফটকের গোড়ায় গোল্ডেন রড, ফেয়ারওয়েল সামার ও আয়রন উইড ফুটে আছে। হলদে আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। দমকা বাতাসে রাস্তায় মেপ্‌ল্-পাতা উড়ছে। গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে জোশ তার মধ্যে দিয়ে চলেছে। সে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা পছন্দ করে, ঘরের জিনিসপত্র ঠিক ভাবে গুছিয়ে রাখে। ধার্মিকতার পরেই পরিচ্ছন্নতার স্থান। সে দুটো দিকই মেনে চলে। কিন্তু লেব্ যে কোনটারই পরোয়া না করেও এত আদর পায় কেন, তার বোধগম্য হয় না। এমন কি, তার মায়ের কাছে

পর্যন্ত—যিনি একজন কেয়েকার-ধর্মবক্তা এবং ঈশ্বরের মতই যাঁর পক্ষপাতশূন্য হওয়া দরকার। হয়তো ঈশ্বর নিজেই পক্ষপাতশূন্য নন, পেছনে লেবের পদশব্দ ও পাথরভর্তি পাত্রের ঝনঝন আওয়াজ শুনে জোশ ভাবল।

লেব্ চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, জানলার বাইরে বুড়ো আল্‌ফ্ ও তার বউ যখন বেহালা বাজানো ও নুড়িভর্তি পাত্র নাড়ানোর আওয়াজ শুনবে তখন তারা কেমন অবাক হবে।

"জোশ," সে বললে, "বুড়ো আল্‌ফ্ নিশ্চয় আমাদের জন্যে খানিকটা মিছরি নিয়ে তৈরী থাকবে, কী বল্?"

"না," জোশ অবজ্ঞার সুরে বললে, "ওর ধারণা কেউ ওর বিয়ের খবর জানে না, তাহলে আর শিভারির জন্য তৈরী থাকবে কী করে?"

তারা প্রায় এসে পড়েছে। জোশ তার রুমাল বার করে নুড়িগুলোয় চাপা দিল যাতে ঝনঝন আওয়াজ না হয়। ঘূর্ণি-ফটকের বাঁ দিকে সাইপ্রেস-লাগানো লম্বা রাস্তার শেষে একটু উঁচুতে বুড়ো আল্‌ফের বাড়ি। আল্‌ফের বুড়ী ইংরেজ মা মারা যাবার পর এ রাস্তা দিয়ে আর বড় কেউ একটা হাঁটে না। বাড়িটার পেছন দিকে যে মাছধরার পুকুরটা আছে সেখানে যেতে হলে সংক্ষেপ করার জন্য লোকে এই পথ দিয়ে যায়।

জোশ ও লেব্ গলিতে বেঁকেই কথা বলতে লাগল ফিসফিস করে। "খুব দেরি হয়নি আমাদের, চিমনি দিয়ে এখনও ধোঁয়া বেরচ্ছে না। ওরা বোধ হয় এখনও শুয়ে আছে।" লেব্ বললে।

"যে জানলা থেকে আমি কথাগুলো শুনেছি সেটা তোকে দেখাচ্ছি, চল্।"

তারা পা টিপে টিপে বাড়ির পেছন দিকে এল। বাড়িটা পুরনো—এককালে সাদা ছিল, এখন ধূসর হয়ে গেছে।

"ওই যে।" লেব্ একটা জানলার দিকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বললে। তারা ঠেলাঠেলি করে জানলার নীচে এসে দাঁড়াল।

লেবের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সে সাবধানে ঝুড়ি থেকে জোশের রুমাল সরিয়ে নিল। "তুই তৈরী তো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"শ্," জোশ তার হাত থামচে বললে, "শ্। প্রথমে আমরা ওদের কথা শুনি।" তারা সেখানে দাঁড়িয়ে কান পাতল, কিন্তু কেবল নিজেদের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পেল। তারপর বুড়ো আল্‌ফ্ কিছু বলছে শোনা গেল। কিন্তু কী বলছে তারা বুঝতে পারল না। লেব্ যেমন বলেছিল সে রকম নীচুস্বরে যেন কোন বাচ্চার সঙ্গে কথা কইছে। কিছু পরেই তারা তার সব কথা শুনতে পেল।

"মলি প্রিয়তমে," সে বললে, "এখন উঠে তোমার হয়ে আমার আগুন জালা উচিত। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তাই বলছ আমার হয়ে কাজটা করে দেবে। কিন্তু প্রিয়তমে মলি, তুমি আমার স্বভাব খারাপ করছ।"

খানিক বিরতি। "তারা এখন চুমু খাচ্ছে," জোশ বললে। লেব্ জোশের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাল।

বুড়ো আল্‌ফ্ বলে চলল, "কোন মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর হতে পারে না, এ কথা, মলি, আমি সব সময়ই বলি। আর যদি তার চুল তোমার মত কালো আর হাত তোমার মত ফরসা হয়, তাহলে তা দেখে চোখ ভরে যায় মলি।" বুড়ো আল্‌ফ্ আরামে নিঃশ্বাস ফেলল। লেব্ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। সে মজা আরম্ভ করে দিতে চায়, কিন্তু জোশ তাকে আর একটা চিমটি কাটল।

"তোমার মত ভাল ও সুন্দরী মেয়ে, মলি, যে কোন মানুষের আকাঙ্ক্ষারও বেশী—কিন্তু তুমি নিশ্চয় টিউকেন্সবেরি থেকে এসেছ,

আমার সঙ্গে পুরনো দিনের কথা বলতে পার।" তার গলার স্বর শুনে মনে হল সে কাঁদবে বুঝি। "ঈশ্বর, আমার পেয়ালা উপচে পড়ছে।"

তারপর সে আবার প্রফুল্ল হল। "প্রাতরাশের জন্যে ফ্লানেল কেকের কথা বলছ? ফ্লানেল কেক, চিনির পানীয় ও কড়া চা। আজ এই প্রাতরাশ মলি।"

"কই, আল্‌ফের বউয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি না।" লেব্ অভিযোগ জানাল।

"বোধ হয় সে বোবা," জোশ ফিসফিস করে বললে, "হয়তো সেই কারণেই বুড়ো তাকে লুকিয়ে রাখতে চায়।"

তারা মাদুরের খসখস আওয়াজ, ঘরের মেঝেতে বুড়ো আল্‌ফের খালি পায়ে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেল। "প্রাতরাশ টেবিলে রাখার আগেই আমি নীচে যাচ্ছি, মলি।" বুড়ো বললে।

"এইবার," জোশ ফিসফিস করে বললে, "এইবার।" তার পরেই সে তার বেহালায় দরজায়-ল্যাজ-চাপা-পড়া বেড়ালের মত আওয়াজ করল। লেব্ তার নুড়িভরা পাত্রটা এত জোরে নাড়াল যে চারদিক শব্দে ভরে গেল! তারা এই মতলব করেই এসেছিল। এইবার বুড়ো আল্‌ফ্ জানলার ধারে তার বউকে এনে তাদের উদ্দেশে কিছু বলবে, আর হয়তো খানিকটা মিছরি দেবে।

কিন্তু জানলায় বুড়ো আল্‌ফ্ একাই এসে দাঁড়াল। তখনও তার দেহে রাত্রিবাস। বাইরে ছেলে দুটোকে দেখে সে বললে, "এই গোলমালের মানে কী? আমার জানলার নীচে এই সময়ে? তোমাদের কী বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে?" তার কণ্ঠস্বরে রাগের চেয়ে বিস্ময়ের ভাবই বেশি। লেব্ই কথা বললে। তারা আজ এই যে শিভারি করতে এসেছে এটা ভদ্র ও চিন্তাশীল ব্যাপার। সে বিয়ে করলে, অথচ কেউ শিভারি করতে এল না, এটা তার পক্ষে লজ্জার কথা।

তাই আজকের এই অভিযানের জন্য সে নিজেকে খুব গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছিল। "আপনি নতুন বিয়ে করেছেন, তাই আমরা শিভারি করতে এসেছি।" লেব্ বললে।

"কী বললে?" বুড়ো আল্‌ফের এই প্রশ্ন শুনে লেব্ এই প্রথম একটু ঘাবড়ে গেল। বেড়ার কোণে একটা খরগোশকে তাড়া করে তার চোখে যে চাউনি দেখেছিল, বুড়োর চোখেও তাই দেখতে পেল সে।

জোশ বললে, "আপনার ও মলির জন্যে আমরা শিভারি করতে এসেছি।"

"আপনাকে তার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলতে শুনেছি," লেব্ বললে, "জানি, আপনি বিয়ে করেছেন।"

"তার সঙ্গে আমায় কথা বলতে শুনেছ?" যেন এই প্রথম বুড়ো আল্‌ফ্ জেগে উঠল। জানলায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে, "ঘুরে ভেতরে এস। দরজা খোলাই আছে। এখুনি আমি নীচে যাচ্ছি।"

•

জোশ ও লেব্ দরজা ঠেলবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আল্‌ফ্‌ও নীচে নেমে এসেছিল। "ছেলেরা, ভেতরে এসে বোস।" সে বললে। কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে থাকতেই চায়। বুড়ো নাইট ক্যাপ খুলে ফেলেছে, নাইট শার্টের ওপর প্যাণ্ট চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পা তখনও খালি। তার মোটা বুড়ো আঙুলের কালো চুল থেকে চোখ সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল লেব্। বুড়ো আল্‌ফের বিষণ্ণ পিঙ্গল চোখে তখনও সেই খরগোশ-চাউনি।

"ছেলেরা," সে বললে, "আমি বিয়ে করিনি।" বালতি থেকে কতকগুলো জ্বালানি কাঠ নিয়ে সে রান্নার উনুনে ফেলে দিল।

জোশ বললে, "কিন্তু আপনাকে আমরা কথা বলতে শুনেছি প্রিয়তমা মলির সঙ্গে।"

বুড়ো আল্‌ফ্‌ কিছু বলার আগে উনুনে আগুন ধরাল। তারপর সে দোলানো-চেয়ারে বসে আর-একটাতে পা তুলে দিল।

"তোমাদের বয়েস কত?"

"আমার তের।" জোশ বললে।

"আমার দশ।" লেব্‌ বললে।

"তোমাদের বাড়িতে ছ জন কি সাত জন লোক, না?"

"ছ জন" জোশ বললে, "সারা মাবা গেছে।"

"ছ জন," বুড়ো আল্‌ফ্‌ পুনরুক্তি করল, "ওখানে তোমাদের কখনও ফাঁকা মনে হয় না, হয় কী?" চেয়ারে বসে সে দুলতে থাকে আর খালি পা দুটোয় ঘর্ষণ করে।

"মা যখন বেঁচে ছিল আমারও হত না। মাকে তোমাদের মনে আছে কী?" তারা মাথা নাড়ল, মনে আছে বইকি। তারা যখনই অ্যাপল্‌গেটদের বাড়ির পাশ দিয়ে মাছ ধরতে যেত তখন ওই ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধা মহিলা তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেরিয়ে আসতেন।

"মা যখন বেঁচে ছিল," বুড়ো আল্‌ফ্‌ বললে, "তখন আমি কথাটার মানে জানতাম না। মা খুব বেশি কথা বলত। এমন কোন বিষয় ছিল না, যা তার আওতার বাইরে। যে-কোন বিষয়েই মা কিছু বলত। মার কথা শুনে শুনে আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, ক্লান্তই হয়েছিলাম।" তার দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি ছেলে দুটিকে সে বললে, "তার পর মা মারা যাবার পর মনে হল, আমি সহ্য করতে পারব না। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখব, বাড়ি নিস্তব্ধ। এ নিস্তব্ধতা আমার কাছে অসহ্য। ভাবতে পার, একটা পুরো বাড়িতে টুঁ শব্দটিও নেই!"

ছেলে দুটির দিকে ঝুঁকে পড়ে সে যেন বোঝাতে চাইল ব্যাপারটা কত খারাপ।

জোশ ও লেব্ দরজার দিকে পেছু হটল।

"তার পরেই আমি মলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি।" বুড়ো তাদের বললে।

"মলি কে? মলি কি আপনার উপপত্নী?" শুকনো গলায় জোশ জিজ্ঞেস করল। ঢোক গিলেও সে গলা ভেজাতে পারছে না।

"না।" বুড়ো আল্ফ্ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "না, সে নেই। সে কেউ নয়। আমি তাকে কল্পনা করে নিয়েছি। বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। আমার নিজের গলা শোনার জন্যেই তার সঙ্গে কথা বলি। এমন ভাবে বলি যেন সে আমার স্ত্রী। এতে তো আমি কোন ক্ষতি দেখি না। তা ছাড়া এ সব কেউ শুনবে আমি ভাবিনি।"

চুল্লী এতক্ষণে ধরে গেছে। রান্নাঘর এখন বেশ গরম। কিন্তু জোশের শীত করতে লাগল। তার মনে হল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত বুকে এসে জমা হয়ে বুকটাকে এক বালতি সীসার মত ভারী করে তুলেছে। সে বুড়ো আল্ফের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ও তার দুঃস্বপ্নের অংশবিশেষ।

কিন্তু লেব্ হাসছিল। সমস্ত ব্যাপার এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

"আপনার এখানে আর কেউ নেই?" সে জিজ্ঞেস করল।

এবার বুড়োর হাঁ হবার পালা। "কী বললে?"

"মলি ছাড়া আর কেউ নেই, যার সঙ্গে আপনি কথা বলেন?" লেব্ বুঝিয়ে বললে।

"না," আল্ফ সংক্ষেপে বললে, "শুধু মলি। আর কেউ নেই।"

"আপনার কাল্পনিক ছেলেমেয়েও তো থাকতে পারে ?"

"না, এই বয়সে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত করবে।"

জোশ বললে, "আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

সে বিশ্বাস করে না যে, বয়েস হওয়া মানেই এই বুড়োর মত অবস্থা হওয়া। তার নিজের ক্ষেত্রেও নয়। বয়েস হলে মানুষের ভয়-ভাবনা চলে যাবে, সব জিনিসকেই আপন স্বরূপে দেখবে, জীবনের সব ব্যাপারেই পরিচ্ছন্ন ও সুখী হবে। তা যদি না হয় তবে বেঁচে থেকে লাভ কী, বয়স্ক হওয়ার কষ্ট স্বীকারের দরকার কী? যদি বুড়ো আল্‌ফের মত ভীতু ও একাকী হতে হয়? না, ছারপোকার মতই ওর মাথাটা খারাপ।

বুড়ো আল্‌ফ্‌ মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, "কথাটাকে লোকে সত্যি বলে মেনে নেবে। কেউ তা অবিশ্বাস করবে না। তারা যদি একবার শোনে, বুড়ো আল্‌ফের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তারা বলে বেড়াবে। যদি তোমরা মুখ বন্ধ করে রাখ।·· আমি অবশ্য তা করতে বলছি না। কিন্তু তোমাদের মা-বাবা এই আড়ি পেতে শোনার ব্যাপারটা সমর্থন করবেন কি না···তা ছাড়া তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ, আমার মাথা তোমাদের চেয়ে বেশি খারাপ নয়।"

লেব্‌ আল্‌ফের পায়ের আঙুল থেকে মাত্র দু-এক ইঞ্চি দূরে আছে। মাথা খারাপ? কোন বয়স্ক লোককে এমন সপ্রতিভ সে দেখেনি। "মিঃ অ্যাপ্‌ল্‌গেট, এ কথা আমি কাউকে বলব না," সে বললে, "আর আপনিও মাকে কিছু বলবেন না।" আল্‌ফ্‌ হাত বাড়িয়ে লেবের করমর্দন করল।

বুড়ো আল্‌ফ্‌ জোশের দিকে তাকিয়ে বললে, "জোশুয়া, তুমি কী বল ?"

"আপনার মাথা খারাপ," জোশ বললে, "কিন্তু আপনার ভাবনার

কোন কারণ নেই। আমি কাউকে বলব না।" সে পেছন ফিরে দরজা দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল।

লেব্ তাকে বাড়িটার কোণ দিয়ে ঘুরে দৌড়ে যেতে দেখল। "আমিও চলি," সে বললে, "প্রাতরাশ খাওয়া শেষ হয়ে যাবে।" কিন্তু তার যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না ধূসর জানলার মধ্যে দিয়ে সূর্য দেখা গেল। চায়ের কেটলিতে শব্দ হচ্ছে। কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে একটা বেড়াল হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। বুড়ো আল্‌ফ্ পেছনে হেলেছে। সে লেবের অদৃশ্য কোন বস্তুর ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে।

বুড়ো আল্‌ফ্ সজাগ হল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুড়ো লোকটি ও বাচ্চা ছেলেটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আবার এসো," বুড়ো আল্‌ফ্ হেসে বললে।

"ধন্যবাদ," লেব উত্তর দিল, "নিশ্চয় আসব।" বলেই সে জোশের পেছনে ছুটল। আর তার হাতের নুড়িভর্তি পাত্রটায় ঝনঝন শব্দ হতে লাগল।

তিন

আমার রাজহংসী কদমে চলে

রান্নাঘরে পশ্চিম দিকের জানলার ধারে পাতা একটা লম্বা টেবিলের সামনে বসে ছিল জেস। শীতকালে এর ওপরেই সে কলম তৈরির জিনিসপত্র রাখে। সেগুলো এই : একটা পাতলা ছুরি, মোম ও রঞ্জনের মিষ্টি-গন্ধ-মাখানো কাগজ, শিকড় ও অঙ্কুরের বাক্স। জেস নার্সারির ব্যবসা করে। সুতরাং তার কাছে বসন্তের বিশেষ মূল্য আছে—সে কেবল মানুষের মনেই ফুল ফোটায় না, মাটিতেও ফুল ফোটায়। আর এক হপ্তা এমনি নাতিপ্রখর আবহাওয়া থাকলেই সে বেরিয়ে পড়বে গাম-বুট পরেই। কিন্তু এখন বরফ গলে গেছে, মাটি রসে ভরপুর। মাটির যা-কিছু ঐশ্বর্য এখন বীজের জীবনীশক্তিকে প্রাণ দেবে। গ্রীষ্মের মধ্যেই আর্লি হার্ভেস্ট পারমেন ও সুইট বো-এ মাঠ ভরে যাবে।

জেস ভাবে, বসন্ত কখনও এক রূপ নিয়ে আসে না। কোন বছর বৃষ্টি নিয়ে আসে, মাটি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে; কোন বছর বা শীতের আমেজ নিয়ে আসে; কখনও আবার কানের পাশে গরম হাওয়া বইতে শুরু করে এবং সেই হাওয়া দূর দক্ষিণে ওহায়ো পেরিয়ে হয়তো কেন্টাকি থেকে ফুল ফোটার মত গন্ধ বয়ে আনে।

"আর আমাদের বেলায় বসন্তের সেই একই রূপ।"

"তুমি কি আমায় বলছ, জেস?"

"কিছুই বুঝবে না তুমি, এলিজা।"

বসন্তকাল জেসের মনে মানবজাতির প্রতি অসন্তোষ এনে দিয়েছে।

এত সম্ভাবনাময় একটা ঋতুতে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সেই একই কাজ একই ভাবে করে চলেছে।

তার পেছনে সান্ধ্য-ভোজনের জন্য টেবিল সাজানো হয়েছে। জেস বললে, "বসন্ত এসে গেল, অথচ এ বাড়ির কেউ এক লাইনও কবিতা লিখছে না।"

এলিজা কিছু বললে না। গরম চুল্লী থেকে শুকনো পীচের খাবার নামিয়ে রাখছিল। কতকগুলো সে ঠাণ্ডা হবার জন্যে রান্নাঘরের দেরাজের উপর সাজিয়ে রাখলে এবং রুটির পাত্র চুল্লীতে চাপিয়ে দিলে। তারপর আগুনের তাপে রক্তাভ মুখখানা জেসের দিকে ফিরিয়ে সে বললে, "সান্ধ্য-ভোজনের জন্যে তোমায় যদি একটি ছোট্ট সুন্দর কবিতা খেতে দেওয়া হয় তাহলে তুমি বোধ হয় তৃপ্ত হবে, জেস বার্ডওয়েল!"

জেস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ঘরে পাকা পীচফলের গন্ধ। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটা যেন গ্রীষ্মকালের ফলের বাগান। সবই আছে মৌমাছির গুঞ্জন ছাড়া। "এলিজা, আমার কাছে আশ্চর্য লাগে, ছেলেরা কেউই এ সময় কবিতা লেখা শুরু করে না।" জেস বললে।

"জোশ কবিতা লেখে," এলিজা বললে।

"জোশ কী লেখে কখনও পড়েছ?"

এলিজা মাথা নাড়ল।

জেস ভাবলে, যাকগে, আজ আর ওকে তফাত বুঝিয়ে লাভ নেই।

এলিজা তার স্বামীর দিকে ভাল করে তাকাল, বললে, "তোমার খুব পুলক দেখছি আজ! তোমার রক্ত জমে গেছে। দাঁড়াও, এক কাপ ভাল সাসাফ্রাস চা খাওয়াচ্ছি।"

সূর্যাস্তের সবুজ ও সোনালী আলো বরফের ওপর পড়ে চকচক করছে। সেদিকে পেছন ফিরে এবার জেস এলিজার সামনাসামনি বসল, তারপর বললে, "ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, বসন্ত

আসে এক এক বছর এক এক রূপ নিয়ে। আমরাই কেবল সেই একই ভাবে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছি।"

"জেস, তোমার দেখছি বসন্তের বাতিক শুরু হল।"

"বসন্তকাল এলেই তুমি যে-ভাবে রাজহংসীর কথা বলতে থাক তাই শুনে আমি প্রত্যেকবার আবহাওয়া বুঝতে পারি। এবার বসন্ত আসতে অনেক দেরি হচ্ছে। বরফ গলেনি এখনও, আর তোমার মুখ থেকেও রাজহংসী সম্বন্ধে একটা কথাও শোনা যাচ্ছে না।"

টেবিলের তলা থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে এলিজা বললে, "আচ্ছা জেস, তুমি সব সময়ই রাজহংসীদের ওপর চটা কেন বল তো?"

"আমি নয়, তারাই আমার বিরুদ্ধে। তারা ক্ষেত নষ্ট করে।"

"তুমি যদি শক্ত বেড়া লাগাও—"

"শক্ত বেড়াতেও কিছু হয় না। যে রাজহংসীর বাচ্চা হয়নি সে বেড়া মানে না। আর বুড়ো রাজহাঁস তো সাপের মত তাড়াতাড়ি বেড়ার মধ্যে ঢুকে যায়—বেড়ার গায়ে কোন ছেদা না পেলে খিলটাই খুলে ফেলে।"

"জেস," এলিজা সোজাসুজি বললে, "তুমি রাজহংসী পছন্দ কর না।"

"ঠিক সে কথা আমি বলতে চাই না। তবে এটা সত্যি, অমন পাজী আর নোংরা জন্তু আর নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, এলিজা, তুমি ওই বজ্জাত পাখিগুলোর মধ্যে কী দেখেছ।"

"রাজহংসীরা," এলিজা বললে স্বপ্নালু কণ্ঠে, "এমন গর্বিতভাবে হাঁটে সমতালে পা ফেলে···জলে সাঁতার-দেওয়া মরালের মত ওরা সুন্দর··· শরৎকালে ওরা মাথার-ওপর-দিয়ে-উড়ে-যাওয়া রাজহংসী দেখে গলা উঁচিয়ে ডেকে ওঠে। বাবা বেশ সহজেই ওদের সতেজ রাখতে পারতেন। তাঁকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে, রাজহংসীর ডিম-ভাজার মত ভাল সকালবেলাকার খাদ্য আর নেই।"

জেস জানে, সে বসন্তের কথা তুললেই এলিজার বাবা ও তাঁর রাজহংসীর ডিমভাজার কথা তাকে শুনতে হবে, কিন্তু সে না বলে থাকতে পারল না, "রাজহংসীর ভাজা ডিমের মধ্যে কেমন যেন একটা গর্বিত দৃষ্টি আমি দেখতে পাই।" তারপরই তাড়াতাড়ি বললে, "ঋতু বদল হচ্ছে। বুঝতে পারছি তুমি এবার এ কথা বলবার জন্যে তৈরী হচ্ছ—জেস, আমরা কিছু রাজহংসীর ডিম তা দেওয়াই।"

এলিজা বীনের কেটলির দিকে গিয়ে তা থেকে কেক তুলতে লাগল। বললে, "তুমি যখন ভাব তার আগেই বসন্ত ঋতু এসে যায়, একটা মুরগীর নীচে কতকগুলো ডিম আমি আগেই রেখেছি।"

"কখন রেখেছ ?"

"কাল।"

"ডিমগুলো কোত্থেকে পেলে ?"

"ওভারবিদের কাছ থেকে এনেছি," এলিজা বললে। তাদের বাড়ির দক্ষিণে ওভারবিরা থাকে।

"তাদের এন্তার আছে। কয়েকটা দিয়েছে।"

"তুমি জান, ওভারবিরা কিছুই অমনি দেয় না। আমি নিজের টাকা থেকে তাদের দাম দিয়েছি।"

"কটা নিয়েছ ?" জেস জিজ্ঞেস করলে।

"আটটা," এলিজা উত্তর দিল।

জেস জানলার দিকে ফিরল। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশ বিষ নীল। নিঃসঙ্গ পৃথিবী ছায়াধূসর। "পাঁচ একর শস্য নষ্ট হয়েছে," জেস হিসেব করে বললে।

"তুমি বললে, আমার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য চাও," এলিজা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

"জানি আমি চাই," জেস বিষণ্ণকণ্ঠে স্বীকার করলে, "বড় বেশি কথা বলি আমি।"

"তোমার চেয়ার টেনে নাও," তার প্রতিবাদ না করে শান্তভাবে এলিজা বললে, "এনক ও ছেলেরা আসছে।"

পরদিন প্রাতরাশের পর জেস ও এনক একসঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরুল। সূর্যের উত্তাপ আজ কম নয়। নদীর দক্ষিণ শাখা গলিত বরফে ফুলে উঠেছে কানায় কানায়। তার আবর্তধ্বনি গোলাবাড়ির ছাদ থেকেও শোনা যাচ্ছে। একটা গৃহপালিত মোরগ জোরে ডেকে উঠল, যেন সে জেনিংস প্রদেশের সব মুরগীকে তার গলার স্বর শোনাতে চায়।

জেস তার মাইনে-করা লোকটিকে বললে, "এনক, রাজহংসী তোমার কেমন লাগে?"

যে-কোন বিষয়েই মতামত ব্যক্ত করার জন্যে এনক সর্বদা প্রস্তুত। "শরৎকালে," সে বললে, "নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত রাজহংসীর কাবাবের মত সুস্বাদু আর কিছু নেই।"

"আমি ওকথা জিজ্ঞেস করিনি," জেস বললে, "হেঁটে-বেড়ানো রাজহংসীর কথা আমি বলছি। ওরা শস্য নষ্ট করবে, চিৎকার করে ডেকে তোমায় জ্বালিয়ে মারবে।"

এনক তার মনিবের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "মিঃ বার্ডওয়েল, আমার মনে হয় রাজহংসীর মত পাজী পাখি আর একটিও নেই। তা ছাড়া কখন কি করে বসে ঠিক নেই।"

"আমি খুব আনন্দিত যে ওদের সম্পর্কে আমরা প্রায় একমত। তা না হলে অবশ্য এই সামান্য কাজটা তোমায় করতে বলতাম না।" বলে জেস কোটের পকেট থেকে একটা রিপু-করার ছুঁচ বার করল।

খানিকটা অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিয়ে এনক সেদিকে তাকাল: "মিঃ বার্ডওয়েল, ছুঁচের কাজে আমার তেমন হাত চলে না।"

"আরে, এ কাজে ঠিক চলে যাবে," জেস আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে বললে, "শোন, এলিজা আটটা রাজহংসীর ডিমে তা দেওয়াচ্ছে। পরের বছর দেখব দু ডজন। তারপর আরও বেড়ে চলবে। সুতরাং বেশিদূর গড়াবার আগে ব্যাপারটা শেষ করে দেওয়া দরকার। এইটা দিয়ে প্রত্যেকটা ডিমে ছেঁদা করে দাও, সমস্ত পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে।"

"এমন সূক্ষ্ম কাজ আমি ঠিক পারি না। হয়তো কোন ডিম হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাবে।"

জেস বললে, "রাজহংসীদের জন্যে কি তোমার মনে কোন দুর্বলতা এসেছে, এনক ?"

এনক খোলাখুলি বললে, "তা নয়, আপনার স্ত্রীর জন্যেই ভাবছি। আমার ওপর তাঁর কড়া নজর। যদি রাজহংসী পোষার শখ তাঁর বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে নিরস্ত করা কঠিন কাজ। মিঃ বার্ডওয়েল, কাজটা আপনি নিজে করছেন না কেন ?"

"একই কারণে।...এলিজা যদি আমায় জিজ্ঞেস করে যে, আমি তার ডিমগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি কি না তা হলে 'না' বলতে পারব।" জেস ছুঁচটা এনকের আরও কাছে এগিয়ে ধরল। এনক তাকিয়ে দেখল মাত্র। নেবার জন্যে হাত বাড়াল না।

"কিছু করতে হবে না বোধ হয়। একটা কি দুটোর বেশি ডিম ফোটে না কখনও। ওভারবিরা খুবই চালাক। বাজে ডিমগুলো ওঁর কাছে বিক্রি করেছে।"

"তুমি সব জান ?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ," এনক উত্তর দিল।

"এই নাও ছুঁচ," জেস বললে।

এনক জানতে চাইল, "আপনি নিশ্চয় একে দৈনন্দিন কাজের অংশ বলে আমাকে হুকুম করছেন না?"

"হ্যাঁ," জেস বললে, "আমি তাই করছি।"

এনক ছুঁচটা নিয়ে খানিকটা সাবধানে দেখল, তারপর মুরগীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রাজহংসীর ডিম ফুটতে ত্রিশ দিন লাগে। কাজের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এলিজা যে মুরগীটাকে নিযুক্ত করেছিল সেটা সব সময় ডিমগুলো নিয়েই থাকত। আর এলিজার মন ছিল মুরগীর দিকে।

ডিম ফোটবার সময় হয়ে গেছে এমন একদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বসে জেস বললে, "আমি যদি হতাম, এলিজা, তাহলে ওগুলোকে নিয়ে অত আশা করতাম না। কিছুক্ষণ আগে এনক বলছিল, যদি একটা ডিমও না ফোটে তবুও সে অবাক হবে না। ওর ধারণা ডিমগুলো ভাল নয়।"

এনক একটা প্লেটে কফি ঢেলে তা ঠাণ্ডা করার কাজে ব্যস্ত ছিল। এলিজা তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল: "এনক, তুমি কি এ কথা বলেছ?"

এনক জেসের দিকে তাকাল, বললে, "হ্যাঁ, ওই রকম একটা কিছু বলেছি বলে মনে হচ্ছে।"

"তোমার এমন ধারণা হবার কারণ কী?"

এনক আবার কফি নিয়ে পড়েছে, তাই তার হয়ে জেস বললে, "কারণ, ওভারবিদের ওপর নির্ভর করা যায় না নাকি। তারা খারাপ ডিম দেয়। এ কথা বলনি তুমি, এনক?"

কাজের জন্যে এনককে তখুনি বাইরে চলে যেতে হল। জেস নিজে বললে, "এলিজা, তুমি যদি আমায় কিছু খাবার দিয়ে দাও, তাহলে আর দুপুরে তোমায় জ্বালাতে আসব না। সাউথ ফর্টি ছড়িয়ে আমি যাব। সুতরাং যাতায়াতের সময়টুকুও বাঁচবে।"

এলিজা অবাক হল। কারণ দুপুরে গরম খাবারের জন্যে সাধারণতঃ জেস দুবারও বাড়ি আসতে রাজী। এলিজা তার জন্যে কিছু ভাজা শুয়রের মাংসের স্যাণ্ডউইচ ও ঠাণ্ডা আপেল-কাটা একটা থলেতে ভরে দিল।

"দুঃখের কথা, তুমি দুপুরে খেতে আসতে পারবে না," এলিজা তাকে বললে। কিন্তু জেস শুধু "কাজের চাপ, কাজের চাপ" এই কথা বলে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল।

সন্ধ্যায় জেস বাড়ি ফিরল। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল রোজকার মতই আলো জ্বলছে, টেবিল সাজানো, স্টোভের ভসভস আওয়াজ হচ্ছে। স্টোভের পাশে একটা ছোট বাক্সের ওপর এলিজা ঝুঁকে আছে। অনিচ্ছুকভাবে জেস এলিজার পাশে এগিয়ে গেল।

এলিজা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "এনক ঠিকই বলেছে। ডিমগুলো খারাপ ছিল। একটা মাত্র ফুটেছে। ওকে আমি স্যামন্থ বলে ডাকব ঠিক করেছি। নামটার ওপর আমার একটা দুর্বলতা আছে।"

"স্যামন্থ!" জেস বললে নিরুৎসাহকণ্ঠে, "বাচ্চাটা মাদী, না, মদ্দা—তুমি জানলে কী করে?"

"জানি না ঠিক। তবে যদি মদ্দা হয় অনায়াসে নামটা বদলে স্যাম রাখা যাবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের বোঝা নিয়ে এনক ঘরে ঢুকল। জেস তাকে জিজ্ঞেস করল, "এনক, তুমি স্থামন্থ অথবা স্থামকে দেখেছ ?"

এনক বিড়বিড় করে কি বললে। জেস বুঝতে পারল, সে বললে দেখেছে।

"আমি জানতাম যে, তোমার মতে সব ডিমগুলোই খারাপ।"

"আচ্ছা, মিঃ বার্ডওয়েল, মানুষের তো ভুল হতে পারে। ঠিক গোনা নাও হতে পারে।"

"নির্ভুলভাবে আট পর্যন্ত গোনার ক্ষমতা থাকা উচিত মানুষের।"

এলিজা কারও কথায়ই কান দেয়নি। বাচ্চার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর সঙ্গে সে নিজেও কিচমিচ শব্দ করছিল। "জান জেস, জীবনে এই প্রথম আমি পছন্দমত একটা পোষা জন্তু পেলাম!" এলিজা বললে।

"তোমার তো ইবোনি আছে," জেস বললে।

"খাঁচায়-পোরা পোষা জন্তুর কথা আমি বলছি না," এলিজা বললে, "পাশে পাশে হাঁটবে এমন জন্তুর কথা বলছি। আটটা ডিমই যে ফোটেনি তাতে ভালই হয়েছে। আটটা হলে ওগুলো পেটে যেত। একটা যখন, একে আমার মনের মত করে গড়ে তুলব।"

তাকে নিজের মনের মত পোষা জন্তু করে তোলা হল। পরিবারের অন্য সকলে যা খায়, স্থামন্থ তার প্রায় সবই খেতে লাগল। হঠাৎ-হাওয়া-লেগে-ফুলে-ওঠা পালের মত সে যেন তক্ষুনি বড় হয়ে উঠল।

রাজহংসীদের যে স্বভাব জেস অপছন্দ করে সেগুলো স্থামন্থের মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। তা ছাড়া তার নিজের কতকগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তার কাছে বিরক্তিকর লাগে। তাকে দরজার গোড়ায় খেতে দেওয়া হয় বলে সে সব সময় শুয়ে থাকে। কোন শব্দই—তা যতই জোরে হোক—তাকে নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজে নড়বে। তাকে

ধমকে কিছু বলতে গেলেই সে পাখা দিয়ে ঝাপটা দেবে ও পায়ের ডিমে ঠুকরে দেবে—কদিন পরেই দেখা যাবে জায়গাটা পচে ঘা হয়ে গেছে। সে বাচ্চাদের হাত থেকে খাবার কেড়ে নেয়। জুনবেরি গাছের তলায় জেস গোল করে প্যানসির যে চারা লাগিয়েছিল, সেগুলো সে একেবারে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আর যখন জেস চুপচাপ স্যামন্থের দিকে তাকিয়ে তার প্রতি এলিজার আকর্ষণের গভীরতা পরিমাপ করতে থাকে, তখন হঠাৎ তার সাপের মত লম্বা ঘাড় উঁচিয়ে প্রায় জেসকে ছুঁয়ে হিস শব্দে এমন ভৎসনা করে ওঠে যে, জেস পিছু হটতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সে যে এলিজার প্রিয় পাখি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঘাড় চুলকে দেবার জন্যে সে এলিজার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং তার পাশে পাশে ঘাড় উঁচু করে পরিচিত জায়গায় হেঁটে বেড়াবে।

"কে একজন দেবী ছিলেন যেন," এনকের মনে পড়ল, "যাঁর সঙ্গে সব সময় থাকত একটা বড় পাখি।" জেস অনুমান করল, এনক জুনো ও তাঁর ময়ূরের কথা বলছে। কিন্তু কথাটা শোনবার পরও রাজহংসীকে কোন দেবীর পক্ষে মানানসই সঙ্গী বলে মনে হল না।

নভেম্বরের শেষের দিকে একদিন সকালে এলিজা যখন এসে বললে স্যামন্থকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন জেসের মনে সত্যিই কোন দুঃখ দেখা দিল না। কেবল বললে, "ও ঠিক ফিরে আসবে। মরবার বাচ্চা ও নয়।"

এলিজা কিছু বললে না। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় জেসের কথাটা সত্যি প্রমাণিত হল। "স্যামন্থ ওভারবিদের ওখানে আছে," এলিজা বললে।

"তুমি কি তাকে বাড়ি এনেছ?" জেস জিজ্ঞেস করল।

এলিজা যথার্থ ক্রোধের সঙ্গে বললে, "না, তারা আনতে দেবে না। তারা বললে তাদের চল্লিশটা রাজহংসী ছিল, চল্লিশটাই আছে, স্যামন্থ

তার মধ্যে নেই। তারা আমায় এমন ভাবে উত্তেজিত করল, জেস, আমি বললাম তারা আমায় সাতটা বাজে ডিম দিয়েছে, আর এখন বাকিটাও নিয়ে নিতে চায়।"

শুনে জেস কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল, কিন্তু জিজ্ঞেস করল, "স্যামন্থ যে ওখানে আছে তুমি এ বিষয়ে এমন নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? কোন জানোয়ারও তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে।"

এলিজা তাকে ধমকে উঠল: "তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি ওকে হাতে করে বড় করেছি। চল্লিশটা কেন, চারশোটার মধ্যেও আমি ওকে চিনতে পারব।"

"তাহলে তুমি ওকে কিনে আনছ না কেন?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"তাদের ডিম সম্বন্ধে আমি যা বলেছি," এলিজা বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, "তার পরে ওভারবিরা আমার সঙ্গে আর লেন-দেন করতে চায় না।"

এলিজা স্যামন্থর জন্যে এমন বিলাপ করতে লাগল যে, প্রথমে একক ও পরে জেস ওভারবিদের বাড়ি গেল। কিন্তু তারা বললে, আগেও তাদের চল্লিশটা ছিল, এখনও তাই আছে, আপনারা গুনে দেখতে পারেন। বলপ্রয়োগ করে স্যামন্থকে নিয়ে আসাটা জেসের কাছে একটা উপায় বলে মনে হল না।

এলিজা যখন শুনল বড়দিনের ভোজের জন্যে ওভারবিরা কটা রাজহংসী বিক্রি করবে, তখন সে ক্ষেপে গেল। সে জেসকে বললে, "দেখ, জেস, স্যামন্থের ছাল ছাড়িয়ে তাকে খাবার টেবিলে রাখা হবে, এ কথা মনে হলেই আমি স্থির থাকতে পারছি না। ও যখন বাচ্চা ছিল, তখন পাখির মত মিষ্টি গলায় গান গাইত, আর কেমন আমার পাশে পাশে হাঁটত। ও ছাড়া আমি আর কোন রাজহংসীর কথা শুনিনি," এলিজা কাতরভাবে স্মরণ করল, "যে চা খায়।"

জেসের মতে, রাজহংসী পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস খায়, কিন্তু এলিজার কাছে এ কথা বলার ঠিক উপযুক্ত সময় এটা নয়। তাই সে বললে, "এনক আর আমি দুজনে গিয়ে যদি বুড়ো ওভারষ্ট্রের কাছ থেকে জোর করে বা রাত্তিরে চুরি করে না আনি—বুঝতে পারছি না কি করে আমরা স্যামন্থকে পাব।"

"আমরা নালিশ করতে পারি," এলিজা বললে।

"আইনের সাহায্য নেওয়ার কথা বলছ?" জেস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। কোয়েকাররা আদালতে কখনও যায় না। তারা আইনের আশ্রয় না নিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটমাটের পক্ষপাতী।

এলিজা বললে, "হ্যাঁ, স্যামন্থর জন্যে আমি তাই করব। এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আদালতে যাওয়া আমাদের পক্ষে দুঃখের সন্দেহ নেই, কিন্তু স্যামন্থের কাবাব তৈরি হওয়ার চেয়ে বেশি দুঃখের নিশ্চয় নয়।"

জেস তা অস্বীকার করে না, তবু বলে, "ব্যাপারটা ভেবে দেখি। জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কখনও আদালতে যাইনি। একটা হারানো রাজহংসীর জন্যে নালিশ শুরু করব তা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না।"

পরের দিন এলিজা উত্তম প্রাতরাশ টেবিলে দিয়ে গেল। কিন্তু কোন কথা বললে না কিংবা সকলের সঙ্গে খেতে বসল না।

"তুমি কি মুষড়ে পড়েছ, এলিজা?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"স্যামন্থের কথা ভেবে আমার মুখে কিছু রুচছে না," এলিজা বললে।

লেব্ ও ম্যাটির চোখে জল। বাচ্চা জেস কাতরকণ্ঠে চিৎকার করছিল। এনক অনেকটা বিষণ্ণ। এত শোকের মাঝে খাদ্য গলাধঃকরণ করতে জেস লজ্জা পেল। স্টোভের ধারে যে বাক্সটায়

স্যামন্থ বাচ্চা অবস্থায় ছিল এলিজা সেখানে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে ঐদিকে দেখছিল—যেন মনে মনে ভাবছে কেমন করে সে গান গাইত, তার দিকে ঠোঁট তুলে ধরত।

জেস সহ্য করতে পারল না, বললে, "এলিজা, তুমি যদি চাও আমি ভার্নন গিয়ে একজন উকিল ঠিক করছি। তোমায় আদালতে যেতে হবে, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তুমি স্যামন্থকে ফিরে পাবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। তবুও তুমি চাও আমি উকিলের কাছে যাই ?"

এলিজা টেবিলের কাছে এসে জেসের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল, বললে, "হ্যাঁ, জেস, আমি তাই চাই।"

জেস ভার্নন গিয়ে একজন উকিল ঠিক করল। ওভারবিদের কাছে এক আদেশ গেল তারা যাতে এলিজা যাকে স্যামন্থ বলে মনে করছে তাকে বিক্রি কিংবা জবাই না করতে পারে। তারপর জেস সন্দিগ্ধ মনে বিচারের দিনের অপেক্ষায় রইল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেই দিন এল।

পাতলা, নতুন-পড়া বরফের মধ্যে দিয়ে এলিজা, জেস ও এনক আদালতে চলল। উজ্জ্বল রোদ, তাজা বাতাস, চকচকে বরফ, আর রোমের নির্ভীক চলা, এই সব মিলে মনে হচ্ছিল তারা যেন কোন উৎসবে চলেছে। এলিজা সেইভাবেই পোশাক পরেছে। জেস আসল উদ্দেশ্য ভুলতে না পেরে খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তাকে দেখছিল। এলিজার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন আজ ছুটির দিন। রবিবারের পোশাকই সে পরেছে।

জেস তাকে বললে, "তুমি কি ভাবছ, ধর্মসভায় যাচ্ছ? কিন্তু তুমি যখন স্যামন্থের গান গাওয়া ও চা খাওয়ার কথা বলবে, তখন তারা

চুপচাপ বসে থাকবে না। বুড়ো ওভারবির কী বলার আছে বলবে। তোমায় হটাবার জন্যে সে উকিল নিয়োগ করেছে।"

এলিজা দমল না। "আমাদের উকিল আছে কী করতে?" সে জিজ্ঞেস করল।

জেস অন্যপথ ধরল, বললে, "এলিজা, আমার মনে হচ্ছে স্যামন্‌থকে ফিরে পাওয়ার আশা খুব কম।"

"আদালত ন্যায়বিচারের স্থান নয়?" এলিজা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ," জেস বললে।

"সুতরাং তোমায় ভাবতে হবে না, জেস বার্ডওয়েল। স্যামন্‌থকে আমি ফিরে পাবই।"

জেস ভাবছিল অন্য কথা। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হয়তো আদালতের শরণ নেওয়ার দরকার হতে পারে। কিন্তু স্যামন্‌থ নামে এক রাজহংসীর জন্যে নালিশ করাটা সে রকম কোন ব্যাপার নয়। জেস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এলিজার জন্যে আজ তাঁকে নীচু হতে হচ্ছে।

আদালত-ঘরে নানা ধরনের লোক রয়েছে। তারা এলিজার দিকে দেখছে, মিণ্ট ওভারবির সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করছে আর স্যামন্‌থকে পর্যবেক্ষণ করছে।

জেসের মতে দুই উকিলই সমান দরের। দুজনেই অনেকদিন এ কাজ করছেন। ভ্রাম্যমাণ বিচারক কিন্তু বয়েসে খুব তরুণ।

এলিজাও তাকাল বিচারকের দিকে। পরিচ্ছন্ন, রোগা, ধর্মপরায়ণ একটি ছেলে, বাড়ি ছেড়ে কতদূরে আছে—এলিজার মনের ভাবটা এই রকম। জেস তার মুখ দেখে বুঝল।

তরুণ বিচারক সকলকে চুপ করতে বললেন। থুতু ফেলা ও গলা-খাঁকারির শব্দ থামল। পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠে তিনি পড়ে গেলেন,

"বার্ডওয়েলের সঙ্গে ওভারবির মামলা। সামান্য চুরির অভিযোগ। স্থামনৃথ নামে রাজহংসীকে স্বেচ্ছাকৃত আটক ও আত্মসাৎকরণ।"

স্থামনৃথ নামটা যেন তাঁর গলায় বেধে গিয়েছিল, তবে তিনি তা সামলে নিলেন।

এলিজার উকিল মিঃ অ্যাবেন স্থাম্প এবং প্রতিবাদী পক্ষের উকিল দুজনেই তৈরী হলেন। প্রথম সাক্ষী এলিজা কাঠগড়ায় এল।

"বাদীকে শপথ গ্রহণ করান," বিচারক বললেন।

এলিজা তার মিষ্টি গলায় বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি শপথ নিই না।"

বিচারক বুঝিয়ে বললেন, "ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর কথা বলা হচ্ছে না।" এলিজা বললে, "তা বুঝেছি, কিন্তু আমরা কোয়েকাররা আদালতে শপথ গ্রহণ করি না। আমরা নিশ্চয় করে বলি।"

বিচারক এলিজাকে তাই অনুমতি দিলেন। এলিজা বললে।

মিঃ স্থাম্প তখন স্থামনৃথের জন্মবৃত্তান্ত ও স্বভাব সম্পর্কে এলিজাকে প্রশ্ন করার জন্যে এগিয়ে এলেন।

"বিচারক," এলিজা বললে।

"'ধর্মাবতার' বলে সম্বোধন করুন," মিঃ স্থাম্প বললেন।

"আমরা কোয়েকাররা" এলিজা শান্তভাবে বললে, "এই ধরনের উপাধি উচ্চারণ করি না। আপনার নাম কী? আমি জানি আপনি আমাদের ওদিক পর্যন্ত যাবেন। আপনার নাম তাই জেনে রাখি।"

বিচারক খানিকটা হতবুদ্ধি হয়েছেন মনে হল। তিনি বুঝতে পারছেন না আদালতের আবহাওয়া গম্ভীর ও আইনমাফিক (যদি সম্ভব হয়) রাখবেন, না, এলিজার মত নাগরিক সামাজিকতার পথ অনুসরণ করবেন।

"পমেরয়," তিনি বললেন এবং এলিজার দিকে ঘাড় একটু নত করলেন।

এলিজা তা ফিরিয়ে দিল আরও গভীর ও সুন্দর ভাবে। তার পর বললে, "বন্ধু পমেরয়, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম।"

আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত ভাবে এলিজা বন্ধু পমেরয়ের কাছে স্যামন্থের কাহিনী বিবৃত করল।

মিঃ স্যাম্প জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস বার্ডওয়েল, রাজহংসী ও তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনার জানাশোনা কত দিনের ?"

এলিজা বললে, "ছেলেবেলা থেকেই আমি ওদের দেখছি। আমার বাবা রাজহংসী খুব পছন্দ করতেন।"

"যাকে আপনি প্রতিবাদীর রাজহংসীদের মত দেখতে বলে স্বীকার করছেন, সেই স্যামন্থকে সনাক্ত করতে পারবেন ?"

"পারব।" বেশ প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বললে এলিজা।

জেস দেখে অবাক হল যে, মিঃ স্যাম্প আর কোন প্রশ্ন করলেন না। "সাক্ষ্য নিন," তিনি ওভারবির উকিলকে বললেন। কিন্তু ভদ্রলোক তক্ষুনি এলিজার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে নিজের মক্কেলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

মিস্টার ওভারবির সাক্ষ্য চলতে লাগল। একসময়ে বিচারক তাকে রাজহংসীদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন প্রাথমিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে বলে উঠল, "কোথেকে আপনি এসেছেন ? এমন বিচারক এখানে পাঠাবার মানে কী, যিনি টুলাউস ও ওয়াইয়াণ্ডোটে বা রাজহংসী ও রাজহংসের তফাত জানেন না ?"

ঘরে উচ্চ হাসির রোল উঠল। তরুণ বিচারক টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে তা শান্ত করলেন। বিচার চলতে লাগল। দু পক্ষের অনেক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়াল। যদিও এটা দেখানো হল ওভারবিরা হয়তো দু-

একটা রাজহংসী খেয়ে ফেলেছে এবং ওদের প্রতি মমত্ববশতঃ ওদের অনুপস্থিতি ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। তবু কেউই স্যামনৃথকে নিশ্চিত সনাক্ত করতে পারল না।

মিঃ ওভারবির উকিল এলিজাকে জেরা করতে খানিকটা অনিচ্ছুক মনে হল। তবু তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। এলিজা বলেছে সে রাজহংসীদের চেনে। তার সাক্ষ্য স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। "মিসেস বার্ডওয়েল," ওভারবির উকিল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিশ্চিতভাবে কী করে বলছেন যে, আপনার রাজহংসী আমার মক্কেলের রাজহংসীদের সঙ্গে আছে?"

সরল বিশ্বাসে এলিজা তার কালো চোখ বিচারকের ওপর ন্যস্ত করে বললে, "বন্ধু পমেরয়, স্যামনৃথকে আমি বাচ্চা থেকে বড় করেছি।"

জেস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন: "এইবার শুনতে হবে রাজহংসীর গান গাওয়া, চা খাওয়ার কথা।"

এলিজা বলে চলল, "তা ছাড়া একটা ব্যাপারের জন্যে তাকে অন্য সব রাজহংসীদের থেকে আলাদা করা যায়।"

"বলুন মিসেস বার্ডওয়েল," বিচারক পমেরয় বললেন।

একাগ্রতার সঙ্গে এলিজা বললে, "স্যামনৃথ যেদিন জন্মেছে সেদিন থেকেই তার চলন অন্য রাজহংসীদের থেকে আলাদা। সে জন্যেই আমি তাকে ওখানে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছি। আপনিও পারবেন, বন্ধু পমেরয়।"

"বলে যান, মিসেস বার্ডওয়েল," আগ্রহ নিয়ে বললেন বিচারক।

এলিজা বললে, "স্যামনৃথ জন্ম থেকেই কদমে হাঁটে। কদমে হাঁটা কাকে বলে আপনি জানেন?"

"নিশ্চয় জানি," বিচারক পমেরয় বললেন। এলিজা যে তার

রাজহংসীর এমন স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক দিক দেখাল তাতে তিনি খুশীই হলেন।

ঘরে চাপা হাসির রোল উঠল। বিচারক পমেরয় মাথা তুললেন। রাজহংসীদের ইতিহাস, প্রকৃতি ও বংশ সম্বন্ধে অধিক শিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা তাঁর ছিল না এবং তিনি দেখতে চান এমন ছোটখাটো ও প্রায়শঃ-উপেক্ষিত সূক্ষ্মতা দিয়েই বিবাদের নিষ্পত্তি হোক। বিচারক পমেরয় হাতুড়ি ঠুকলেন। "বাদীর সপক্ষে আদালত রায় দিচ্ছে। মামলা এইখানেই শেষ হল।" বলে বিচারক পমেরয় চঞ্চল পদে ও আনন্দিত চিত্তে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

জেসও যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। বিকেল হয়ে গেছে। এই সময়টা যে-কোন ঋতুতেই নিস্তব্ধ থাকে। শীতকালে আরও বেশি। পাতা নড়ে না। নিষ্পত্র ডালগুলো নির্মেঘ আকাশের পটভূমিতে খাড়া হয়ে থাকে। সেই নিস্তব্ধতা ভাঙছে কেবল চামড়া ও বরফের কাঁাচ কঁ্যাচ শব্দে ও রোমের সংযত পদক্ষেপে। সামনের আসনে জেস ও এলিজা চুপচাপ। এনক পেছনের আসনে বসে যেন কী ভাবছে। স্যামন্থও ঝুড়ির মধ্যে শান্ত হয়ে রয়েছে।

মেপ্‌ল্‌ গ্রোভ নার্সারি দৃষ্টিপথে পড়ল যখন, জেস কথা বললে। "তোমায় একটা প্রশ্ন করছি, এলিজা," সে জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে কোরো না…আচ্ছা, তুমি কখনো জোড়া পায়ে দৌড়নো রাজহংসী দেখেছ?"

এনক কথাটা শুনে অবাক হল।

"নিশ্চয় না," এলিজা বললে, "চারটে পা না থাকলে যে, কোন জানোয়ার জোড়া পায়ে দৌড়তে পারে না—এ কথা তুমিও জান, আমিও জানি।"

"এটুকু তো আমরা দুজনেই জানি। কিন্তু কদমে হাঁটে না এমন রাজহংসী তুমি দেখেছ কখনো?"

মনে হল, এলিজা এবার সত্যিই অবাক হয়েছে। সে বললে, "অন্য রাজহংসী সাধারণভাবে চলে, কিন্তু স্যামনৃথ কদমে হাঁটে।"

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে জেস জিজ্ঞেস করল, "দুটোর তফাত কী, বলবে আমায়?"

"ঘোড়ার গমনভঙ্গীতে কেমন একটা দোলনের ভাব আছে, সে যখন পা ফেলে তার শরীর স্বাভাবিকভাবে ঝুঁকে পড়ে এটা জন্মগত ব্যাপার। স্যামনৃথের ক্ষেত্রেও তাই।"

এর পর দুজনেই আবার চুপ করল। বাড়ি ঢোকবার আগে উঠোনে দাঁড়িয়ে এলিজা বললে, "আদালতে হাজিরা দিলে খিদে বেড়ে যায়। একটু তাড়াতাড়ি হলেও তোমরা যদি পছন্দ কর," সে এনক ও জেসের দিকে তাকাল, স্যামনৃথের দিকে একটিবারও দেখল না, যেন ওদের কল্যাণের কথা চিন্তা করাটাই তার একমাত্র বিষয়—"তাহলে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি। ধর, গরম চা, টাটকা মিষ্টি কেক—কিছু সসেজ ভেজে দিতে পারি আর চেরির মোরব্বা বার করতে পারি। অবশ্য যদি তোমাদের ভাল লাগে।"

জেস ও এনক দুজনেই বললে, ভাল লাগবে। নতুন-শেখা দৃষ্টি দিয়ে স্যামনৃথের কদমে হাঁটা দেখবে বলে তারা ওকে খাঁচা থেকে বার করতে গেল। জেস ওকে ধপাস করে বরফের ওপর ফেলল আর এনক তার টুপি দিয়ে ওর গায়ে সামান্য আঘাত করল। স্যামনৃথ পেছনের দরজা দিয়ে পালাল।

জেস বললে, "এলিজা ঠিকই বলেছে। স্যামনৃথ কদমে হাঁটে।"

স্যামনৃথের গমনভঙ্গীতে ঘোড়ার মতই স্বচ্ছন্দ দোলার ভাব আছে

এ-বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। ও স্বভাবতঃই কদমে হাঁটে এবং দুটো পায়ে যতটুকু কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব সবই দেখায়।"

"চার পা থাকলে," এনক বললে, "ওকে আপনিই যে-কোন প্রাদেশিক মেলায় পাঠাতে পারতেন দৌড়নোর জন্যে।" তারপর সে জেসকে জিজ্ঞেস করল, "আদালতের বিচার সম্বন্ধে অতঃপর আপনার ধারণা কী?"

"এখনও আমি এর বিরুদ্ধে," জেস বললে, "যদিও আমি এই বিচার থেকে তিনটে জিনিস শিখেছি। অন্যথা এগুলো হয়তো আমার শেখা হত না। এর মধ্যে দুটো স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে।"

সমস্ত রকম জ্ঞানের প্রতিই এনকের মনে শ্রদ্ধা আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "স্ত্রীলোক সম্পর্কে কী শিখেছেন, মিঃ বার্ডওয়েল?"

"প্রথম কথা, নির্ভরশীলতা স্ত্রীলোকদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। সর্বদাই বজ্রের মত দৃঢ় এমন স্ত্রীলোকের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চেয়ো না। বসন্তকালেও না।"

"না," এনক বললে, "চাইব না।"

"দ্বিতীয় কথা, যে-কোন ব্যাপারে স্ত্রীলোক যখন আইনের আশ্রয় নেবে তখন তার জন্যে মিথ্যে উদ্বিগ্ন হবে না।"

এনক ঘাড় নাড়ল।

পেছন দিকে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে এনক জিজ্ঞেস করল, "আপনি তিনটে জিনিস শিখেছেন বললেন। বাকীটা কোন্ বিষয়ে, মিঃ বার্ডওয়েল?"

"সেটা মাইনে-করা লোকের বিষয়ে," জেস বললে।

শুনে এনক একটু ঘাবড়ে গেল, তবু বললে, "কী শিখলেন, মিঃ বার্ডওয়েল?"

"সে আট পর্যন্ত গুনতে পারে কিনা না-জেনে কখনো লোক রাখবে না, তাহলে তুমি অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাবে, এনক।"

"আমি জানব কী করে যে, অষ্টম ডিমটা থেকেই স্থামন্থ জন্মাবে?" এনক জিজ্ঞেস করল।

স্থামন্থ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। এনককে এগিয়ে এসে থামচে দিল।

"তুমি কিছু বলছ, এনক?" জেস জিজ্ঞেস করল।

এনক বলছিল, কিন্তু সেটার পুনরুক্তি না করে সে অন্য কথা বললে, "কদমে হাঁটুক বা না-ই হাঁটুক এ-ই স্থামন্থ।" তারা বরফের ওপর দিয়ে এসে গরম রান্নাঘরে ঢুকল।

চার

পারাবতের মত পথ দেখিয়ে আন

মে মাসের মাঝামাঝি। স্ট্রবেরির সবুজ পাতার তলায় ফল ধরেছে। গম পেকেছে। বড়দিনের বাতির মত উজ্জ্বল চেরি ফল গাছে ঝুলছে। দুবার মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে এসেছে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে। বাতাসে গ্রীষ্মকালীন বরফের মত লোকাস্ট-পুষ্পমুকুল উড়ে পড়ছে।

পেছন দিকের বারান্দায় বসে ম্যাটি মাখন তৈরি করার যন্ত্র নাড়ছিল। খানিক মাখন তৈরির কাজ বন্ধ রেখে সে খানিকক্ষণ স্প্রিংহাউসের কাছে এসে লোকাস্ট-পুষ্পমুকুলের ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, পুষ্পমুকুল আর উড়ে আসছে না। তাই সে আবার তার মাখন তৈরির কাজে ফিরে গেল।

মাখন-তোলা যন্ত্রটা নাড়তে নাড়তে সে আস্তে আস্তে এক-দুই করে গুনতে লাগল। মাখন তৈরি হতে কবার জোরে নাড়তে হয়, কবার আস্তে নাড়তে হয়। ছোট্ট জেস বৃষ্টির জলের পিপের মধ্যে ঘোড়ার লোম ফেলে ভাবছিল কখন সেগুলো পোকা হয়ে যাবে। এনক গোলাঘরের দরজা দিয়ে মাথাটা একবার বের করে ম্যাটিকে দেখেই আবার মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল।

"ম্যাটি," তার মা ডেকে বললে, "কাজ শেষ করে নাও। কিছু মিষ্টি নিয়ে বেণ্টদের বাড়ি যেতে হবে।"

মিষ্টি পাক করার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিসমিস, হিকরি বাদাম সব এক করে নেচি তৈরি হয়েছে।

"লাভোনি বেণ্ট ডিকের টুপির ফিতের মতই অদ্ভুত," তার মা উচ্চ কণ্ঠে বললে, "আধা বেড ইণ্ডিয়ান ও নবাগত তাকে যে স্বাগত জানানো হচ্ছে তার কোন নিদর্শন সে চায়।"

"তাড়াতাড়ি রওনা হও, না হলে অন্ধকার হয়ে যাবে," তার মা এবার বললে, "যে ভাবে আছ সেই ভাবেই যাও।"

"তাই যাব ?" ম্যাটি বললে।

"এই সময় বেণ্টরা আর প্যাঁচা ছাড়া কে তোমায় দেখছে ?" মা জিজ্ঞেস করল।

ম্যাটি ওদের নাম একসঙ্গে করতে রাজী নয়--প্যাঁচা আর ছিপ কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে যেতে-দেখা ঐ ছেলেদের—যাদের চুল কালো আর মুখমণ্ডল পিঙ্গল রঙের।

"তুমি চুল আঁচড়ানো ও জামা বদলানো শুরু করলেই রাত হয়ে যাবে।"

সুতরাং একটা ছোট কাঠের বাক্সে মিষ্টি নিয়ে সেই ভাবেই ম্যাটি বুড়ো পলির পিঠে চড়ে রওনা হল। স্বপ্নে-দেখা ঘোড়ার মত আস্তে আস্তে হাঁটছে পলি। যেন কবে পৌঁছবে ঠিক নেই। কিন্তু কতটুকুই বা রাস্তা! ম্যাটি একটা মিষ্টি মুখে পুরল। তার মনে পড়ল বেণ্টদের সম্বন্ধে কি শুনেছে…

"জীবনে এর চেয়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিনি," তার বাবা একদিন বলেছিল। তার সারের গাড়িতে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে সহজভাবে বসে জাড বেণ্ট বই পড়ছিল। "অদ্ভুত মুক্তি," তার বাবা বললে, "মনে রেখো, ম্যাটি, মানুষের মন কোন বন্ধন মানে না।"

জাড বেণ্ট পড়ে ও চাষ করে। গার্ডিনার ছাড়া তার আর সব ছেলে মাছ ধরে ও চাষ করে। "গার্ডিনার তার বাবার মতই পড়াশুনো

করে," জেস বলেছিল, "নর্ম্যাল পাস করে শিক্ষক হবার জন্যে পড়ছে। সারের গাড়িতে কেবল বই নিয়ে বন্ধ হয়ে থাকার কল্পনা সে করে।"

ম্যাটির কাছে সে দিনটাই ছিল তার গন্তব্যের চেয়ে বেশি আকর্ষণের বস্তু। আবহাওয়া বেশ গরম ছিল, ছায়া-ঘেরা বনে অস্তগামী সূর্যরশ্মি সবুজ পাতার উপর মাখনের মত মনে হচ্ছিল।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ম্যাটি শেষপ্রান্তে বুড়ো রাইটের বাড়ির কাছে থামল। ছোট্ট সাদা গড়ানে বাড়িটা অনেক বছর হল খালি পড়ে আছে। বাড়িটার কথা সকলে ভুলে গেলেও, মিসেস রাইট যেভাবে ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন সেই ভাবেই এখনও গাছে ফুল ফুটছে। ম্যাটি ভাবল, মানুষের হাতে লাগানো গাছ বনের মধ্যে একাকী বেড়ে উঠেছে, কেমন ফুল ফুটল দেখবার কেউ নেই, এই দৃশ্য ভারি বিষাদের, অথচ সুন্দর। সামনের গেটের কাছে স্নোবল ঝোপ, সিঁড়িগুলোর কাছে বৃত্তাকারে স্পাইস পিঙ্ক, রাজহাঁসের ঠোঁট দেগে দেওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলোর কাছে সূর্যাস্তে সোনালী রেণুতে ভরপুর সাদা ফ্ল্যাগ ফুল। এক জোড়া ঘুঘু তার চোখের সামনে বনের গভীর ছায়া থেকে উড়ে এসে রৌদ্রোদ্ভাসিত ফাঁকা জায়গাটাতে ঘুরপাক খেতে লাগল, যেন তারা বাড়ি ফেরার আনন্দে মেতে উঠেছে।

ম্যাটি তাদের দিকে হাত বাড়াল। "তোমাদের কাজে তো বাপু, তোমাদের বন্ধু বলে মনে হয় না।"

সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং খাবারের বাক্স হাতে নিয়ে কিছু ফ্ল্যাগ তোলার জন্যে এগোল। এই ফুল এই বাড়ি কতকাল একা পড়ে আছে। ফ্ল্যাগ তুলে খাবারের বাক্সের ওপর জড়ো করতে করতে ম্যাটি বাড়ি ও ফুলেদের শোনার জন্যে কথা বলতে লাগল।

"এবার গ্রীষ্মকালটা যদি খরা থাকে তাহলে আমি তোমাদের

খানিকটা জল এনে দেব," সে বললে, "গরমের রাতে বিছানায় শুয়ে থাকব আমি আর তোমরা এখানে শুকিয়ে মরবে, এ আমার সহ্য হবে না। যদি কুয়ো শুকিয়ে যায়, আমি নদী থেকে বালতি করে জল নিয়ে আসব আর কোন কোন রাত্রে এখানে আমি বাতি জ্বেলে দিয়ে যাব যাতে আগেকার দিনের মত মনে হয়। আমি একটা গান গাইব। মনে হবে যেন মিসেস রাইট আবার তার মেলোডিয়ন বাজাচ্ছেন।"

"এখনই একটা গান গাও না কেন?"

ম্যাটি ফ্ল্যাগের ওপর ঝুঁকে ছিল, কিন্তু সে ভয় পায়নি—গলাটা এত শান্ত। যদিও একজন তরুণের গলা এবং তার দিকে ফেরার আগে তার হাতের ফুল নিজের খালি পায়ের ওপর পড়ে গেল।

"আমার গান কোন মানুষের ভাল লাগবে না।...একটা ভাঙা বাড়ির ভালমন্দজ্ঞান নেই হয়তো, তাকে আমি শোনাতে পারি।"

"ভালমন্দজ্ঞান আমারও নেই।"

"লাভোনি বেণ্টের বাড়ি কিছু মিষ্টি দিতে যাচ্ছি আমি। এখানে কিছু ফ্ল্যাগ তোলার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম।"

"তা বেশ, আমি হচ্ছি গার্ড বেণ্ট," ছেলেটি বললে, "আমি তোমার সঙ্গে বাড়ি যাব। তোমার নাম কী?"

"মার্থা টুথ বার্ডওয়েল! ম্যাটি বলেই সকলে ডাকে।"

"মার্থা টুথ বার্ডওয়েল! বাঃ, গানের মতই মিষ্টি। ইনি যদি তোমায় চিনতেন।" গার্ডিনার বেণ্ট হাতের বইটা দেখাল। "তাহলে মার্থা টুথ নামে একটা কবিতা লিখতেন।"

ম্যাটি বইটার নাম দেখে বললে, "ইনি বেশির ভাগ জিন ও মেরীদের সম্বন্ধে লেখেন।" ম্যাটি ভাবল, যাক, বেণ্টদের এই ছেলেটা তাকে হয়তো এখন আর একেবারে নিরক্ষর ভাববে না। "খাবারটা তোমার মার কাছে তুমি নিজেই নিয়ে যাও। এখানে আমি অনেকটা

সময় নষ্ট করেছি। বনের মধ্যে দিয়ে বাড়ি পৌছুতে আমার দেরি হয়ে যাবে।"

"তোমায় আমি ঘূর্ণিকটক পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব। খালি বাক্স হাতে তোমায় যেতে দিলে মা আমায় ভীষণ বকবে। আমার ভাইয়েরা সব আজ বিকেলে নদীর ধারে গেছে। ক্যাটফিশ ধরে আনবে। ঘোড়ায় চড়তে তোমায় সাহায্য করব?"

ম্যাটি যদি যথাযথ পোশাক পরে থাকত আর বুড়ো পলি জিন-লাগানো অবস্থায় থাকত, তাহলে সে খুশী মনেই রাজী হত। ময়দার বস্তার মত উঠে সে খালি পায়ে জিন-না-পরানো ঘোড়ার ওপর ধপাস করে বসতে চায় না। সে নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—ফ্ল্যাগে তার পা ঢেকে গেছে।

"আমার বাকী বইগুলো নিয়ে নিই," ছেলেটি বললে।

সে চলে গেলে ম্যাটি বুড়ো পলিকে উঁচু দিকটায় নিয়ে গিয়ে ওর ওপর উঠে বসল।

পেছনের রাস্তা দিয়ে বুড়ো পলি ধীরে ধীরে পা ফেলে চলল বেণ্টদের বাড়ির দিকে। গার্ড তার পাশে পাশে হাঁটছে। ম্যাটি ভাবল, কালো চুল আর শান্তভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা ছাড়া তার মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ান ছাপ বিশেষ কিছু নেই। চুল তার অবশ্য ঠিক কালো নয়, বরং বলা যায় সভায় নিয়ে যাবার ঘড়ির চেনে লাগানো বেলেপাথরের মত রঙ। মুখখানা মন কেড়ে নেবার মত। এ মুখ দেখে ম্যাটির ক্লান্তি আসবে না। মে মাসে এই গোধূলিতে সে এর মধ্যে কোমলতা ও বলিষ্ঠতার সন্ধান করতে লাগল।

"আমার ধারণা ছিল তুমি ভার্নানে থেকে নর্ম্যাল পড়ছ?"

"পড়তাম। কিন্তু সেটা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি শিক্ষক হবার পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। রাশব্র্যাঞ্চের স্কুল থেকে কথা

দিয়েছে পাস করলে আমায় তারা নেবে। রাইটদের এই জায়গাটা নির্জন বলে এখানে পড়তে এসেছি। যদি অন্ধকার হয়ে যায় তো জোনাকির আলোয় পথ দেখে বাড়ি যাওয়া যায়। অনেক জোনাকি আছে এখানে।" নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলার জন্যে যেন ছেলেটি লজ্জিত হয়ে পড়ে থেমে গেল।

বেণ্টদের বাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চত্বরের প্রান্তে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে লাভোনি বেণ্ট মাছ ধুচ্ছিল। পেছনের সিঁড়িতে বসে জাড বেণ্ট দিনের শেষ আলোয় যতখানি পারে বই পড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। কালো চুলওয়ালা দুটো ছেলে কুস্তি করতে করতে মাটিতে গড়াচ্ছিল। আর একটা ছেলে বাড়িতে-তৈরি একটা বাঁশীতে একটি সুর বাজাবার চেষ্টা করছিল। এদের বাড়ির চারিধারে কোন ফুল বা ঘাস নেই। হাতের তালুর মত আশপাশ একেবারে পরিষ্কার।

গার্ড মাকে ডেকে বললে, "মা, এ হচ্ছে মার্থা টুথ বার্ডওয়েল। আমাদের জন্যে কিছু খাবার এনেছে।"

মিসেস বেণ্ট মাছ ধোয়া থামাল না, তবে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "নেমে এসো মার্থা টুথ। যখন আমি তোমার চেয়েও ছোট ছিলাম তখন থেকে তোমার বাপ-মাকে চিনি। সে অনেক বছর হল।"

জাড বেণ্ট বইয়ের ভেতর আঙুল দিয়ে বন্ধ করে ম্যাটির দিকে এগিয়ে এল। জাড বেণ্ট একটু স্থূলকায়। তার বিরাট মাথা ভর্তি লাল চুল। লাল রঙের পাতলা গোঁফ। সে বললে, "যদিও এটা বসন্তকাল নয়, তবু বসন্তদেবী ফুল হাতে নিয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।"

অবাক হয়ে ম্যাটি কোন কথা বলতে পারল না, কিন্তু গার্ড হেসে উঠল, বললে, "বাবা, ফুলের তলায় এক বাক্স খাবার আছে।"

জাড বেণ্টের হাতে খাবারের বাক্স ও সাদা ফ্ল্যাগ্‌ফুল তুলে দিল ম্যাটি। "বসন্ত চোখ মেলে দেখার সময় আর গ্রীষ্ম উপহার দেবার সময়," বলে একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে দু কামড়ে সে শেষ করল, তারপর গোঁফে-লাগা টুকরোগুলো জলে-ভেজা কুকুরের মত চাটতে লাগল।

ম্যাটির কথা বলতে ভয় হল এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে, যে একটা নল বা বড় ছুরির মত বইটাকে ধরে আছে এবং তার সম্বন্ধে কথা বলছে এমনভাবে যেন সে এখানে অনুপস্থিত কিংবা আঁকা ছবি।

মিসেস বেণ্ট এক ঘায়ে একটা ক্যাটফিশের মুড়ো আলাদা করে নিল। তখনও সেটা নড়ছিল। বাঁশীবাদক সেই ছেলেটি ম্যাটির জানা একটা সুর বাজাতে শুরু করেছিল, কিন্তু বেশিদূর বাজাতে পারল না। "পারাবতের মত তাকে পথ দেখিয়ে আন···পারাবতের মত তাকে পথ দেখিয়ে আন···" সে বার বার বাজিয়ে চলল। পরের পদটা শোনার জন্যে ম্যাটির কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। অসমাপ্তভাবে নয়, পুরোটা সে একসঙ্গে শুনতে চায়। "পারাবতের মত তাকে পথ দেখিয়ে আন···" ম্যাটি তার হয়ে মনে মনে সুর গুনগুন করতে লাগল, "কপোতের মত তাকে শয়ন করাও ··আমি তার কাছে এলে চুপি চুপি বল···আমার একক প্রেমাস্পদ হও···।" কিন্তু বাঁশীর সুর তাকে অনুসরণ করতে পারল না। আর একবার "পারাবতের মত তাকে পথ দেখিয়ে আন" বেজে থেমে গেল।

কুস্তিগীরেরা চেঁচাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে। তারা লাঙলের মত তাদের নীচেকার মাটি উপড়ে ফেলছে। একটা ক্যাটফিশ গাছের গুঁড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে অসহায়ভাবে মাটিতে সাঁতার দিতে লাগল।

"বাড়ি ফিরতে হবে আমায়," সহসা ম্যাটি বললে, "বাক্সটা কই? এটা দিয়ে মা পা-দানি তৈরি করার মতলব করেছে।"

বাক্সটা খালি করার জন্যে গার্ডকে মিসেস বেণ্ট বাড়ির ভেতর পাঠিয়েছিল। তারপর সেটায় পাতা সাজিয়ে মাছ ভর্তি করে দিয়েছে।

"তোমাদের প্রাতরাশের জন্যে কিছু মাছ দিলাম," মিসেস বেণ্ট বললে, "তোমার মাকে বলো, ভাগাভাগির ব্যাপারে সে এমন পোক্ত যে, আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারব না।"

ম্যাটি আবার বুড়ো পলির পিঠে চড়ে চলল। পাশে তার হাঁটছে গার্ড। জাড বেণ্ট পেছন থেকে বললে, "পার্সিফোন ও প্লুটো। দাড়িমবীজ খেয়ো না যেন, মার্থা টুথ।"

"ওঁর ও কথার মানে কী?" ম্যাটি জিজ্ঞেস করল। মিঃ বেণ্ট যা বললে তা ওর কাছে ইংরিজী ভাষা বলে মনে হল না।

গার্ড বললে, "বসন্তদেবীর নাম পার্সিফোন—যাঁকে প্লুটো নামে আর এক দেবতা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পাতালে বাস করার জন্যে। তিনি যখন চলে যান তখন পৃথিবীতে শীত ছিল।"

"তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, তাই না?" ম্যাটি জিজ্ঞেস করল। তার চোখ তখন অন্ধকার গাছের পাতার মধ্যে বাতির মত জ্বলা জোনাকির দিকে।

"হ্যাঁ, তিনি ফিরে এসেছেন," গার্ড বললে।

বনের প্রান্তে এসে তাদের ছাড়াছাড়ি হল। সেখান থেকে ম্যাটি দেখতে পেল, বাড়ির আলো রাস্তায় মিট মিট করছে। সে যখন রান্নাঘরে ক্যাটফিশের বাক্স নিয়ে ঢুকল, তখন সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত। ডিশগুলো ধোয়া হচ্ছে।

"খেতে বোস," মা বললে, "এত দেরি হল কেন ?"

"বেণ্টদের সকলেই বড় বকে," ম্যাটি বললে, "তারা কথা বলছে এমন সময় ঠিক চলে আসা যায় না।"

"ভেবো না, তুমি চলে এলে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। তাড়াতাড়ি খাও, খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।"

"আমি খেতে পারব না," ম্যাটি বললে, "আমার খেতে তেমন ইচ্ছে নেই।" সে তাক থেকে ডিশ-মোছা তোয়ালে নিয়ে ডিশ মুছতে লাগল।

"বনের মধ্যে দিয়ে আসতে গিয়ে তুমি কি ভয় পেয়েছ ?" তার মা জিজ্ঞেস করল।

"না। গার্ডিনার বেণ্ট আমার সঙ্গে এসেছিল।"

"নর্ম্যাল স্কুলে পড়া ছেলেটি ?"

"হ্যাঁ। সে অনেক কিছু জানে। ফুল, জোনাকি, কবিতা ও দেবদেবী—সব তার কাছে এক," ম্যাটি উৎসাহের সঙ্গে বললে, "সে যে-কোন ব্যাপারে বলতে পারে। ওঃ, সে অনেক তথ্য জানে। একটা পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার মধ্যে যতখানি জ্ঞান ধরে তার অনেক বেশি সে জানে।"

ম্যাটি প্লেটগুলো মোছার কাজে বেশ দক্ষ হলেও তার হাত মার মত অমন সুন্দর দেখায় না। তা ছাড়া প্লেট ও মার বিয়ের আংটিতে ঠোকাঠুকির ফলে কেমন টুংটাং সুর বাজে।

পেছনে অন্ধকার বন। সূর্য অস্ত গেলে সেখান থেকে যা হোক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। এখানে রান্নাঘরে এখনও স্টোভ জ্বলছে। চেনা ডিশগুলো ঠিকভাবে গাদা করা রয়েছে আর মার আংটি গান গেয়ে চলেছে।

ম্যাটি একটু গুনগুন করল।

"কী সুর গুনগুন করছিস ?" তার মা জিজ্ঞেস করল, "মনে হচ্ছে যেন শুনেছি।"

" 'পারাবতের মত তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও,' " ম্যাটি হেসে বললে।

"পার্টিতে বাজাবার সুর।" তার মা সাবান-গোলা জলের ওপরে হাত তুলে অনেক দূরে তাকাল। " 'পোকায়-খাওয়া গম'। এক সময়ে আমার মনে ওই সুরের সঙ্গে নাচবার প্রলোভন জেগেছিল।"

ম্যাটি তার মার দিকে তাকাল। মা একজন কোয়েকার ধর্মবক্তা, লম্বা ও সুসঙ্গত স্কার্টের তলা থেকে যার পা কখনও দেখা যায় না। 'এক সময়ে প্রলোভন জেগেছিল'...বিয়ের আংটি আবার বাজতে লাগল। ম্যাটি ডিশ মোছার কাজ বন্ধ রেখে তাই দেখছিল। অনেক কাল আগে প্রলোভন জেগেছিল মার মনে, তবু মা যে-ভাবে গোলাপ ফুলে মুখ ঢাকে কিংবা বাবার গাড়ি ঘূর্ণি-ফটক পেরোতে দেখে ছুটে যায় তার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা সেই সুর-শোনা কালোকেশী মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

"বেন্টদের ছেলেটির চেহারায় কার ছাপ বেশি, ম্যাটি ?"

"আমার মনে হয় তার মার, কিন্তু আরও সুন্দর সে। তার মুখ ভোলবার নয়," উৎসাহের সঙ্গে ম্যাটি বললে, "তার চোখের রঙ বালি-পাথরের মত। সে সহজভাবে হাঁটে। তার হাঁটা দেখেও আনন্দ আছে।"

গ্রেভির পাত্র মুছে ম্যাটির মা স্টোভের ওপর রাখল শুকোবার জন্যে। স্টোভ তখনও গরম রয়েছে। "ভাল মন আর," মা বললে, "সেই সঙ্গে মেয়েরা যা পারে তা হচ্ছে তাদের কল্পনামত একটি মুখ খুঁজে নেওয়া। যদি কোন লোকের মুখ দেখে তুমি আনন্দ পাও, সে ভাবের পরিবর্তন ঘটবে না। তার উপর নির্ভর করতে পার। তোমার বাবা

চিরকালই সুশ্রী।" পাত্রগুলোর দিকে পেছন ফিরে মা বললে, "এ কি ম্যাটি, তুই কাঁদছিস কেন?"

ম্যাটি কিছু বললে না। তারপর সশব্দে ফেটে পড়ল: "আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। নিজের বাড়ি থেকে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। পুরুষদের সম্বন্ধে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি কাউকে বিয়ে করব। আমায় তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত!" ডিশ-মোছা তোয়ালেতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে ফেলল। "আমার নিজের মা," ম্যাটি ফোঁপাতে লাগল।

"বাছা, কাঁদছিস কেন," তার মা বললে এবং তার কাছে গেল, কিন্তু ম্যাটি তোয়ালেতে আরও বেশি করে মুখ ঢেকে পেছনে সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল। "আমার নিজের মা," সে কাঁদতে লাগল।

"ব্যাপার কী? ম্যাটি কাঁদছে কেন?" বৈঠকখানার দরজার গোড়ায় শক্ত কাঠের মত দাঁড়িয়ে ম্যাটির মা তার স্বামীর দিকে তাকাল।

"বুঝলে জেস," সে বললে, "আমার মনে হয়, ম্যাটি হঠাৎ বুঝতে পেরেছে যে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে তার কেমন লাগবে।"

"বাড়ি ছেড়ে যাবে?" জেস জিজ্ঞেস করলে, "বিয়ে করছে নাকি? এটা কি তোমার মতে কাঁদবার মত ব্যাপার, এলিজা?"

যে-মুখ তাকে চিরকাল আনন্দ দিয়েছে তার দিকে তাকিয়ে এলিজা বললে, "তুমি তো জান জেস, আমি তা মনে করি না।"

জেস হেসে বললে, "মনে আছে আমার, তুমি খানিকটা চোখের জল ফেলেছিলে সেই প্রথম—"

কিন্তু এলিজা তাকে থামিয়ে দিল: "চুপ, চুপ, জেস বার্ডওয়েল।" তার বিয়ের আংটি শেষ কেটলিতে বাজতে লাগল।

"এখন তুমি সুখী হয়েছ?" জেস মৃদু হেসে বললে।

এলিজা মুখে কিছু বললে না। একটা গানের অংশ গুন গুন করতে লাগল।

"সুরটা জানা মনে হচ্ছে," জেস বললে, "অনেককাল আগের ব্যাপার।"

এলিজা সমর্থন করল এবং তার দিকে পাত্র এগিয়ে দিল খালি করার জন্যে।

সুরটা ভাঁজতে চেষ্টা করতে করতে জেস সেটা নিয়ে বাইরে গেল। "টাম-টে-টাম-টে-টাম। মনে আসছে না।" ফিরে এসে বললে, "কিন্তু মনে হচ্ছে আমার জানা সুর।"

"ভয় নেই, তুমি ওটা জান, জেস," বলে এলিজা তার হাত থেকে খালি পাত্রটা নিল। তার বিয়ের আংটি আরও একটি সুর বাজাল।

পাঁচ

ফিনির ঘাটে যুদ্ধ

মর্গ্যানের নাম ছাড়া এগারো তারিখের সকাল জুলাইয়ের অন্যান্য দিনের মতই শুরু হয়েছিল। সমস্ত গুজব, ফিসফিসানি ও ভয়ের উর্ধ্বে গ্রীষ্মের নির্মেঘ আকাশ ছিল শান্ত, স্থির। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কিছু কিছু শোনা যাচ্ছিল। অনেকে মর্গ্যানের অশ্বারোহী অনুচরদের দূর থেকে ছুটে যেতে দেখেছে। কানে আসছিল অগ্নি-সংযোগ, গুলিগোলা ছোঁড়া, লুটতরাজের কাহিনী।

মন জানে যে, মর্গ্যানের নাম দিনটাকে বদলে দিয়েছে, তবু অনভ্যস্ত চোখ কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। প্রাতরাশের ঘণ্টায় হাত দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এলিজা আকাশ-মাটির প্রতিটি কোণ খুঁজে দেখছিল। কিন্তু কোন পরিবর্তনই তার চোখে পড়ল না। গরুর দুধ অনেক আগেই দোহন করা হয়ে গিয়েছিল। শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে ইতোমধ্যেই আগুনের হল্‌কা ছুটে যাচ্ছিল। উইণ্ডমিলটা তিন চার বার বেশ জোরে ঘুরে বোধ হয় চিরতরে থেমে গেল।

এলিজা বাজাবার জন্যে প্রাতরাশের ঘণ্টা তুলল, কিন্তু না বাজিয়ে হাত নামিয়ে নিল। কিছুতেই তার প্রভাতী নিস্তব্ধতা ভাঙতে ইচ্ছা হল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস—যদিও তার কোন যুক্তি নেই—ঘণ্টা বাজালেই শান্তি নষ্ট হবে এবং বনের ভেতর কিংবা নদীর ধার থেকে মর্গ্যান নিজে ছুটে আসবে।

জেস তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চাও আমি ঘণ্টা বাজাই ?"

এলিজা বললে, "না, ঘণ্টা আমিই দোব। প্রাতরাশের জন্যে ছেলেমেয়েগুলোকে ডাকা দরকার।" কিন্তু সে ঘণ্টা বাজাল না। "সব এমন নির্জন," সে বললে, "মনে হচ্ছে এ-নির্জনতা ভাঙা উচিত নয়। ঘণ্টা বাজালেই যেন তা শুনে জন মর্গ্যান চড়াও হয়ে বলবে, 'তোমাদের টাকাপয়সা জিনিসপত্তর কী আছে ?'"

"যতদূর শুনেছি সে জিজ্ঞাসাবাদ করে না," জেস বললে, "সে কেড়ে নেয়।"

"চড়াও হয় আর কেড়ে নেয়," এলিজা বললে, যেন ব্যাপারটা সে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করছে। "তাহলেও ওটা আকস্মিক ঘটনা। বন্যা এলে কিংবা আগুন লাগলেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে। ভগবান যদি তাই চান তবে এক ঝলক বিদ্যুৎই যথেষ্ট। যাক, বেশি কথা বলবে ছেলেরা, আমি নয়।"

"ছেলেরা ?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"জোশুয়া," তার স্ত্রী উত্তর দিল।

জেস মাথা নাড়ল।

"কেবল নাম শুনলেই যদি এত—" এলিজা শুরু করল, "যদি নামেরই এত জোর হয়···"

"হ্যাঁ," জেস আবার মাথা নাড়ল।

জুলাইয়ের আগে থেকেই দক্ষিণ দেশে মর্গ্যানের নাম শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে তা আর সব-কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। মেয়েরা কাজ করতে করতে কান খাড়া করে রাখে, বাচ্চারা জঙ্গল থেকে দূরে থাকে,

পুরুষগুলো চুপচাপ কাজ করে যায়, কথা বলে না। —পাছে মর্গ্যানের দলবলের আগমনের শব্দ শোনা না যায়।

কিন্তু ছোকরারাই কান খাড়া করে সবচেয়ে একাগ্র হয়ে থাকে। ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ই তাদের বেশি। যদি মর্গ্যানের দলবল এসে বলে, "ঘোড়া খুলে আন, মাংস-টাংস যা আছে নিয়ে এস, তোমার বাপ টাকা-পয়সা কোথায় রাখে দেখাও" ? তারা কী করবে ? তারা ভেবে অবাক হয়, মর্গ্যান যদি সত্যিই আসে, তারা কি ওর হাতে সব সমর্পণ করবে ? তারা জানে না। জানার কোন উপায় নেই।

ছেলেবেলা থেকেই তারা বাধা দেওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছে। কিন্তু শত্রুরা সবই কাল্পনিক। আর ওরা সহজেই পলায়ন করে। মর্গ্যানের লোকেরা কাল্পনিক নয়, তারা পালায় না, তাদের গুলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হৃদয়কেও বিদ্ধ করে। নদীর কাছে রাস্তার ধারে যেখানে তীর কাঁধ-সমান উঁচু, ছায়া-ঘেরা গাছে মোটা পর্দার মত আঙুরলতা ঝুলে থাকে, সন্ধ্যার সময় সেখান দিয়ে গেলে ছোকরার দল পেছনের দিকে তাকায় না কিংবা তাড়াতাড়ি হাঁটে না। কান খাড়া করে শোনে। অবাক হয়। কিছু না শুনলেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না। নীরবতাও আবার অশুভ।

এলিজা আর একবার প্রাতরাশের ঘণ্টা তুলল। "এবার ঘণ্টা বাজানো উচিত, কী বল ?" জিজ্ঞেস করল এলিজা।

"বাজাও," জেস তাকে বললে, "খালি পেটে আমি জন মর্গ্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

প্রাতরাশ যখন প্রায় সমাপ্ত, জোশ ঘরে ঢুকল। সে অবাক হয়ে দেখল, গ্রেভির পাত্র প্রায় শূন্য, একটামাত্র ডিম পড়ে আছে, প্লেটগুলো জ্যাম আর বিস্কুটের গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে গেছে। তার কাছে

আশ্চর্য লাগে, আজকের এই সকালেও বিস্কুটে গ্রেভি লাগিয়ে লোকে কী করে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে! তাদের প্রতিবেশী যখন মরতে বসেছে, তখন এই আহার, এই আত্মপরায়ণ মনোভাব নির্দয়তা ও অধর্মের পরিচায়ক।

এরা যে শুধু তাদের প্রতিবেশী তাই নয়, জোশুয়া ও তার পরিবারবর্গ যে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে, এরাও তাই লালন করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই তাই জোশুয়াকে অশান্ত করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে বড়দের ঔদাসীন্য এবং আস্তে আস্তে সব মেনে নেওয়া দেখে সে আরও ক্ষেপে গেছে। তারা "আমেন" বলেই খালাস। এও সে মেনে নিত যদি নিশ্চিত বুঝত তাদের সত্যি কষ্ট হয়েছে। কিন্তু বড়রা (জোশুয়ার কাছে বড় তারাই, যারা তার আঠারো বছরকে ছাড়িয়ে গেছে) নিজেদের পরিবারের কেউ না মরলে কষ্ট পায় না—জোশুয়ার এই বিশ্বাস।

জেস কতকগুলো অপরিচিত নরনারীর মৃত্যুর জন্যে দুঃখ পাচ্ছে, আক্রোশ প্রকাশ করছে। অন্য এক জেলার জনৈক স্ত্রীলোকের পুকুরে ডুবে মরার খবর ব্যানার-নিউজে পড়ে এবং অন্য একজন লোকের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সে না খেয়ে ছিল। এক শরৎকালের কথা সে প্রায় ভুলেই ছিল—কুয়াশাচ্ছন্ন শারদীয় নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকায়নি। কারণ সে শুনেছিল তার মা কোন এক অভ্যাগতকে লিডিয়া নামে এক তরুণীর কাহিনী বলছিল, যে বৎসরাধিক কাল বিছানায় শুয়ে থাকার পর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এই বলে, "আমি জানি যে আমি বাঁচব না, কিন্তু জানলার বাইরে আর একবার ওরিওন গাছ দেখা পর্যন্ত বাঁচতে চাই।" জোশুয়ার অপরিচিত লিডিয়া নামে সেই মেয়েটি আগস্টের গোড়ার দিকে মারা গিয়েছিল। তার মানে—ওরিওন তার জানলার কাছে আসার অনেক আগেই।

সেই শরৎকালের কোন সন্ধ্যায়ই জোশ আকাশের দিকে তাকায়নি, অবিচলিত কণ্ঠে সে বলেছে, "মেয়েটি যা দেখতে পায়নি, আমি তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকব।"

জোশের মন প্রায় সব সময় এই অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। ওই সব ব্যাপারে তার বাবা-মার কথা শুনে মাঝে মাঝে সে রেগে যেত।

জোশের মুখে একবার একটি ছেলের বরফের মধ্যে ডুবে যাওয়ার কথা শুনে এলিজা বলেছিল, "এর জন্যে তোমার আনন্দ করা উচিত। কুইন্‌সি পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বর্গে গেছে।"

জোশুয়া ছেলেটিকে চিনত, সে বললে, "কুইন্‌সি এই পৃথিবীকে খারাপ জায়গা বলে মনে করত না।"

"এইবার সে বুঝতে পারবে, স্বর্গ আরও ভাল জায়গা।"

"তাকে ঠকানো হয়েছে," জোশ জ্বলে উঠে বললে।

"জোশুয়া, ঈশ্বরের আচরণে তোমার সংশয়ী হওয়া উচিত নয়," তার মা বললে।

সাধারণতঃ মৃত্যুবিষয়ে তার মার চেয়ে বাবার কথা জোশুয়া সহ্য করতে পারে। তার বাবা মার মত অত নিশ্চয় হয়ে কথা বলে না। মা তাই সর্বদা সাবধান। কিন্তু বাবার মধ্যে এমন একটা শান্ত নমনীয়তা আছে যার ফলে জোশ কড়া কথা বলতে বাধ্য হয়। জোশ ভাবে, বয়স্থ লোকেরা সময় ও ঘটনার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তার ফলে তাদের মন গাছের গুঁড়িতে স্তূপীকৃত ভিজে পাথরের মতই পিচ্ছিল হয়ে যায়। কোথাও একরত্তিও খসখসে নয়, যাতে ধরা যায় বা বাধা দেওয়া যায় কিংবা আঘাত করা যায়।

একদিন তার বাবা বলেছিল, "জোশ, মৃত্যুর চেয়ে আরও খারাপ

অনেক জিনিস তোমার চোখে পড়বে।" সে জোশের কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না—যেন তার মনের কথা জেনে বললে।

জোশুয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, "মৃত্যু অভিশাপ, নয় কি? অবাধ্যতার জন্যে মানুষকে এই অভিশাপ দেওয়া হয়েছে?"

জেস বলেছিল, "হ্যাঁ, তা, এক দিক থেকে তুমি···"

কিন্তু জোশুয়া তাকে শেষ করতে দেয়নি। "ঈশ্বরের অভিশাপের চেয়ে খারাপ আর কী আছে? ঈশ্বর যদি আপনাকে অভিশাপ দেন, আপনি তার চেয়ে খারাপ আর কী আছে সন্ধান করবেন, এটা কি ঠিক?"

জোশুয়া ভেবেছিল, এই যুক্তি কাটানো অসম্ভব, কিন্তু তার বাবা তার স্বাভাবিক ... মনতার দ্বারা তা অতিক্রম করে মোলায়েম কণ্ঠে বললে, "ঈশ্বরের অভিশাপ সাধারণতঃ সহ্য করা যায়। মানুষ নিজে যা ডেকে আনে তা আরও কষ্টকর।"

এসব কথা জোশুয়া কখনও তার ভাই লাবনকে বলেনি। একবার কেবল লাবন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "জোশ, তুই কি মরতে ভয় পাস?"

জোশ কী উত্তর দেবে জানে না। সে মরণের বিরুদ্ধে কথা বলছে··· তার মানে কি সে মরতে ভয় পায়! মনে পড়ে, অনেক বছর আগে একদিন রাত্রে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। যখন সে ধাতস্থ হয়ে একটু ভাবতে চেষ্টা করল যে, কী তার হতে পারে? সিঁধেল চোর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার মাথায় হয়তো একটা আঘাত করবে, সে মরে যাবে। এমন তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সে আর ভাবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়।

যদিও এটা কাল্পনিক মৃত্যু এবং কাল্পনিক বিপদের ব্যাপার। ওই শব্দ ইঁদুরের জিনিসপত্র নাড়ার কিংবা ঘন তুষারের মধ্যে পেরেক ঠোকারও হতে পারে। মৃত্যু যদি সত্যি আসে, তবে সে রকম

বিপদসঙ্কেত পাওয়া যাবে কি? পিস্তল ছোঁড়ার আগে ব্রীচ-লকের ক্লিক্ আওয়াজ, ঘোড়া টেপার সময়কার নিঃশ্বাস-টানা শব্দ সে জানে না।

"কী জানি," জোশুয়া লেব্‌কে বললে। কিন্তু ওর মত তারও মনে কৌতূহল জাগে।

যে-চেয়ারে তার ভাই বাচ্চা জেস বসে ছিল, তার বৃত্তাকার উপরিভাগে শক্ত মুঠি রেখে জোশ দাঁড়িয়ে ছিল। সে জানে আর সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই সে নিজের আবেগ সংযত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। বিশেষতঃ লেবের শান্ত শীতল দৃষ্টি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল। তার ধারণা (সে মনে করে লেব্ এইভাবে তাকে তাচ্ছিল্য করে), লেব্ তার শরীরিক খুঁতগুলো ভাল করে লক্ষ্য করছিল। লেব্ নিজে বলিষ্ঠ: বরগার মত অনমনীয় গড়ন, পরচুলার মত কালো চুল, উঁচু চকচকে চোয়াল, লম্বা মুখ—সে যখন একাগ্র হয় কাঁপে।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" জেস জিজ্ঞেস করল।

"হুইটিদের ওখানে গিয়েছিলাম," জোশ বললে।

"বোস্, বোস্," এলিজা ব্যস্ত হয়ে বললে, "তোকে টাটকা ডিম সেদ্ধ করে দিচ্ছি।"

"ডিম আমার গলায় ঢুকবে না," জোশ বললে।

"হুইটিদের ওখানে কী খবর এসেছে?" তার বাবা জিজ্ঞেস করল।

"মর্গ্যান এই পথেই আসছে—ভিয়েনা থেকে সে রেলপথ ধরে ভার্নানের দিকে এগোচ্ছে। আজ অথবা কাল সে সেখানে পৌঁছবে।"

"ভার্নান," তার মা বললে, তারপর হাতের ডিম দুটো পেয়ালায় রাখল।

"হুইটিরা অত খবর জানল কী করে ?" তার বাবা জিজ্ঞেস করল, "মর্গ্যান চার তারিখের সন্ধ্যায় ওহায়ো পার হতে পারেনি। গভীর বনের মধ্যে তার আর খোঁজ ছিল না···তা ছাড়া তার গেরিলারা লুকিয়ে থাকার শিক্ষা পেয়েছে। তবু লোকে প্রাতরাশের টেবিলে বসে বলবে, জন মর্গ্যান ঠিক কোথায় আছে। এও শুনবে, সে আজ সকালে দাড়ি কামিয়েছে কিনা···আর আজ এই সময়ে সে কোথায় আছে।"

তার বাবার নিস্পৃহতায় জোশ নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। তার সব জানা এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ওই অবিরাম শান্ত প্রশ্নের উত্তরে সে কেমন যেন দমে যায়।

"প্রাতরাশের টেবিলে লোকেরা···" সে রেগে-মেগে বলতে শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল। "মর্গ্যান যখন হ্যারিসন কাউন্টি পার হয় তখন বেন হুইটি ওখানে ছিল। সে তিন দিন ধরে তার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে।"

"তুমি কি বেনের সঙ্গে কথা বলেছ ?" তার বাবা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"সে কী বলল ?"

এই ভাবান্তর, জানবার এই আগ্রহ যথার্থ রাগের কারণ নস্যাৎ করে দিল। ফলে জোশ আরও রেগে গেল।

"মর্গ্যান আজ সকালে দাড়ি কামিয়েছে কিনা এ সম্পর্কে কিছু বলেনি।"

তার বাবা বললে, "বোস এখানে। বসে বল। বাচ্চা জেস, ওঠ। দাদাকে বসতে দাও।"

বাচ্চা জেস ঘুরে এলিজার চেয়ারের কাছে গিয়ে মার কাঁধে হাত রাখল এবং জোশের উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকল। চেয়ারে বসার ইচ্ছা না থাকলেও জোশ হঠাৎ তার জন্যে ঠেলে-দেওয়া চেয়ারে ধপাস

করে বসে পড়ে আনমনে তাড়াতাড়ি একটা ঠাণ্ডা বিস্কুট চিবোতে লাগল। তার মা তার কাছে মাখন ও জ্যাম এগিয়ে দেওয়ার উপক্রম করতে জেস ঘাড় নাড়ল এবং বললে, "তারপর, জোশ ?"

জোশ তাড়াতাড়ি বলে গেল—শুকনো বিস্কুটের গুঁড়োয় তার গলা খানিকটা চাপা শোনাচ্ছিল : "ক্লোচারের এই দিকে কাল রাত্রে ঘাঁটি গেড়েছে মর্গ্যানের এমন জন ছয়েক অশ্বারোহী অনুচরকে দেখে এসেছে বেন হুইটি। ভার্নান থেকে কুড়ি মাইলের বেশি দূরে নয়। তারা রেলপথ ধরে আসছে। তারা ভার্নান আক্রমণ করবে।"

"ভার্নান আক্রমণ করবে," তার মা বললে, "তার মানে কী ?" যে কোন বইয়ের পাতায় কথাটার কী মানে দেওয়া আছে সে ভাল করেই জানে। কিন্তু "ভার্নান আক্রমণ করবে" তার মানে সেই শহর, যেখানে এলিজা ডিমগুলো বিক্রি করে, যেখানে গির্জা আছে সেই সুন্দর শহর আক্রান্ত হবে।

কথাটার মানে কী জোশ জানে। বেন হুইটি তাকে বলেছে, "আক্রমণ মানে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুঠ।"

"মর্গ্যানের অনুচররা কি লোককে হত্যা করছে ?" এলিজা জিজ্ঞেস করল।

জোশের চোখের সামনে তার মার দেখা জগৎ এক মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠল ; সে জগতে এমন পারস্পরিক ভালবাসা যে তার কাছে হত্যা ছাড়া যুদ্ধ কথাটার অন্য কোন মানে নেই, সে জগতে ইচ্ছাকৃত হত্যা অচিন্তনীয়। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র, তারপর আবার তার রাগ চড়ে গেল।

"তুমি কি জান না যুদ্ধ চলছে ?" জোশ জিজ্ঞেস করল, "যুদ্ধ কাকে বলে জান না ?"

"তোমার মা জানেন যে যুদ্ধ চলছে," তার বাবা তাকে স্মরণ

করিয়ে দিল, "কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ উনি জানেন না। জার্মানের কথাই ধর, সেখানে কী ঘটবে সে সম্বন্ধে ওঁর কোন ধারণা নেই। মানুষকে হত্যা করার চেয়ে সেবা করার চিন্তাতেই উনি অভ্যস্ত।"

জোশ বললে, "জন মর্গ্যান কিন্তু তাদের হত্যাই করে। সে একটা ছেলের পায়ে গুলি মেরেছে, একজন বুড়ো লোকের পিঠেও গুলি মেরেছে। হ্যারিসন কাউন্টিতে কতজন লোক মরেছে জানি না। বেন হুইটি বললে, সারা রাস্তা সে ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছে। তার মতে সেখানকার সব কারখানাই ধূলিসাৎ হয়েছে, সব বাড়িতেই লুঠপাট হয়েছে।"

এলিজা টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বললে, "এই পৃথিবী ও তার সব-কিছু সম্পদ ঈশ্বরের। মর্গ্যানের লোকেরা একদল বাচ্চা ছেলের মতই যার স্বাদ আগে পায়নি তাই পাবার চেষ্টা করছে। আমাদের অনেক আছে। এখন দরকার তার ভাগ অন্য লোককে দেওয়ার। মর্গ্যানের লোক যদি এখানে আসে," এলিজা বললে এবং জোশ দেখল, মার চোখ রান্নাঘরের দরজায় পড়েছে যেন ওখানে ধুলোমাখা, ঝোলা-টুপি অশ্বারোহী দেখা গেছে, "আমি তাদের সব ভাল জিনিস দেব। কোন লোকই আমার শত্রু নয়।"

জোশ উঠে দাঁড়াল। এক হাতে সে বিস্কুট ভাঙছিল আর মুখে ফেলে চটপট চিবোচ্ছিল। "কোন কোন লোক আমার শত্রু," সে বললে, "যারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে কিংবা দাস বানায়, তারা আমার ঘোরতর শত্রু।"

তার বোন ম্যাটি তার মুঠো-করা হাতটা ধরে জোশকে বসাবার চেষ্টা করছিল। অবশেষে সে বসে পড়ে বললে, "আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করব। যা কিছু আছে সব যদি তুমি একটা চোরকে

দিয়ে দাও তাহলে তোমার বন্ধুরা উপোস করে থাকবে। তাতে লাভটা কী ?"

কেউ তার কথার জবাব দিল না। কিন্তু জেস সহৃদভাবে বললে, "এমন সব কাহিনী যুদ্ধের সময় শোনা যায়ই।"

কাহিনী মানেই মিথ্যা। জোশ একটা বাঁটওয়ালা ছুরি তুলে নিল এবং তা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে তার আবেগ শান্ত করার চেষ্টা করছিল। "বেন হুইট মিথ্যা কথা বলে না। কিছু সে নিজের চোখে দেখেছে, কিছু তার শোনা। আগুন তার চোখে দেখা···যাদের ঘোড়া চুরি গেছে তাদের মুখে সে এ কথা শুনেছে। ঘোড়ার জিনে পাখিসুদ্ধ এক খাঁচা লাগানো অশ্বারোহী তার চোখে পড়েছে। মকপোর্ট থেকে নাকি ওই ভাবে সারা রাস্তা অশ্বারোহী পাখিটাকে নিয়ে এসেছে।"

তার মা তাকে বাধা দিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের জানলার দিকে দু পা এগিয়ে গেল—যেখানে ইবোনি নামে স্টার্লিং পাখিটা খাঁচায় ঝোলানো ছিল। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই যেন বুঝতে পারল, সে কী করতে যাচ্ছে। "এই সুযোগ," জোশ নিজেকে বললে, "তোমার মাকে থামিয়ে দেওয়ার।" কিন্তু সে তা পারল না। ছুরির আগাটা জোশ হাত দিয়ে মুঠো করে ধরল। ছুরিটা ভোঁতা। তাকে অন্যমনস্ক করার মত জ্বালা অনুভূত হল না।

"তুমি বলেছিলে যেন," জোশ তার মাকে বললে---নিজের প্রতি ঘৃণায় তার ঠোঁট কাঁপছিল, "ভাগ করে নেওয়ার এই হচ্ছে সুযোগ ? তাহলে সে সুযোগ এখন তুমি পেয়েছ। ইবোনিকে মর্গ্যানের কোন লোককে দিয়ে দাও। পাখিটা তোমার কাছে অনেক দিন আছে।"

এলিজা টেবিলের দিকে মুখ ফেরাল। জোশ দেখল তার মার কালো চোখ একবার বাবার দিকে ফিরে তার ওপর কেন্দ্রীভূত হল।

"আমার ধারণা তার ওপর দুর্ব্যবহার করা হবে," এলিজা বললে, "ওর ওপর আমার বড্ড মায়া পড়ে গেছে।"

জোশ চিৎকার করে উঠল, "একটা পাখির জন্যে তুমি ভেবে মরছ, আর মানুষ গুলি খেয়ে মরলেও তুমি তার সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবে না। কোন মানুষ তোমার শত্রু নয় যতক্ষণ না সে তোমার পাখিটা ছিনিয়ে নিতে যাবে। যারা মানুষের শত্রু তারা আমারও শত্রু। পাখির মত অসহায় মানুষের জন্যে আমি সব করতে রাজী।"

জেস ও লেব্ দুজনেই কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এলিজা হাত তুলল যেন সে সভায় কথা বলছে: "আমি ভুল বলেছি জোশুয়া" এলিজা বললে, "যে ইবোনির যত্ন নেবে তার হাতেই আমি ওকে তুলে দেব।"

"যত্ন নেবে," জোশ আবার চিৎকার করে উঠল, "আগের বারেই তুমি ঠিক কথা বলেছিলে। সেম দুইটি যে পাখিটাকে দেখে এসেছে সে কি এখনও বেঁচে আছে ভেবেছ? কখন জবাই হয়ে গেছে। বড় পাখি হলে পেটে চলে গেছে। ইবোনিরও একই অবস্থা হবে।"

জোশুয়া ইবোনিকে যুদ্ধ ও শান্তি, জীবন ও মৃত্যুর সমগ্র বিষয় করে নিয়ে কথা বলছিল। কথা বলছিল এলিজার সঙ্গে কিন্তু সকলের শোনার জন্যে। সে চায় লেব্ শুনে প্রতিবাদ করুক। "তোমার দায়িত্ব আছে। তুমি পাখিদের ধরে পোষ মানাবে, তাদের জিব চিরে দেবে, খাইয়ে মোটা করবে যাতে তারা উড়তে না পারে— এমন কাজ করার তোমার অধিকার নেই। এর ফল তুমি ভোগ করবে না। বুড়ো ইবোনিকে এর ফল ভোগ করতে হবে। সেই বুড়ো লোকটি, পায়ে-গুলি-লাগা সেই ছেলেটি, হ্যারিসনের সামরিক সৈন্য, ভার্নানের সামরিক সৈন্য সকলকে ভুগতেই হবে। আমি বরং মরতে রাজী," জোশ বললে।

সব চুপ। এলিজা আবার বসল। বাচ্চা জেস সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বড়দের মুখমণ্ডল আবেগকম্পিত হলে সে বড় অস্বস্তি বোধ করে। এর ফলে তাদের মুখ থেকে কর্তৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তার মুখোশটা সরে যায়। অথচ এই ভাবেই তাদের দেখতে সে অভ্যস্ত।

ম্যাটি ইবোনির দিকে তাকাল। সে ওর মধ্যে তার মায়ের পাখিকে দেখল—যে সবপ্রথমে ঈশ্বরের এবং বর্তমানে সকলের। তারপর দেখল জোশুয়ার পাখি—অরক্ষিত অবস্থায় ও রয়েছে। যদি তারা ওর হয়ে লড়াই করতে রাজী না হয় তাহলে ওকে বাঁচানো যাবে না। এবং যেহেতু সে ইবোনিকে দুই রূপে দেখছিল, সেইজন্যে কষ্ট পাচ্ছিল। মায়ের মত যখন সে মহানুভব ও শান্তিপ্রিয় তখন নিজেকে কাপুরুষ, আর জোশের মত যখন লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত নিজেকে স্বধর্মত্যাগী, জাতিচ্যুত ভাবছিল।

লেবই কেবল চুপচাপ বসে ছিল। তার শান্ত মুখমণ্ডলে দুঃখ বা আগ্রহের চিহ্নমাত্র ছিল না। তার বিশ্বাস ব্যাপারটা তার মা ও দাদার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে সে মনে করে সকলকে ভালবাসার বিষয় তার মার চেয়ে বাবা আরও ভাল বলতে পারতেন এবং আলোচনার কেন্দ্র থেকে পাখিটাকে রেহাই দিতেন।

ঘরে দীর্ঘ নৈঃশব্দ্য। বাচ্চা জেস ছাড়া সকলেই তা অনুভব করছে। বাইরে উইণ্ডমিল আস্তে আস্তে কটকট শব্দে চলতে শুরু করে তারপর নিয়মিত ক্লিক শব্দ করতে লাগল। গলায়-ঘন্টি-লাগানো গরু ঘাসের ওপর এদিক ওদিক করছে তার আওয়াজ শোনা গেল। খাঁচায় বদ্ধ হতে অনিচ্ছুক একটা পাখি জানলার কাছে কিচমিচ শব্দ করে উড়ে চলে গেল।

জেস তার বড় ছেলের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন যুদ্ধ সংক্রান্ত

এই আলোচনার মধ্যে হাস্যকর ব্যাপার কিছু আছে। জোশ ভাবল, সে হয়তো তার বাবার চাউনি সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে তার কথার উত্তরে "হ্যাঁ, বাবা" কিংবা "না, বাবা" বলবে। কিন্তু তার বাবার চাউনির মধ্যে একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে বুঝতে পেরে সে দাঁত চেপে সোজা হয়ে তার বলার অপেক্ষায় বসে ছিল।

"তুমি জান জোশ," তার বাবা বললে, "মরাটা এর সবটুকু নয়। আশা করি আমাদের যে কেউ," মাথা নেড়ে বাচ্চা জেস ও ম্যাটিকেও ইঙ্গিত করল, "নিজের বিশ্বাসের জন্যে মরতে প্রস্তুত। কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আমি মরার সপক্ষে নই," জেস তার বিপুল নাক কুঁচকে বললে, "মরলে একেবারে চুকে গেল। তুমি মরলে তোমার নিজের ছাড়া আর কারও কোন ক্ষতি হবে না। তবু কোন কোন সময় এ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তখন আমি এর সপক্ষে। এখন সে রকম কোন ব্যাপার ঘটেনি। তুমি যদি পার গিয়ে জন মর্গ্যানের হাতে মৃত্যু বরণ কর। কিন্তু তাতে কোন সমাধান হবে না। জন মর্গ্যান এসে ইবোনিকে নিয়ে চলে যাবে, যদি তাই তার ইচ্ছে হয়। লোকে তোমায় ভুলবে, যেন তুমি গলায় পাথর বেঁধে ক্লিফর্ট প্রপাতে লাফিয়ে পড়েছ। না, জোশ, মরে কোন লাভ হবে না, তোমায় মারতে হবে।"

কথাটা বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। একটা মাছি ভনভন শব্দে আস্তে আস্তে টেবিলটাকে চক্র দিচ্ছিল, তবু ওই শব্দ ছাড়িয়ে কথাটা শোনা যাচ্ছিল। মারা অর্থাৎ হত্যা করা কোয়েকারদের পক্ষে কথাটা যেমন অনাবৃত, তেমনি কঠিন। একজন লোককে হত্যা করা—এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে সে। ছুরিটাকে আবার হাত দিয়ে চেপে ধরে।

"তা আমি জানি," সে বললে, "লড়তে আমি প্রস্তুত।" কিন্তু এতেই

হবে না। যতক্ষণ ওই কথাটাকেও সে এড়িয়ে চলতে চাইবে ততক্ষণ ভান করবে কী করে যে কাজে পেছপা নয়। "যদি দরকার হয় ওই লোকগুলোকে আমি হত্যা করব।"

"না জোশ," এলিজা বললে।

বাবার দিকে আর চাইতে হবে না বলে জোশ বেঁচে গেল। সে মার দিকে ফিরে বললে, "হ্যাঁ। আমি আটটার সময় বেন হুইটির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। গভর্নর এক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, গৃহরক্ষী দলে সকলের যোগ দিয়ে নগর রক্ষা করা দরকার। আমরা ভার্নানে গিয়ে রক্ষীদলে যোগ দোব। যে-কোন মুহূর্তে মর্গ্যান সেখানে আসতে পারে। এক হপ্তা আগে আমার যাওয়া উচিত ছিল।"

"জোশুয়া, জোশুয়া" তার মা চিৎকার করে উঠল, "তুই বুঝতে পারছিস না তুই কিসের বিরুদ্ধে যাচ্ছিস। তোর বিশ্বাস, তোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তোর প্রপিতামহ উইলিয়াম পেনের সঙ্গে শান্তির পথ প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে এসেছিলেন, আর তিনি তা করেছিলেন," এলিজা আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করল, "বর্বর রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে। তুমি এখন নিজেকে রেড ইণ্ডিয়ানদের থেকেও নিকৃষ্ট প্রমাণ করছ। তারা শান্তি অব্যাহত রেখেছে।"

জোশ একটু ভাল বোধ করল। রেড ইণ্ডিয়ানদের থেকে সে বর্বর ও নিষ্ঠুর এই আজগুবি কথাটা অন্ততঃ তার মধ্যে এই গুণগুলির অনুপস্থিতি চাপা দিল। সে বললে, "রেড ইণ্ডিয়ানদের মর্গ্যানের সঙ্গে লড়তে হয়নি।"

প্রথমে পাখি, তারপর এখন উইলিয়াম পেন এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা উল্লিখিত হল। মানুষের মন কেবল রূপকের পর রূপক আশ্রয় করে যাতে নিষ্ঠুর, এমন কি চরম ব্যাপারও, তার ফলে সহনীয় হয়ে ওঠে। জেস বললে, "জোশ, যারা তলোয়ার হাতে নেয় তারা এতেই মরে।"

"মরতে আমি রাজী," জোশ বললে।

" 'তুমি হত্যা করবে না'," জেস বললে।

"কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'সিজারের যা সিজারকে তা দাও'," জোশ বেপরোয়াভাবে বললে, "আমি জেনিংস রাজ্যে থাকি। ভার্নান আমার শহর। গভর্নর তাকে রক্ষা করতে বলেছেন। আমার দেহ আমার দেশের জন্যে।"

"তোমার আত্মা ঈশ্বরের।"

"ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন না," জোশ বললে, "যদি আমি যা কর্তব্য বলে মনে করছি তা না করি।" সে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। যুদ্ধযাত্রার অদ্ভুত উপায়। "তুমি হয়তো এখন ঈশ্বরকে নিয়ে থাকতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরতে আমি চাই না···চেষ্টা করলে কাউকে মারতে পারব কি না জানি না। কিন্তু আমার চারধারের লোকেরা যতদিন এমন থাকবে আমায় চেষ্টা করতে হবে। আমি তাদের চেয়ে ভাল নই, তাদের থেকে আলাদা নই।"

জোশ উঠে রান্নাঘরের সিঁড়ির দিকে ছুটল। বলে গেল, "যাচ্ছি আমি। আটটার সময় বেন হুইটির সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সে শুনতে পেল তার বাবা বলছে, "না এলিজা, না।"

নিজের ঘরে গিয়ে জোশ জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। বেশি কিছু অবশ্য দরকার নেই। বেন হুইটি বলেছে, বাড়তি মোজা। রুমাল—কোথাও আঘাত লাগলে কাজে আসবে। মজবুত জুতো সে পরেই আছে। মোটা কোট নিতে হবে, কারণ কতদিন যে থাকতে হবে তার কোন ঠিক নেই···হয়তো মর্গ্যানের পেছন পেছন সারা দেশ ঘুরতে হবে। বন্দুক ঠিকঠাক করাই আছে। গুলি—কতগুলো নিতে

হবে কে জানে! ছুরিও দরকার। কাপ ও টিনের ডিশ নীচে পাওয়া যাবে। দুটো কম্বল দিয়ে সব জিনিসগুলো জড়িয়ে নিতে হবে, বুড়ো স্মর্টিকে জিন পরাতে হবে। কিন্তু মর্গ্যানের পেছনে দৌড়নো কি ওর কর্ম।

সে তৈরি। কতক্ষণই বা লাগে তৈরি হতে! এখন তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। দশ মিনিট আগে সে মৃত্যু, কর্তব্য ও বাইবেলের বচন নিয়ে চিৎকার করছিল, আর এখন শুকনো চোখে বুকে একটা ব্যথা নিয়ে যেন সমস্ত ঘটনার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত ব্যাপার—কিন্তু বুকের ব্যথাটা তার এবং আগের ঘটনার মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করেছে। তবু ব্যথার কারণ সে খুঁজে বার করতে চায় না।

ঘরের চারদিকে সে তাকাল। তার ও লেবের ঘর। পরিষ্কার, গোছানো। বিছানার চাদর ঝেড়ে রাখা, পরিচ্ছদ আলনায় ঝোলানো, দেরাজ বন্ধ। তার মনে হল, সে যাহোক কিছু প্রার্থনা উচ্চারণ করতে চায়...আবার ভাবল, না, দরকার নেই। ঈশ্বর এ ব্যাপারে তাকে সমর্থন করবেন কি না সে নিশ্চিত জানে না। বিছানা বগলে করে সে যখন বেরোতে যাবে ম্যাটি ভেতরে ঢুকল। কিন্তু আর যে-কেউ এলেই যেন ভাল হত।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত জোশ ম্যাটিকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখে এসেছে। এক সময় সে এমন কোমল ও ভীরু যেন সে খামারে বাস করার মেয়ে নয়; পর-মুহূর্তেই তার চিৎকার শুনে মনে হবে তার শরীরে বুঝি সামরিক রক্ত আছে। নিজের যতটুকু করার তার বেশি করে দেবে খুশি হলে, অন্য সময় গাছের গোড়ায় চুপচাপ বসে অর্ধেক দিন কাটাবে।

"ওঃ, জোশুয়া," ম্যাটি বললে।

জোশ তার বিছানার বাণ্ডিল চেপে ধরল। ম্যাটি কাঁদছিল। জোশ বুঝতে পারছে না কোন্ ম্যাটির সঙ্গে সে কথা বলছে—বোন অথবা অভিনেত্রী! দুজনের সঙ্গেই বোধ হয়। কিন্তু ম্যাটি যখন দু হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল তখন জোশ ভাবল, কোন্ ম্যাটি তাকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন করছে সে জানে।

"ওঃ, জোশুয়া," ম্যাটি আবার বললে।

"আমায় যেতে হবে, ম্যাট," জোশ বললে, "দেরি হয়ে গেছে।"

ম্যাটি তার হাত নামিয়ে নিয়ে বললে, "জোশ, আমার ইচ্ছে, তুই এটা সঙ্গে নে।" তার হাতে একটা ছোট্ট ওল্ড টেস্টামেণ্ট রয়েছে। সেটা সে জোশের শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। বললে, "ওখানে তোর বুকে থেকে [illegible] থেকে তোকে রক্ষা করবে।" এবার তার স্বাভাবিক গলায় বললে, "আমি দুজন সৈন্যের কথা পড়েছি যাদের বুকে গুলি বিঁধেছিল, কিন্তু বাইবেল থাকার জন্য বেঁচে গেছে।" তারপর বোন ম্যাটি আবার লুকিয়ে পড়ল।

জোশ না হেসে থাকতে পারল না। দীর্ঘ সশব্দ হাসি। শুনে নিজেই চমকে উঠল।

"হাসার কী হল?" ম্যাটি জিজ্ঞেস করল, "তুই নাস্তিক হয়ে গেছিস নাকি?"

"না," জোশ বললে, "তা নয়। ওটা আমি নেব, হয়তো পড়বও।" সে ছোট বইটা হিপ-পকেটে রাখল।

"তুই ওর ওপর বসবি নাকি?" ম্যাটি জিজ্ঞেস করল।

বিছানার বাণ্ডিল কাঁধে নিয়ে জোশ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। "এখানে এটা ঠিক থাকবে।" সে বললে।

ম্যাটি ওপরে এসেছিল তাকে চোখের জলে বিদায় দিতে। কিন্তু জোশ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ঠাট্টা করছে, হাসছে। যেতে যেতে জোশ বোনকে

অভয় দিয়ে গেল, "হিপ-পকেটের ওপর কেউ বসে না। দুটো পকেটের মাঝখানেই লোকে বসে।"

ম্যাটি দুর্বল কণ্ঠে বললে, "বিদায়, জোশ।"

জোশ সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে খামারে ঢুকল। কাউকে দেখতে পেল না সেখানে। বুড়ো স্মটিকে জিন পরিয়ে নিয়ে যখন সে রৌদ্রোজ্জ্বল চত্বরে বেরিয়ে এল, দেখল তার মা ও বাচ্চা জেস গলির মোড়ে তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সেখানে দেখে জোশ খুশি হল।

এলিজার মুখ গম্ভীর, কিন্তু কাঁদেনি। জোশের দিকে একটা মোড়ক এগিয়ে দিল সে। "জোশ, এই নাও কিছু খাবার। তোমার কী ভাল লাগবে জানি না। এতে বেশির ভাগ মাংস ও বিস্কুট আছে।"

টিনের কাপ ও প্লেটের কথা জোশের মনে পড়ে গেল।

"জেস, যাও দৌড়ে ওগুলো নিয়ে এস," এলিজা বললে, "জোশের যাতে দেরি না হয়।"

বুড়ো স্মর্টির লাগাম ছেড়ে দিয়ে জোশ তার মার কাঁধে হাত রাখল।

"বিদায়, জোশুয়া," তার মা বললে, তারপর নিরাপদে তার বাড়ি পৌঁছনো সম্বন্ধে কোন কথা না বলে, কেবল "আশা করি কাউকে যেন তোমায় হত্যা করতে না হয়।" মুহূর্তের জন্যে জোশুয়া চোখ বন্ধ করল। "তোমায় যদি মরতে হয় সেটা তোমার নিজের ব্যাপার, তবে ঈশ্বর না চাইলে তুমি মরবে না—কিন্তু ওঃ, জোশ," এলিজা বললে, "কাউকে যেন তোর মারতে না হয়।"

জোশ তার চোখ খুলে হাসল। ঠিক কথাই বলেছে মা। সে মার পিঠ চাপড়াল। নিজের বিশ্বাস রেখেছে, ছেলে হলেও বেশি কাতরতা দেখায়নি। জোশ নীচু হয়ে মাকে চুম্বন করল। মা ভেঙে পড়ে যদি তার জন্যে কাতর হত তাহলে সে সহ্য করতে পারত না।

"বিদায়," জোশ বললে, "তোমায় ভাবতে হবে না। সহজে আমি মারব না বা মরব না।" সে মাকে চুম্বন করে ঘোড়ায় উঠল। এলিজা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে বিদায় দিয়ে দৃঢ়পদে গলির পথে এগোল।

বাচ্চা জেস জোশের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে খানিকটা দূর গেল, তারপর বাড়িমুখো হওয়ার আগে ফিসফিস করে তার দাদাকে বললে, "একটা গুলি তুমি আমার হয়ে ছুঁড়ো।"

মিলফোর্ডের সংযোগস্থলে বেন ডুইটির সঙ্গে জোশের দেখা করার কথা। কিন্তু একা ঘোড়ায় চড়ে ধুলোমাখা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এখনই সে নিজেকে একজন গৃহরক্ষী দলের সৈনিক বলে ভাবতে লাগল। দিগন্তে ধোঁয়া দেখা যায় কি না, কিংবা কোন অশ্বারোহী চোখে পড়ে কি না সে নজর করল। বলা যায় না, মর্গ্যানের অশ্বারোহীরা কাল রাত্রে কুড়ি মাইল দূরে ছিল, এখন তারা এই অঞ্চলে এসে পড়তে পারে।

তার উদ্দেশ্য তাকে সৈনিকে পরিণত করেছে, সে মর্গ্যানের সঙ্গে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে--জোশের এই বিশ্বাস সত্ত্বেও একজন চাষী যেভাবে দেখে সেইভাবে সে ফসলের জমির দিকে তাকাল। তারপর থেমে বন্দুকে গুলি ভরে নিল। আক্রমণকারী নজরে পড়লেই গুলি করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কথাটা ভাবতেই সে ঘেমে উঠল। হে ভগবান, জোশ বুঝতে পারল না সে ভাবছে, না, প্রার্থনা করছে, ছোট ছেলে কিংবা বুড়ো লোক না হয়ে যেন কোন কঠিনপ্রাণ দাস-ব্যবসায়ী বদমাইশ হয়। এই কথা ভাবতেই জোশের মনে হল, বন্দুক সুদ্ধ, তার ক্ষিপ্রহস্ত হওয়া দরকার। সে জিনে চেপে বসে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল।

বুকের ব্যথাটা এতক্ষণে চলে গেছে। তার স্থান নিয়েছে কেমন

একটা অনুভূতি। মনে হচ্ছে কিছু একটা সে বয়ে চলেছে—ফাঁপা, কিন্তু তার চেয়ে বড় কিছু এবং আরও বড় হচ্ছে।

মিলফোর্ডের সংযোগস্থলে বেন হুইটি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। "তোমার আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছে," সে খেঁকিয়ে উঠল।

"জানি," জোশ বললে, "তাড়াতাড়ি চল, তাহলেই ঠিক হবে।" কিন্তু তারা সবে যাত্রা শুরু করেছে, এমন সময় বেন পেছন দিকে তাকিয়ে বললে, "রোমের পিঠে চড়ে লেব্ আসছে মনে হচ্ছে। সেও সঙ্গে যাবে নাকি?"

জোশ বললে, "না, ওর ধারণা অন্য রকম।"

"তাহলে তুমি কিছু ভুলে এসেছ," বেন হুইটি বললে, "তোমার মা তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" সে এগিয়ে চলল, আর জোশ লেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পেছন দিকে ফিরল।

লেব্ লম্বা লাফে এগিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নামল, বললে, "এটায় উঠে পড়। বাবা তোমায় রোমকে নিয়ে যেতে বলেছে।"

জোশ বুড়ো স্মর্টির ওপর স্থিরভাবে বসে রইল। কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

"নেমে পড়," লেব্ বললে, "যদি মর্গ্যানের সঙ্গে তুমি লড়াই করতে চাও তাই করোগে। কিন্তু ওটায় চড়ে কিছুই পারবে না।"

"বাবা আমার যাওয়ার বিরুদ্ধে," জোশ বললে।

"তাই বলে তো তোমার যাওয়া বন্ধ হয়নি। এখন উঠে পড়। বাবা বলেছেন, তিনি যতদূর জানেন রোম কোয়েকার নয়। উঠে পড়।"

স্মর্টির ওপর থেকে নেমে জোশ বিছানার বাণ্ডিল রোমের জিনে আটকে ধুলোমাখা রাস্তার ওপর তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়াল।

"বাবাকে বলিস..." সে শুরু করতেই লেব্ তাকে বাধা দিল।

"বাবা বলেছেন, ভয়েতেই বেশি লোক মারা পড়ে। রোম তোমায় কিছুটা সাহায্য করবে। বাবার মত বদলেছে বলে রোমকে পাঠিয়েছেন তা নয়।"

"লেব্, তুই যাওয়ার কথা ভাবিসনি?" জোশ জিজ্ঞেস করল।

লেব্ বললে, "না, ভাবিনি।"

"আমায় যেতে হবে," জোশ বললে, "না হলে আমি সব সময় ভাবব হয়তো···"

"উঠে পড়," তাকে শেষ করার সময় না দিয়ে লেব্ বললে।

বড় লাল ঘোড়ায় চড়ে জোশ বেন হুইটির পেছনে ছুটল। যেতে যেতে সে কথাটা শেষ করল, "আমি ভয় পেয়েছি।"

বেন হুইটি তাকে দেখে বললে, "এবার বেশ ভাল ঘোড়া পেয়েছ।"

তারা ভার্নান পৌছল। তারা যে বিশ্বাস নিয়ে বন্দুক সহ এখানে ছুটে এসেছে তা সত্যি। তাদের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের ভার্নান হুবহু মিলে গেছে। মর্গ্যানের উপস্থিতি মিথ্যা নয়। সে হত্যা ও লুঠ করে চলেছে—যে-কোন মুহূর্তে এখানে আসতে পারে।

জুলাই মাসের রোদে শহর পুড়ে যাচ্ছে। ভয় উত্তেজনা, বিস্ময় ও সংকল্পের তাপে সমস্ত শহরটা যেন কাঁপছে। আগস্টের মেলায় কিংবা চৌঠা জুলাইয়ের উৎসবে ভার্নানকে যেমন ঝলমলে দেখেছিল, প্রথম দৃষ্টিতে জোশের সে রকমই মনে হল। এই দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে যেন ছুটির দিনের আমেজ রয়েছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে একই প্রাকৃতিক আবর্তন দেখে দেখে যেন ভার্নান ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন সে কিছু উত্তেজনা চায়।

জোশ দেখল, জগাখিচুড়ি অবস্থায় সব একীভূত: মানুষের নড়াচড়া,

চিৎকার, রাস্তার ঘোড়া, যানবাহন, এমন কি হাসি। সব মিলে এক উৎকট আওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে—ছুটির দিনে যেমন হয়।

ভাল করে দেখে জোশ বুঝতে পারল। ছুটির দিনের ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, বিছানাপত্র সব ওয়াগন ভর্তি হয়ে পল্লী-অঞ্চলে চলেছে।

"এতে লাভ কী," বেন ছুইটি বললে, "এর ফলে কতকগুলো অশ্বারোহী সহজেই বাড়ি থেকে ভাল ভাল জিনিসগুলো নিয়ে যাবে।"

বেন ছুইটি যাই ভাবুক না কেন, ছোট বড় নানা রকমের গাড়ি ভর্তি হয়ে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও মূল্যবান জিনিসপত্র সব পল্লী ও পার্বত্য অঞ্চলে চলেছে। পুরুষরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রূপো, টাকাপয়সা যা কিছু আছে সব পুঁতে রাখছে। বাচ্চারা জানলা আটকে দিচ্ছে, দরজায় খিল লাগিয়ে ভারী জিনিস ঠেস লাগাচ্ছে। একজন লোক নিজের বাড়িটাকে গুদামে পরিণত করেছিল—এখন আবার সব চিহ্ন মুছে ফেলে গুদামকে বাড়িতে রূপান্তরিত করতে লেগেছে। এক বুড়ো বাড়ির ছাদে উঠে একটা লম্বা দূরবীন দিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখছিল। গলার আওয়াজ শুনেও জোশ বুঝতে পারল, তারা উৎসবে মত্ত নয়—তারা একটানা চিৎকার করে চলেছে।

"এই গোলমালের বাইরে চল," বেন ছুইটি বললে, "গৃহরক্ষা দলকে খুঁজে বার করতে হবে।"

রাস্তার এক কোণে এক-পা-কাটা একটি লোককে দেখে তারা ওর কাছে এল।

"মর্গ্যান কোথায়?" বেন ছুইটি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক জানি না। নানা রকম খবর শোনা যাচ্ছে। তবে সে বেশি দূরে নেই। কাল রাত্তিরে নাকি লেক্সিংটনে রাত কাটিয়েছে।"

"আমরা গৃহরক্ষী দলে যোগ দিতে এসেছি," বেন বললে।

"প্রায় এক হপ্তা দেরি করে ফেলেছ হে।"

"তা জানি আমরা," বেন তাকে বললে, "কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পেরেছি এসেছি। আমাদের সঙ্গে ভাল ঘোড়া আছে। আশা করি আমরা কাজে লাগতে পারব। সেনাপতি কোথায়?"

"লোক ভর্তি করার জন্যে বসে নেই এখানে।"

জোশ জিজ্ঞেস করল, "গৃহরক্ষী দল কোথায়?"

লোকটি আবোলতাবোল ঠাট্টা করতে লাগল।

"চলে এস," বেন বললে। তারা রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

"ওই ধরনের লোকের মধ্যে আমরা জায়গা পাব কী করে?" জোশ জিজ্ঞেস করল।

বেন বললে, "ওরা সকলেই এ রকম নয়।"

একটা বেড়ার ওদিক থেকে একজন লোক তাদের ইঙ্গিতে ডাকল।

"তোমরা কি দলে যোগ দিতে চাও?"

"সে জন্যেই তো এসেছি। গৃহরক্ষী দল কোথায়?"

"সর্বত্র ছড়িয়ে আছে," বুড়ো লোকটি গোঁফ পাকাতে পাকাতে বললে, "কিন্তু বেশির ভাগই দক্ষিণে জড়ো হয়েছে। মর্গ্যান আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে, তবে খবর পাওয়া গেছে যে, সে দক্ষিণ দিকেই জোরালো আক্রমণ চালাবে। ভিয়েনা থেকে রেলপথ ধরে আসছে। দুর্গ, রাস্তা, দক্ষিণ দিকের সাঁকো সর্বত্রই রক্ষী দলের লোক আছে।"

"বলতে পারেন, কোথায় আমরা সবচেয়ে বেশি কাজে আসব?"

"সাঁকোর কাছে। দু দিন ধরে আমি এই কথা ভাবছি। আমার ধারণা, জন মর্গ্যান সোজাসুজি সাঁকো পার হয়ে শহরে ঢুকবে। ভেতরের খবর আমি তাই শুনেছি।"

"ওই জায়গায়ই আমরা যেতে চাই," বেন বললে।

মাসক্যাটাটাকের যে অংশে সাঁকো তৈরি হয়েছে সেদিকের পাড় বেশ উঁচু। দলের সেনাপতি যত লোক পেয়েছেন এখানে জড়ো করেছেন। তাদের অধিকাংশ এবং কর্নেল উইলিয়ামস যাদের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সমোচ্চ মনে করেছেন, তাদের নদীর পশ্চিম তীরে তৈরি রেখেছেন। সাঁকোর প্রবেশ-পথে দণ্ডায়মান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দলটি যদি পরাজিত হয়, তাহলে এরা তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে এই মতলব। কর্নেল আশা করেন, তাঁদের প্রস্তুতি দেখেই আক্রমণকারীরা নিরস্ত হবে। না হলে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের সাঁকোয় ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর যদি সাঁকোর সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে বেরিয়ে তারা শহরের দিকে এগোয় তখন পশ্চিমতীরবর্তী রক্ষীরা তাদের হটিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পাবে।

এই পরিকল্পনার জন্যে সেনাপতি যত লোক পাচ্ছিলেন, কাজে লাগাচ্ছিলেন। বেন ও জোশকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে সাঁকোর প্রবেশপথের রক্ষী দলে যোগ দেবার জন্যে তাদের ডেকে পাঠালেন।

"তারা এই পথেই আসছে," ক্যাপ্টেন তাদের বললেন। "তাদের কিছু লোক," তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন, "ওই পাহাড়ের ওপরে বসে আছে। তাদের আমরা বোকা বানিয়েছি। আমাদের লোকেরা খাড়া পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ছবার কুচকাওয়াজ করে মর্গ্যানের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে এসেছে—অবশ্য যদি সে ওখানে থাকে। সে এখন দেখছে এখানে অনেক সৈন্য আছে। কিন্তু আরও লোক তো আছে, আর তারা হয়তো এখানে শীগগির এসে পড়তে পারে। আমরা তাদের বাধা দিতে না পারলে রক্ষা নেই। এখানকার অবস্থা হবে মকপোর্ট, সালেম ও লেক্সিংটনের মত। বন্দুক ঠিক করে রাখ। ঘোড়া থেকে নেমে পড়, ওদের বিশ্রাম দাও, কিন্তু ওদের কাছে রাখ শান্ত করে। তোমরা এসেছ, খুশি হয়েছি। তোমাদের দরকার।"

মাথার ওপর জুলাই মাসের সূর্য জ্বলছে। যদিও তার এক পাশে বেন এবং আর এক পাশে গাম অ্যানসন নামে এক নির্বোধ চাষী দাঁড়িয়ে ছিল, তবু জোশের মনে হচ্ছিল সে আশ্রয়হীন, একা।

অনেকক্ষণ ধরে খুব সতর্কতার সঙ্গে সে রাস্তার এদিক ওদিক দেখছিল। দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না: ধুলোমাখা রাস্তা, কিছু গাছপালা, ঝোপ। আকাশে গুরুভার মেঘ আর জ্বলন্ত সূর্য। জোশ সর্বত্র ভাল করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। বাতাসে গাছের পাতা একটু নড়লেই সে বন্দুক তুলছিল, তারপর লজ্জিত হয়ে নামিয়ে নিচ্ছিল। সে অনুভব করল, বগলের তলা দিয়ে ঘাম গড়িয়ে এসে বেল্টের চার ধার ভিজিয়ে দিচ্ছে।

"এই নাও কতকগুলো চেরি," গাম বললে, "সারা বিকেল তুমি ওভাবে থাকতে পারবে না।" সে একটা বড় থলে এগিয়ে ধরল। চেরিগুলো ঠাণ্ডা ও শক্ত। জোশ এক মুঠো নিল।

"আজ সকালে ন্যান্স যখন এগুলো বার করে নিয়ে এল," গাম বললে, "তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই কেবল এগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিইনি। কুকুরের পিঠে চড়ে পিকনিকে যাওয়া আর চেরিভর্তি থলে নিয়ে মর্গ্যানের সঙ্গে লড়তে যাওয়া একই কথা।" সে মচমচ করে চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলল। "সবচেয়ে সুবিধাজনক জিনিস বলে মনে হচ্ছে, না?"

"ওহে গাম, মর্গ্যানের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর," কে একজন চিৎকার করে বললে, "ওই বুড়ো বকটাকে বাধা দিতে গেলে চেরির বীচিতে কুলোবে না।"

"আমার কাছে চেরির বীচি ছাড়াও অন্য জিনিস আছে," গাম উত্তর দিল। শুনে চার পাশের লোকেরা হেসে উঠল।

জোশ ঘোড়ার জিন সরিয়ে চার দিকে তাকাতে লাগল। হাসির শব্দ শুনে সে অবাক হয়ে গেছে। যারা মরবার অথবা মারবার জন্যে

তৈরি হয়ে আছে তারা হাসছে, রসিকতা করছে -এটা তার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। ওদের মুখের দিকে সে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। বুড়ো লোক, মাঝবয়সী চাষী, তার চেয়ে ছোট ছেলে—সব রকমই রয়েছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, তামাক চিবোচ্ছে, কেউ বা জিনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে রয়েছে। কারো গায়ে সামরিক পোশাক, কারো নয়। কেউ চাষের ঘোড়ার ওপর চেপেছে, কেউ দ্রুতগামী জন্তুর ওপর। সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র জোশের নজরে পড়ল। একজনের হাতে একটা বেয়নেটও রয়েছে। ওটা দেখেই জোশ আবার জিনে উঠে বসল। আক্রমণকারীদের কাছে বেয়নেটও থাকতে পারে নাকি? তার গায়ে যে ঘাম গড়াচ্ছে, সে কথা তখুনি তার মনে পড়ে গেল।

"আরো কিছু চেরি চাই?" গাম জিজ্ঞেস করল।

জোশ আর এক মুঠো নিল। "ধন্যবাদ," সে বললে, "গলাটা ভীষণ শুকিয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। কখন যে খেয়েছি মনেই নেই।"

"তাহলে চেরিগুলো আস্তে আস্তে চিবোও। খালি পেটে ভাল লাগবে না।"

"আমার কাছে ভাল লাগছে," জোশ চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলতে ফেলতে বললে। তার চোখ কিন্তু রাস্তার ওপরে।

"ঘাবড়াচ্ছ কেন?" গাম উপদেশ দিল, "ওনি এখানে ঢোকবার আগে আমরা জানতে পারব। এগিয়ে আমাদের লোক আছে। কিছু হলে তারা আমাদের জানাবে।"

শিরদাঁড়া টনটন ও চোখ দপদপ করার আগে এ কথা মনে হয়নি জোশের। নিজেকে বোকা মনে হল তার। অন্য সকলেই স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

"মর্গ্যান এদিক দিয়ে কক্ষনো আসবে না," একজন গোঁফওলা চাষী বলছিল, "ছোকরা ডোরাকাটা হরিণের চেয়েও চতুর। পেছনের রাস্তা যখন খোলা সে কখনও সামনে দিয়ে লড়াই করতে আসবে না।"

"তুমি যতখানি ভাবছ পেছনের রাস্তা তত খোলা নয়।"

"খোলাই হোক আর বন্ধই হোক, তাতে মর্গ্যানের কিছু এসে-যায় না। পাঁচ হাজার লোক নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারা যায়, ডাকার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।"

"পাঁচ হাজার!" কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা এখানে তাহলে করছি কী? ইণ্ডিয়ানাপলিসে গেলেই তো হয়।"

"কী বললে, ই[illegible]য়ানাপলিস? সেখানকার কথা মনেও এনো না। মর্টন সেখানে তোমার জন্যে পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"পাঁচ হাজারই হোক, আর দশ হাজারই হোক," শান্তকণ্ঠে কে বললে, "আমি এখান থেকে নড়ছি না। মর্গ্যান যদি ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে আসে কিংবা আমার দোকানে ঢুকে পড়ে তাহলে আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।"

"আমিও তাই। কেবল সীসে দিয়ে কথা বলব আমি।" আমার লোকেরা হ্যারিসন জিলায় থাকে।"

"বুড়ো ইয়ার্ডেলের কথা তুমি শুনেছ?"

"হ্যাঁ, তার পিঠ গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছিল।"

"কিছুই করেনি—কিসের গোলমাল দেখার জন্যে শুধু বাইরে এসেছিল বেচারা।"

"ভার্সাইলিজের খবর শুনেছ? সেখানে কামানে গোলা ভর্তি করা হয়েছিল—গোলা ছুটে গিয়ে আক্রমণকারীদের মাঝখানে ফাটবে…"

"তারপর কী হল?"

"গোলন্দাজ কয়লা ফেলে দিয়েছিল। নতুন করে নেবার আগেই আক্রমণকারীরা বন্দুক উঁচিয়েছিল।"

"যে মক্কেল ব্যাপারটা করল, তার নিশ্চয় বিচার হয়েছিল।"

"ওহে গ্রোগন, বিকেল হবার আগে এ ব্যাপারে তোমার সুরও বদলে যাবে।"

বিকেল গড়িয়ে এল। একভাবে জিনের ওপর বসে থেকে জোশের মাথাটা হাল্কা মনে হচ্ছে। গাম ঠিক কথাই বলেছে চেরি সম্বন্ধে। কেমন যেন লাগছে। কিছুটা অস্বস্থিবোধ করছে বটে, তবু সে সুখী। একটু বেঁকে মাসক্যাটাটাক যেখানে ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে, জোশ ঝুঁকে পড়ে সেখানে নজর করল। তিনটে কি চারটে হবে। সূর্য জলে প্রতিফলিত হয়ে চকচক করছে আর কাঁপছে। জোশের ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে গেছে, মাথা দপদপ করছে, হাত শক্ত করে বন্দুকের কুঁদো ধরে রেখেছে। একজন অশ্বারোহী রাস্তা দিয়ে ছুটে এল।

"ও আমাদের একজন চর," বেন হুইটি বললে।

লোকটি ক্যাপ্টেনের পাশে এসে থামল। সে কী বললে, জোশ শুনতে পেল না, কিন্তু মিনিটখানেক বাদে ক্যাপ্টেন তাদের উদ্দেশে বললেন, "শোন, ওরা কাছে এসে পড়েছে। কয়েক মাইল দূরে এই রাস্তায়। সংখ্যায় তারা আমাদের অনুমানের চেয়েও কম। তারা আক্রমণ করবে আশা করছি। তোমরা দুটো জিনিস মনে রেখো। প্রথম, স্থির হয়ে দাঁড়াও। দ্বিতীয়, আমি না-বলা পর্যন্ত গুলি ছুঁড়বে না কেউ। কারণ ঠিকমত গুলি করতে না পারলে সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের হটিয়ে ওরা এগিয়ে যাবে। নীচের দিক চেপে গুলি করবে—এমনভাবে যাতে লোকের গায়ে না লাগলেও ঘোড়াকে বিঁধতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না।"

লোকটি এক লাফে তাদের অতিক্রম করে গেল। সাঁকোর তক্তায় অশ্বক্ষুরের আওয়াজ উঠল, তারপর চুপ। সে তখন পশ্চিম তীরের ধুলোমাখা রাস্তায় পড়েছে, যেখানে কিছু লোক লুকিয়ে থেকে খবরের জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন নিজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

জোশ তার বন্দুক ঠিক করে ধরল। কিসের যেন ঢেউ তার বুকে ধাক্কা মারছে। যেন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে গাছের ডালপালায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। কিন্তু এত লেগেছে যে বুক টনটন করছে, সে ভাবল। অন্য ঢেউ কিংবা সেই একই ঢেউ তার কানেও আঘাত করছে। কানে তালা লাগবার যোগাড়। যেন সে গভীর জলের তলায় স্রোতের ধাক্কা খাচ্ছে—যে স্রোত হাড়গুলো ভেঙে ফেলতে পারে, মাংস চিরে নাড়ীভুঁড়িকে তরল করে ভাসিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থায় জোশ হঠাৎ ভাবল, এটা তার বুকের ধুকধুকানি। তার নিজের বুক।

গাম বললে, "লাইন ঠিক রাখ। ঘোড়ার লাগাম আটকে দাও। তা না হলে মাথায় ঝাঁকুনি দিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

জোশ দেখল, গাম ঠিকই বলেছে। অতএব সে তাই করল। তারা সকলেই অপেক্ষমাণ। বেন হুইটি টানা-সুরে বকবক করছে। কিন্তু অধিকাংশই চুপ করে শুনছিল। তারপর হঠাৎ বড় ঝোপের ওদিকে রাস্তা থেকে একজন আক্রমণকারীর চিৎকার ভেসে এল—সঙ্গে সঙ্গে আবার। যেন কোন জানোয়ারের কর্কশ চিৎকার। মানুষের গলায় যে এমন আওয়াজ হতে পারে এটা জোশের ধারণার বাইরে।

অনেক দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ভেসে এল। ইতোপূর্বে জোশের কানে যে ঢেউ আঘাত করছিল, এখন তা বলতে লাগল: রোম বেশ দ্রুতগামী। যে মুহূর্তে এরা বাঁক নেবে, অমনি ওকে নিয়ে দৌড় দেবে। শব্দ এগিয়ে আসছে। জোশ ভাবল, বেশি কী আর হতে পারে?

পেটে গুলি লেগে না হয় মরব। সে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, "বন্দুক হাতে রাখ সব। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ বন্দুক ছুঁড়বে না।"

ঢালু রাস্তা দিয়ে একটি লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। হাতে তার সাদা পতাকা। তার কয়েক পা পেছনে কুড়ি কি তিরিশ জন অশ্বারোহী।

"এটা ওদের চালাকি," সকলে চিৎকার করে উঠল, "লক্ষ্য রাখুন ক্যাপ্টেন। ওরা চালাকির পথ ধরেছে।"

"গুলি ছুঁড়ো না," কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন, "সাদা পতাকায় গুলি ছুঁড়ো না। ওদের ঘেরাও করে লক্ষ্য রাখ।" তিনি কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা আত্মসমর্পণ করছ?"

সাদা পতাকাবাহী লোকটি উত্তর দিল, "না। আমরা এসেছি সন্ধির কথা বলতে।"

"চলে এস," কর্নেল বললেন। তারপর সাদা পতাকাবাহী লোকটিকে চড়া গলায় বললেন, "শুধু তুমি এস। বাকী সকলে ওইখানে থাকুক।"

লোকটি কর্নেলের পাশে এসে অভিবাদন জানাল।

"ওই লোকগুলোর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে রাখ," কর্নেল সকলকে বললেন, তারপর নিজেরটা নামিয়ে রাখলেন। জোশ তাদের কথা শুনতে পেল না, কিন্তু দেখল, তারা দ্রুত ও একাগ্রচিত্তে কথা বলছে।

সকলে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। "ওকে মনস্থির করতে বল। ধরা দিক ও কথাবার্তা বলুক, না হলে চুপচাপ লড়াই করুক।"

"করছে কী ও? উপদেশ দিচ্ছে নাকি?"

"জেফ ডেভিসের হয়ে বক্তিমে মারছে বুঝি?"

"আমরা ওকে ওর মুখের অন্য ধার দিয়ে কথা বলাব।"

"তুমিই কী বাপ বুড়ো ইয়ার্ডেলকে গুলি করেছিলে?"

কর্নেল আক্রমণকারীদের দিকে পেছন ফিরে এগিয়ে এসে নিজের লোকদের বললেন, "ওদের ওপর থেকে বন্দুক সরিও না।...ও বলছে ওরা আমাদের ঘেরাও করেছে, আমাদের পেছন দিক দিয়ে ঢুকেছে। ভার্নানের চারদিক এখন পাঁচ হাজার লোক ঘিরে ফেলেছে, সুতরাং বাধা দেওয়া মানেই আত্মহত্যা করা। যে-কোন সাঁকো দিয়েই ওরা আসতে পারে, যে-কোন দুর্গে ঢুকে পড়তে পারে। ওরা চায় আমরা আত্মসমর্পণ করে রক্তপাত বন্ধ করি। তাতে কারো ক্ষতি করা হবে না। কেবল খাবার আর তাজা ঘোড়া নিয়ে নেবে। তোমরা কী বল?"

সেই দোকানী—যে মর্গ্যানের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল—বললে, "সব মিথ্যে। লড়াইয়ে অসমর্থ হলে তবেই লোকে সন্ধির কথা বলতে আসে।"

অন্য সকলে নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। শেষ উত্তর দিল বেন হুইটি। সে চিৎকার করে উঠল, আর তার ফলেই দ্বিধা, অবিশ্বাস, দীর্ঘ প্রতীক্ষার ভয় সব দূর হয়ে গেল।

কর্নেল তাঁর লোকদের দিকে তির্যক্‌ভাবে একবার তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন। আক্রমণকারীদের যেন বললেন, এইসব ঝগড়াটেদের নিয়ে কী করতে পারি? তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। আরও একবার আলোচনা হল। সেটা আগের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। শেষে আক্রমণকারীরা যে-পথ দিয়ে এসেছিল, সে-পথেই ফিরে গেল।

"ওরা আমাদের দু ঘণ্টা সময় দিয়েছে," কর্নেল বললেন, "স্ত্রীলোক ও শিশুদের শহরের বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে। তারপর ওরা আক্রমণ করবে।"

রাত্রি আটটা বেজে গেল। তখনও তারা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। নতুন চাঁদ অস্ত গেছে। রাত্রি অন্ধকার এবং উষ্ণ। আকাশভরা তারার মেলা।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন একজন সামরিক লোক নিয়ে জোশ যে দলে আছে সেখানে এসে বললেন, "এইখান থেকে শুনে নিন।...ফিনির খেয়াঘাটে আমি কুড়ি জন লোক পাঠাচ্ছি। খালের সন্ধান জানা থাকলে তারা ওখান দিয়েও আসতে পারে। সেখানে একটা দল আছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট লোক নেই।" সামরিক লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "কিছু লোককে ঘুমোতে দিতে পারেন, তবে পাহারা জোরদার হওয়া চাই।"

রাত্রির অন্ধকারে জোশ কুড়ি জন লোকের সঙ্গে ধীর শান্ত গতিতে সাঁকো পেরিয়ে ফিনির খেয়াঘাটে যাত্রা করল। সেখানে নদীর পাড় অনেক উঁচু। কেউ যদি উপরে উঠতে চায় তবে জলের মধ্যেই গুলি খাবে। জোশ চলেছে অজানা কজন লোকের সঙ্গে। গাম ও বেন দুইটি সেখানে রয়ে গেছে। সে আবার ভাবতে শুরু করল—সারাদিন যেমন ভাবছিল।

অন্ধকারে খেয়াঘাটের নিকটস্থ দলটিকে বেশ বড় বলে মনে হচ্ছিল। লোকগুলো সব মাটিতে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে কথা বলছে। ঘোড়াগুলো বদ্ধ অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছে।

"খালটা এখানে বাঁক নিয়েছে," নবাগতদের বলা হল, "এখানটা কুড়ি ফুট নীচু। সুতরাং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তোমাদের ক ঘণ্টা ঘুমোবার সময় দিচ্ছি, তারপর তোমরা আমাদের কিছু লোককে ছেড়ে দিতে পারবে। জিন থেকে নেমে পড়, বিশ্রাম নাও; কিন্তু সজাগ থেকো।"

জোশ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। আধা-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে

সে পাড় ধরে আন্দাজে এগিয়ে গেল। নীচে জলের অস্তিত্ব চোখে দেখা যাচ্ছে না তেমন। ছোটখাট জলের ঢেউ এসে পাথরে ধাক্কা মারছে, তার শব্দ কানে এল। এখানে-সেখানে তারার এককণা আলো মাঝেমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। জোশ শুকনো মাংস দিয়ে বিস্কুট খেল, রোমকে একটা বিস্কুট দিল, তারপর প্রধান দল থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে তীরের কাছে কম্বলের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিল।

লড়াই সম্বন্ধে জোশের ধারণা বদলে গেল। প্রাতরাশের টেবিলে যে সে বলে এসেছিল—মরতে কিংবা মারতে সে প্রস্তুত, তার কোন সুযোগই এখন পর্যন্ত এল না। তার সমস্ত উৎসাহ নিবে গেছে। আর কোন কিছু অনুমান করার তার শক্তি নেই। লড়াইয়ের মধ্যে প্রাণ দেওয়া বা নেওয়ার নাটকীয় ব্যাপার সে দেখতে পেল না। কেবল প্রতীক্ষা আর অবিরাম প্রহর গোনা। সারাদিনের পর আজ এই অন্ধকার রাত্রে এখন দুর্গ রক্ষা করতে হবে। ঠিক তাও নয়, শুধু কম্বলের ওপর আরামে শুয়ে থাকা। ভাল মাংস ও বিস্কুট খাওয়ার পর তার পেটটা এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। পাশে রোম মুখ নেড়ে চলেছে। আকাশে ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। হাতের তলায় রাখা বন্দুকটার কথা ভুলে গেলে আজকের রাতটাকে গ্রীষ্মের যে-কোন রাত মনে করা যেতে পাবে যেন সে বিছানায় যাবার আগে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে কিছুক্ষণ বাইরে শুয়ে আছে।

জোশ ঘুমোবার জন্যে চোখ বন্ধ করল। কিন্তু তার চোখের পাতায় দিনের সমস্ত দৃশ্য ভিড় করে এল। শুধু তাই নয়, যে-সব জিনিস সে ভাল লক্ষ্য করেনি তাও এই অন্ধকার রাত্রে চোখের বন্ধ পাতায় জীবন্ত হয়ে উঠল। সে গাম অ্যান্‌সানের গলার স্বর শুনতে পেল। অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানা দৃশ্য ও নানা কথা দেখতে ও শুনতে লাগল।···একজন আক্রমণকারী ইবোনিকে নিয়ে যেতে চাইছে···

ঘোড়া ছুটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে টেবিল উল্টে দিয়েছে, পেয়ালা-পিরিচ মাড়িয়ে ইবোনিকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে, আর এত গোলমালের ওপরেও ইবোনির চিৎকার শোনা যাচ্ছে, "ওঠ, ওঠ।"

জোশ জেগে উঠে চারদিকে ভীষণ কলরব শুনল। লোকের চিৎকার আর অশ্বের হ্রেষাধ্বনি মিলে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে। নীচে খালের জলেও তোলপাড় শুরু হয়েছে। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন বার বার বলছে, "নেমে পড়, নেমে পড়, নেমে পড় "

জোশ সাবধানে পা ফেলে অন্ধকারে রোমকে খুঁজতে লাগল। নাম ধরে ডাকল, লম্বা হাত বাড়াল, তরঙ্গায়িত শব্দ শুনল। তারপর সহসা সেই শব্দ তার মাথার মধ্যে ফেটে পড়ে হাড় ও টিস্যুর ভেতর দিয়ে এসে মুখ ও নাক দিয়ে ঝরতে লাগল। কানের পর্দায় শেষ কয়েকবার কেঁপে একেবারে থেমে গেল।

দিনের আলো ফুটতে তবে জোশ বুঝতে পারল ঠিক কী হয়েছে। সে উইলো গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে ঢালু তটে পড়ে গেছে— গাছটি নদীর সমান্তরাল রেখায় বেড়ে এখন বাঁকের কাছাকাছি নেমেছে। প্রথমে সে চিৎকার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার নিজের গলার স্বর তার মাথায় বন্দুকের গুলির মত ফেটে পড়তে লাগল। তার ভয় হল এর ফলে খুলি—যা ভেঙে গেছে বলে সে ভেবেছে—আলদা হয়ে পড়ে যাবে। সে অর্ধচেতন ও অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। হেঁচকি তোলার চেষ্টার মাঝে সে ভাবল, তাহলে এই লড়াই। শেষ পর্যন্ত আমি তার মধ্যে পৌঁছেছি"। লড়াই মানে ঢালু তটে পড়ে যাওয়া, খুলি বিদীর্ণ হওয়া আর বমি করা।

সূর্যোদয়ের ঠিক পরেই লেব্ তাকে খুঁজে বার করল। সে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল, সেই সময় উইলোর তলা থেকে শব্দ পেল।

"জোশ," সে চিৎকার করে বললে, "তুই বেঁচে আছিস, ভালই আছিস ?"

"না," জোশ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে।

"ওঃ, জোশ," লেব্ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললে, "তুই ঠিক আছিস।"

"থাম্, ও-কথা আর বলিসনি," জোশ তাকে বললে, "ও-কথা শুনে আমার শরীর আরও খারাপ লাগছে। আমি ঠিক নেই। আমার মাথা ফেটে গেছে বোধ হয়।"

লেব্ সেদিকে দেখল। "তা মনে হয় না", সে বললে, "তবে এখনও যখন মরিসনি তখন আর মরবি না।"

জোশ কেঁদে ফেলল।

"কাউকে ডেকে তুই সাহায্য চাসনি কেন ?" লেব্ জিজ্ঞেস করল।

জোশ বললে, "প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। যখন পারলাম তখন কথা বলার জন্যে মুখ খুললেই মনে হচ্ছিল, মাথাটা বুঝি খসে পড়বে। তারপর কথা বলার মত অবস্থা হল বটে, কিন্তু কথা বলতে গেলেই বমি আসে। এখনও বমি হচ্ছে।" বলে বমি করল। "তুই এখান থেকে যা", লেব্‌কে সে শেষ কথা বললে, "আমায় একা থাকতে দে। আমি খানিকটা সামলে নিতে শুরু করেছি।" সে কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে রইল, তারপর অতিকষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল। "মর্গ্যানকে আমরা ধরতে পারিনি ?"

"ওরা এ পথে আসেনি।"

"এ পথে আসেনি ?" জোশ জিজ্ঞেস করল, "কাল রাতে তাদের নদী পার হওয়ার শব্দ শুনলাম।"

"সে মর্গ্যান নয়", লেব্ বললে, "কার্পাস মাথায় দক্ষিণ-তীরের

কতকগুলো চাষী যাদের খেয়াল হয়েছিল মালপত্র নিয়ে যদি তারা নদী পেরোতে পারে তাহলে আক্রমণকারীদের হাত এড়াতে পারবে।"

"আমি ভেবেছিলাম মর্গ্যান," জোশ বললে, "বোকা বনে গেছি।"

"তোর দলে অনেক লোক পাবি। সকলেই বোকা বনেছে।"

"মর্গ্যান এখন কোথায়?"

"শোনা যাচ্ছে ডুপন্টে। সে এ যাত্রায় ভার্নানকে ছেড়ে দিয়েছে।"

জোশ আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। "আমরা তাদের তাড়িয়েছি" সে গর্বের সঙ্গে বললে. "আমরা মর্গ্যানকে ভার্নানে ঢুকতে দিইনি।"

এর উত্তরে লেব্ কি বলতে পারে! তখুনি সে জিজ্ঞেস করল, "সাহায্য পেলে তুই যেতে পারবি? বাড়িতে তোর জন্যে সকলে ভাবছে।"

"তুই আমায় খুঁজতে এলি কী করে?"

"তোকে ছাড়া রোম বাড়ি ঢুকেছে।"

"এখানেই পড়ে থাকব আমি" জোশ তিক্তকণ্ঠে বললে, "লড়াইয়ে এসে খাদে পড়ে গেলাম।"

"তার জন্যে ভাবিসনি। যা করিসনি তার বেশি করেছিস।"

রক্ষীরা তখন দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে গতরাত্রের ঘটনা আলোচনা করছিল। তাদের সাহায্যে লেব্ অনিচ্ছুক জোশকে তট থেকে তুলে নিয়ে রোমের ওপর বসিয়ে দিল। লেব্ তার পেছনে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। জোশ লেবের গায়ে হেলান দিয়ে তবেই যেতে সমর্থ হল।

"আমার গা দিয়ে রক্ত পড়ছে নাকি?" মাইল খানেক যাবার পর জোশ দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। এক ফোঁটা পাতলা রক্ত তার কাঁধ থেকে শার্টের সামনের দিকে নেমে এল।

"না," লেব্ বললে, "তোর নয়, আমার।"

"তোর?" জোশ জিজ্ঞেস করল। তার কাছে গত কুড়ি ঘণ্টার ব্যাপার এখনও অনিশ্চিত। "তুই লড়াই করেছিস নাকি?"

"হ্যাঁ, খানিকটা," লেব্ স্বীকার করল।

"রক্ষীদলে?" জোশ জিজ্ঞেস করল।

"না," লেব্ বললে, "আলাদা ভাবে।"

"কেন?"

"আমি যখন তোকে খুঁজছিলাম, তখন একটা লোক গান গাইছিল।"

শুধু গানের জন্যেই আমি কারও সঙ্গে লড়াই করতে রাজী নই।"

লেব্ কোন উত্তর দিল না।

"লড়াই [illegible] স্রেফ ঘৃণা করি আমি," জোশ বললে, "তুইও করিস না, লেব্?"

"তেমন নয়," লেব্ উত্তর দিল।

"আমি ঘৃণা করি, তাই লড়াইয়ে গিয়েছিলাম।"

"আর আমি যাইনি, কারণ আমি লড়াই ভালবাসি।"

জোশ সকলের সঙ্গে থাকতে চায়, তাই সকলে ধরাধরি করে সোফাটাকে বসবার ঘর থেকে সামার-কিচেনে নিয়ে এল। মাথায় ঠাণ্ডা ভিজে তোয়ালে লাগানো অবস্থায় জোশ তার ওপর পড়ে রইল। তার মনে হল, যেন তার মাথার খুলি খুলে বেরিয়ে গেছে এবং মস্তিষ্কের এমন অবস্থা হয়েছে যে, কণ্ঠস্বরের সামান্য ওঠাপড়া সেখানে সজোরে আঘাত করছে। তোয়ালেটা সে চোখ থেকে খানিকটা সরিয়ে দিল। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে একটা চেয়ারে বসে ছিল লেব্। তার নাকে ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো, ভাঙা হাতটা এক বালতি গরম জলে ডোবানো। তারা দুজনেই ডাক্তারের আসার অপেক্ষায় ছিল। মা

এদিকে প্রাতরাশের আয়োজন করছিল আর বাবা আগের দিন সকালের জায়গায়ই বসে ছিল।

"হ্যাঁ," জেস বললে, "এমন রবিবার আমার জীবনে কখনো আসেনি, আর আসবেও না আশা করি। অবশ্য জানি, কর্মের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। জোশেরও ছিল না। তবে লেবের ব্যাপার ঠিক জানি না আমি।"

"আমারটা প্রায় দুর্ঘটনা," লেব্ স্বীকার করল।

জেস তার বড় ছেলের দিকে তাকাল। তার চোখে চোখ মিলতেই সে মাথা নাড়ল এবং বললে, "প্রাতরাশ খাওয়া চলতে পারে তো এখন, কী বল, এলিজা? গরম কফি, কিছু বিস্কুট ও গ্রেভি নাও।"

জোশ আর্তনাদ করে উঠল।

"আমি চিবোতে পারব না," লেব্ বিড়বিড় করে বললে।

"আমি লড়াই করতে যাইনি, আমার বেশ খিদে আছে," জেস বললে, "তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি শুরু করতে পারি। কাল বিশেষ কিছু পেটে যায়নি। এলিজা, তুমি খাবে না?"

এলিজা বললে, "তুমি আরম্ভ কর, আমি ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ত এখন।"

"ম্যাটি?"

"না," ম্যাটি দুর্বল গলায় বললে, "···এইসব রক্ত আর ভাঙা হাড়···"

"বাচ্চা জেস?"

"আমার জন্যে তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না," বাচ্চা জেস বললে।

জেস উদার কণ্ঠে বললে, "বেশ, তাহলে আমরা শুরু করি। তার আগে আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আজ রবিবার সকাল।"

জোশ বাবার কথাগুলো শুনল। শুনে সে সুখী হল। কারণ প্রথম যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে ঢালু তটে পড়ে আছে তখন বাড়ি আসার কোন ইচ্ছা হয়নি তার। বাড়ি এলেই তো স্বীকার করতে হবে, বন্দুক বা তলোয়ারের আঘাত তার লাগেনি, নদীতটে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। এখন আর তাতে বিশেষ কিছু এসে-যায় না। গতকাল সকালের উত্তেজনা এবং পরবর্তী ঘটনা যেন সে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। এসবের মধ্যে অবগাহন করে সে এখন বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছে।

এর পরে আর কখনও সে বড় বড় কথা বলবে না। যা হোক, সে ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু সাঁকোয় দাঁড়িয়েছিল···দৌড়ে পালাবার কথা ভাবলেও পালায়নি···বাঁকের মুখে অন্ধকারে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এবং পড়ে যাবার আগে সে বন্দুক ও ঘোড়ার সন্ধান করছিল।

অবশ্য এতে সে বেশ শিক্ষা পেল, বুঝতে পারল আগেই অত কথা বলা ভাল নয়···অন্ধকারে কুড়ি ফুট ওপরে তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়···আর মরণের দিকে এগোলেই সে পালায়···তুমি পেছন ফিরে দৌড়লেই সে ধাওয়া করবে।

এই ভাবনার সঙ্গে তার বাবার প্রার্থনা সুন্দরভাবে মিশে গেল, "সনাতন পিতা···অনুগৃহীত পুত্র···অনন্ত জীবন···"

জোশ ভেবেছিল, তার বাবা বুঝি তখনও প্রার্থনা করে চলেছে। তার কণ্ঠস্বর সে রকম শোনাচ্ছিল। কিন্তু শব্দগুলো বদলে গেছে। জোশ সাবধানে আর একবার চোখের ওপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিল। জেস সূর্যোজ্জ্বল রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে নিজের পরিবারবর্গকে পরিদর্শন করল, তারপর বললে, "সকলেই এখানে আছে।" হয়তো সে তখনও প্রার্থনা করছে, তাই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, "আমেন, আমেন।"

ছয়

গুপ্তধন

বোয়াকে বসে ম্যাটি নিজের মনে বিড়বিড় করে বকছিল। লেব্ খেতে খেতে সে কথাই বলে গেল। স্প্রিং-হাউসে যাবার সময় ম্যাটিকে দেখে তার মা ভাবল, বেচারা নিজের মনেই কথা বলছে। আর জোশের মতে সে "পোসাম খেলছে।" মাঠের দিকে যেতে যেতে জোশ এ কথাই বলে গেল। কেবল বাচ্চা জেসই তাকে বিন্দুমাত্রও আমল দেয়নি। সে বেশ কিছু দূরে মাঠে ডিমের সন্ধান করছিল। ম্যাটি তার ল্যাণ্ডস্কেপের অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে—এখন তাকে আফ্রিকান বলে মনে হচ্ছে এবং সে যে শব্দ করছে তাও জান্তব প্রকৃতির।

তখনও রাত্রি নামেনি বটে, কিন্তু বিকেলের আলো প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। সময়টা গ্রীষ্মও নয়, আবার শরৎও নয়। পাতা ঝরে যাবার কাল এসেছে, তবু তারা ধূলিমলিন ও বিবর্ণ অবস্থায় গাছে ঝুলছে। ফুল ফোটার সময় চলে গেছে। সেদিন সকালে আপেলের মত গোল ও শক্ত একটা গোলাপ ম্যাটির পায়ের ওপর তার পাপড়ি ঝরিয়েছিল, যেন শীত হঠাৎ তার হৃদয়ে সাড়া তুলেছে। সকালে ছিল বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু দুপুরের মধ্যেই জুন মাসের মত গরম বোধ হতে লাগল এবং কোট গায়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু এখন আবহাওয়া ঈষদুষ্ণ।

"গ্ল্যাডিস," টানা স্বরে ম্যাটি বললে। ফলের বাগানে যাবার পথে

হলুদ রঙ কম্পিত হতে দেখা গেল। ম্যাটি ভাবল, প্রজাপতি বোধ হয়। কিন্তু তা নয়, র‍্যাম্বো গাছ থেকে একটা পাতা ঝরে পড়ল। যাক, তাহলে গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে।

"গ্ল্যাডিস," ম্যাটি আবার বিড়বিড় করল এমন গলায়, যেভাবে সে বলেছিল, "তার গলা ওর নামের মিষ্টি শব্দগুলো উচ্চারণ করছে। 'গ্ল্যাডিস, আমার সঙ্গে এরকম কোর না।'"

ঈষদুষ্ণ বাতাসের দিকে মুখ তুলে ম্যাটি বললে, "না, করব না।"

খামারের পেছন দিকে তার বাবার স্পষ্ট পরুষ গলা শোনা গেল। শূয়রছানাগুলোকে আদর করে ডাকছে। ম্যাটি জানে, জবাই হবার আগে ছানাগুলোকে ফুলতে দেখে তার বাবা আনন্দে চিৎকার করছে।

যে লোক তার শূয়রছানাদের বন্ধুর মত ডাকতে পারে, তাদের ছোট ছোট চোখ বোজা পর্যন্ত কানের পেছনে আঁচড়ে দিতে পারে এবং এই কাজ করার সময় যার মনে কেবল জবাই করার চিন্তাই থাকে, তার কাছে কী আশা করা যায়? বিশ্রী ব্যাপার। ম্যাটি তখুনি ঠিক করে ফেলল যে, সে আর কখনও মাংস খাবে না। দ্বিতীয়বার ভেবে একটু পরিবর্তন করল, অন্ততঃ শূয়রের মাংস খাবে না।

"আমার নামটা বদলে কিছুতেই গ্ল্যাডিস রাখতে দেবেন না।" ম্যাটি ঘুষি পাকাল, যতক্ষণ না তার হাতের চেটোয় ছোট ছোট নখের আঘাত তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে তার বাবা ভাল লোক নয়। "তোমার আপন বাবা," সে নিজেকে বললে। কারণ সে ভাল মেয়ে আর বিশ্বাস করে সে সহজেই ক্ষমা করে। তা না-করা অ-খ্রীষ্টীয় কাজ। কিন্তু সে চায় না কতটুকু ক্ষমা করতে হবে সে কথা ভুলে যেতে।

"ব্যাটি," সে বিষণ্ন কণ্ঠে বললে। "ক্যাটি। ফ্যাটি," একটু থেমে সে বিলাপ করল। তারপর যেন সত্যি কষ্ট পাচ্ছে এমন ভাবে বললে,

"র‍্যাটি।" যারা তার নাম শুনে অভ্যস্ত তাদের কাছে ছাড়া "ম্যাটি" ওই রকম শোনাবে—অথচ তা কেমন হতে পারে। "ট্যাটি," সে বিরক্তি নিয়ে বললে।

ডিমগুলো বাড়িতে দিয়ে এসে বাচ্চা জেস রোয়াকের পাশে দাঁড়াল। সে আফ্রিকা ত্যাগ করেছে। এখন তার সঙ্গী দরকার। "তুমি নিজের মনে কী বকছ?" সে জিজ্ঞেস করল ম্যাটিকে।

"কই না তো," ম্যাটি বললে।

"তাহলে কার সঙ্গে কথা বলছ?" ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের মত দেখতে চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল বাচ্চা জেস।

"এ রকম করার জন্যে তোকে হ্যাংলা মনে হচ্ছে," ম্যাটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "খালি জায়গায় নজর করছিস। কোন অচেনা লোক দেখলে তোকে ভাববে পাগল।"

বাচ্চা জেস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "সে ভাববে এটা পরিবারগত ব্যাপার। তুমি নিজের মনে কথা বলছিলে।"

"যে-কেউ শোনার জন্যে আমি কথা বলছিলাম। কেউ যদি শুনতে না চায় সেটা আমার দোষ নয়।"

"অন্য লোকেরা কাজ করছে।"

"তুই কী করছিস? তোকে খুব ব্যস্ত বলে তো মনে হচ্ছে না। একটা শাবল নিয়ে ঘুরে বেড়ালেই কাজের লোক হওয়া যায় না।"

"আমি মাটি খুঁড়তে যাচ্ছি।"

"গর্ত করবি তো? তাতে খুব কাজ হবে। বৃষ্টির জল জমবে। ঘোড়ার পা ভাঙবে। জিনিস নষ্ট হবে।"

বাচ্চা জেস দমল না। "গর্ত করব কে বললে? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে গুপ্তধন খুঁজে বার করতে যাচ্ছি।"

বাচ্চা জেস যাকে ধ্বংসস্তূপ বললে সেটা মাটির নীচে অবস্থিত

ঘর—গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কাঠের গুঁড়ির ঘর পুড়ে যাবার পর খালি অবস্থায় আস্তাবলের পাশে যেটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

"কাল রাত্তিরে আমি গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখেছি," বাচ্চা জেস ম্যাটিকে বললে। তারপরই সে তাড়াতাড়ি এক দিকের কাঁধ উঁচু করে চলে গেল—কাজে যেতে দেরি হয়ে গেলে বড়রা যেমনভাবে যায়।

ম্যাটি তার নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস করে। কিন্তু বাচ্চা জেসের ওপর তার বিশ্বাস নেই। সে কোন্ জিনিস পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে? ম্যাটি ভাবল, টাকা, কিংবা পুঁতে রাখা কোন মানচিত্র, অথবা নিদেনপক্ষে একটা কঙ্কাল। সে নিজে কী পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে? একটা আংটি, "একান্ত তোমারই"-খোদাই-করা ব্রোচ এবং জট-পাকানো এক গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশ। বাচ্চা জেসের পক্ষে কী পাওয়া সম্ভব? হয়তো একটা বোতাম, চটা-ওঠা চামচ, কিংবা ভাঙা কাপের হাতল।

ম্যাটির যতদূর মনে পড়ে কাঠের গুঁড়ির ঘরটা গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। শস্যের বস্তা, পুরনো আসবাবপত্র, অব্যবহৃত পরিচ্ছদ, উপহারের দ্রব্যাদির বাক্স সেখানে গাদা করা থাকত। কিন্তু "বড় সাদা বাড়ি" তৈরি হওয়ার আগে এটা ছিল "ছোট সাদা বাড়ি"—তার পিতামহ তৈরি করিয়েছিলেন এটা। এর জন্যে জায়গা করতে গিয়ে তখন গাছগুলো কাটতে হয়েছিল। ওপরতলায় একটা আর নীচের তলায় একটা—মোট এই দুটো ঘর ছিল। কিন্তু ম্যাটি তার পিতামহকে এই বাড়ি সম্বন্ধে বেশ গর্বের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে। চুনকাম-করা বাড়িটা ছিল একটি দর্শনীয় বস্তু। তার ঠাকুমার বর্ণনা ম্যাটির চোখের সামনে ভেসে উঠল: ঘন বনের মধ্যে অবস্থিত ওই বাড়ির দোরগোড়ায় ফুটে থাকত লাল হানিসাক্‌ল্ আর বেড়ার মধ্যে দিয়ে লতিয়ে উঠত মর্নিংগ্লোরি—কোন আগন্তুক এখানে এসে পড়লে অবাক হত, নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারত না। তার তিন দিনের জ্বরটা ফিরে আসার ফলে যে তার মন খাড়ি ও ফুলের কল্পনা করেনি সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে হানিসাকলের গন্ধ নিত আর চুনকাম-করা কাঠের গুঁড়ি ছুঁয়ে দেখত।

বাচ্চা জেমের শাবলের ধুপ ধুপ শব্দ প্রথমে কম ও আস্তে আস্তে হচ্ছিল। ম্যাটি অনুমান করল, সহজভাবে খোঁড়ার কথাই স্বপ্নে শুনেছে বাচ্চা জেম। বাচ্চা জেমের শাবলের শব্দ আরও দ্রুত হল, যেন কোন কঙ্কালের পায়ের আঙুল কিংবা ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের মোহর পেয়েছে সে। ম্যাটি রোয়াক থেকে নেমে পড়ল। তাড়া না থাকলেও গতি দ্রুত করল। তার ফলে ঈষদুষ্ণ বাতাস তার মুখের চারধারে ঝাপটা মারল। ভগ্নস্তূপের ধারে এসে সে দাঁড়াল খানিক, দেখল বাচ্চা জেম ভূগর্ভস্থ ঘরের ধূসর বিবর্ণ মাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। যত্রতত্র সে খুঁড়েছে বটে, কিন্তু এখন একটিমাত্র গর্তই তার লক্ষ্য। সে উঁকি মেরে দেখছে সেখানে।

বাচ্চা জেমের জড়ুলটা ঘামে চকচক করছে। সে ম্যাটিকে বললে, "বৃষ্টির জল জমার মত গর্ত হয়েছে একটা।" শাবলের আঘাতে মাটিতে যে অদ্ভুত ফাঁপা শব্দ হচ্ছিল তখুনই তা ম্যাটি ও বাচ্চা জেম দুজনেরই কানে গেল। ম্যাটি নীচের ঘরে লাফিয়ে পড়ল।

শাবলটায় হাত দিয়ে ম্যাটি বললে, "আমায় দে। তোর চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশি।"

বাচ্চা জেম বললে, "তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও।"

ম্যাটি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। শুকনো কঠিন মৃত্তিকাকণার স্পর্শে তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলেও সে বাচ্চা জেমের আলগা-করা খণ্ডগুলো মুঠো করে তুলতে লাগল। এক সময়ে বাচ্চা জেমকে বললে,

"এখানে কিছু একটা আছে। হয়তো পাথর। আর বেশি মাটি নেই। আচ্ছা জেস, তুই কি সত্যিই এই জায়গাটা খোঁড়ার স্বপ্ন দেখেছিস ?"

পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বাচ্চা জেস বললে, "না, ওই শাখার নীচে খোঁড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। কিন্তু এই জায়গাতেই কিছু পাওয়া সম্ভব।"

মাটি তুলে দু দিকে ফেলতে ফেলতে বললে ম্যাটি, "এই যে, এখানে কিছু একটা আছে।"

দুজনেই মাটি আঁচড়ে তুলতে লাগল এবং ওটা বাইরে বার করল ধরাধরি করে। কিন্তু জিনিসটা একটা ছোট মজবুত বই-আকারের মাটি-রঙের বাক্স। শক্ত ও অক্ষত রয়েছে তখনও। পরস্পরের উপস্থিতির জন্যে ওরা দুজনেই খুশি। তাদের প্রশ্ন করা হলে বলতে পারবে, "যেভাবে বলছি সেভাবেই ওটা আমরা পেয়েছি। আমি যখন খুঁড়ে বার করলাম ম্যাটি (অথবা বাচ্চা জেস) নজর রাখছিল।"

বাচ্চা জেস চোখ গোল করে বাক্সটাকে দেখতে লাগল। "নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে কে জানে!" এই বলে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকল, "বাবা, শীগগির এখানে এস।"

ম্যাটিও চিৎকার করে একই কথা বলতে চাইল, কিন্তু তার গলা কেবল সে নিজেই শুনতে পেল।

জেস শূয়রছানাগুলোকে খেতে দিচ্ছিল, বালতি ফেলে দৌড়ল। প্রথমে ভাবল, সাপ বেরিয়েছে বোধ হয়। তারপর গোলমালের স্থান নির্ণয় করতে পেরে বলে উঠল, "এই রে, মাটির নীচের পুরনো ঘরটায় পড়ে গেছে। হাড়গোড় ভেঙেছে নিশ্চয়। ওটা না বুজিয়ে খুব অন্যায় করেছি।"

ঘরের মুখে এসে জেস থামল এবং ম্যাটি ও বাচ্চা জেসকে জিজ্ঞেস করল, "লেগেছে নাকি ?" কেউ ভীষণ ভাবে আহত হলে এত

গোলমাল হতে পারে না—এ কথা তারপর বুঝতে পেরে সে বললে, "অমন গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচাসনি, ম্যাটি। তুই দেখছি মুরা মানুষকেও জাগিয়ে তুলবি, পাড়ার লোকদের ঘুম ভাঙাবি।"

ম্যাটি চুপ করে গেল আর বাচ্চা জেস বাক্সটা বাড়িয়ে ধরে বললে, "দেখ বাবা, মাটি খুঁড়ে এটা পেয়েছি আমরা। স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলাম আমি।"

জেস প্রশ্ন করল, "ঘরের মেঝে খুঁড়ে পেয়েছিস এটা?"

পা দিয়ে আলগা মাটি তুলে বাচ্চা জেস বললে, "ঠিক এখানে।"

ঘরে লাফিয়ে নামল জেস, তারপর বাক্সটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল, বললে, "পুরনো ধাঁচের বাক্স। মানচিত্র ও দলিলপত্র রাখার কাজে ব্যবহৃত হত—কোন জিনিস সযত্নে রাখার জায়গা আর কি।"

খোল, খুলে ফেল—নিজের মনে বলছিল ম্যাটি। কিন্তু তার বাবা আস্তে আস্তে বাক্সটাকে আলতো করে এমন ভাবে ঘোরাচ্ছিল যেন ওর প্রাণ আছে। তারপর তার বাবা বাচ্চা জেসকে বললে, "তোর মাকে ডাক্। তোর দাদাদের ডাক্। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আমরা পরে যাতে পাই এই উদ্দেশ্যেই জিনিসটা পোঁতা হয়েছে।"

বাচ্চা জেস বাড়ির দিকে যেতে যেতে চিৎকার করতে শুরু করেছিল, তার বাবা ধমকে উঠল, "চেঁচাবি না। তোর মাকে ভয় পাইয়ে দিসনি যেন।"

ম্যাটি প্রশ্ন করল, "এতে কী আছে মনে হয়, বাবা? টাকা?"

জেস বললে, "টাকা নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের যা সামান্য টাকা ছিল প্রয়োজনে খরচ হয়ে যেত।"

ম্যাটি আবার প্রশ্ন করল, "চিঠিপত্র?" তারপর কিছু ভাববার আগেই বললে, "প্রেমপত্র।" কিন্তু সে কথা তার বাবার কানে গেল না।

"হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে বেশি নয়। খুব হালকা বোধ হচ্ছে।" তারপর বাক্সে টোকা মেরে তার বাবা বললে, "শব্দটা খালি বাক্সর।"

ম্যাটি বললে, "সে কি বাবা, খালি বাক্স কে পুঁততে যাবে?"

জেস বললে, "সেকালে কোন লোকের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে। বড় দুঃসময় গেছে তখন, সুতরাং অদ্ভুত কিছু করা আশ্চর্য নয়।"

"দুঃসময়," ম্যাটি কথাটার পুনরুক্তি করল।

খামার ও তার আশেপাশের সব-কিছু দেখিয়ে জেস বললে, "তুই কি ভাবছিস ব্যাঙের ছাতার মত আপনিই গজিয়ে উঠেছে? এগুলো আর বীজ সব আসমান থেকে মাটিতে পড়েছে? গাছগুলো আপনা থেকেই অদৃশ্য হচ্ছে আর উইণ্ডমিল মাটি ফুঁড়ে উঠে ঘুরতে শুরু করেছে? না, তা নয়।" বাক্সটাকে আশ্চর্য বস্তুর মত উল্টে দেখে মন্তব্য করল সে, "খালি অবস্থায় কেউ হয়তো এটা এখানে রেখেছে, অবিরাম কাজের ফলে যার মন বিচলিত হয়েছিল।" তারপর বাক্সর ছোট্ট আংটা নেড়ে বললে, "সে-সময় থেকে এমন কিছু পরে আমি জন্মাইনি যে জানতে পারব না, তখন মানুষ জমি চাষ করার সময় তাদের হাত ও মন দুইই সক্রিয় হত।" সে আংটা আবার নাড়তে লাগল।

ম্যাটি এতক্ষণ তার বাবার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল, এবার উচ্চকণ্ঠে বললে, "বাবা, খোল ওটা।" কিন্তু তার বাবা উত্তর দিল, "তোর মা ও ভাইয়েরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।"

ঘন বনের মধ্যে প্রথম বাড়ি যেখানে উঠেছিল, সেখানে জেসকে সকলে ঘিরে দাঁড়াল। এলিজাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে বাক্সটা খুলছিল জেস। তাকে সাহায্য করার প্রলোভন জয় করার জন্যে লেব্ ও জোশ পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আংটা ধরে

বাক্সর ডালা খুলে ফেলল জেস। তার বাবার মুখমণ্ডলে কী ভাব ফুটে ওঠে তা দেখবার অনেক চেষ্টা করল ম্যাটি। কিন্তু সে-মুখে পরিতৃপ্তির আভাস থাকলেও, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই। জেস বাক্স থেকে তৈলাক্ত সিল্ক, কিংবা মোম-মাখানো কাপড় জড়িয়ে গোল করা ছোট্ট একটা কী বার করল, তারপর বাক্সটা এলিজার হাতে দিয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। "একটা পাতা···বাইবেলের পাতা," বলে সেটি হাতে নিয়ে সাবধানে আস্তে আস্তে মসৃণ করতে লাগল।

ম্যাটি ভাবল, বাইবেলের পাতা কে মাটিতে পুঁতে রাখতে গেছে? তাদের বাড়ির সকলের একটা করে বাইবেল আছে। তা ছাড়া কোন আগন্তুককে দেবার মত বাড়তি বইও আছে। ম্যাটি কেঁদে ফেলে আর কি! সে ভেবেছিল খোদাই-করা ব্রোচ আর কুঞ্চিত কেশের কথা, আর শেষ পযন্ত পাওয়া গেল কিনা একটা পাতা! ঈশাকের জন্মদাতা আব্রাহাম, জেকবের জন্মদাতা ঈশাক, জোসেফের জন্মদাতা জেকব। ওটা কী ধরনের সম্পদ? কিন্তু তার বাবা প্রফুল্লকণ্ঠে বলছে, "পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী ধরে ওটা আমাদের পায়ের তলায় ছিল।"

পাতাটাকে জেস নীচু করে ধরল যাতে ধারের আবছা লেখা সকলে দেখতে পায়। "'১২ই আগস্ট তারিখে ইহা এই স্থানে রাখা হইল। ইতি—জর্ডন বার্ডওয়েল, বয়স ৭৪ বৎসর।' তোদের প্রপিতামহ জার্ড নিজের নাম ও বয়েস লিখে এটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন—সম্পত্তির মত যাতে আমাদের হাতে আসে।" লেখাটা পড়ে জেস বললে।

ঘরের বাইরে যেখানে অন্ধকার-হয়ে-আসা আকাশে বাবুই পাখি পোকামাকড় ধরে খাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে ম্যাটি প্রশ্ন করল, বীজের মত মাটিতে পোঁতা পুরনো বাইবেলের পাতা কী ধরনের সম্পত্তি?

জেস ছেলেদের বললে, "জঞ্জাল জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা কর। মার জন্যে একটা চেয়ার নিয়ে এস। উৎসব কর, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা যা পেয়েছি, এস, তা দেখি।"

ঘরের এক কোণে জঞ্জাল জড়ো করে ছেলেরা আগুন ধরাল এবং তার চারধারে উবু হয়ে বসল। ম্যাটি কেবল সকলের থেকে আলাদা রইল। তার বাবা দাঁড়িয়ে থেকে পাতাটার দিকে চোখ বড় করে দেখছিল। ম্যাটিও সেদিকে তাকিয়ে।

"সাউথ ক্যারোলাইনার বন্ধুরা যখন বুঝতে পারল যে তারা অনুর্বর জায়গায় আস্তানা গেড়েছে তখন তারা একযোগে পশ্চিম দিকে সরে গেল। ক্ষেত-খামার বিক্রি করে দিয়ে ওয়াগন ট্রেনে চেপে তারা চলল। যাবার দিন তোমাদের প্রপিতামহ বৃদ্ধ জর্ডন বার্ডওয়েল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন বিপত্নীক। আপন বলতে ছিল তাঁর একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা। ওয়াগন ট্রেন দু দিন অপেক্ষা করল, কিন্তু তার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকাতে, সময় চলে যাচ্ছে বলে তারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে রেখেই চলে গেল," জেস বললে। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল, যেন অলৌকিক কোন কিছুর বর্ণনা দিচ্ছে সে।

বাচ্চা জেস প্রশ্ন করল, "একা বনের মধ্যে ফেলে গেল?"

জেস বললে, "পড়শীরা তাঁকে স্থান দিল, আর তাঁর মেয়ে দেখাশুনো করতে লাগল। বেশ যত্নেই তিনি ছিলেন। দুঃখ কেবল তাঁকে ফেলে গেল বলে।"

"তিনি কি মারা গেলেন?" বাচ্চা জেস জিজ্ঞেস করল।

জোশ তার ভাইকে ধমকাল, "মারা গেলেন যদি তবে পাতাটা পুঁতে রাখলেন কী করে?"

জেস বললে, "না, তিনি মরেননি। বসন্তকালের মধ্যে তিনি বেশ

চাঙ্গা হয়ে উঠলেন এবং পশ্চিম দিকে যাত্রা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শেষে তিনি ষোল বছরের কন্যা সহ পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন।"

ম্যাটি অগ্নিকুণ্ডের আরও কাছে সরে এল। তার মা যে-বাক্সর ওপর বসে ছিল সেখানে ঝুঁকে পড়ল। "তারা সেখানে পৌঁছতে পারেনি। মাঝারি বলদ, দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াগন, আব মাঝারির মোটামুটি রকমের একটা চড়বার ঘোড়া নিয়ে এক বৃদ্ধ আর এক কিশোরী সাউথ ক্যারোলাইনা থেকে বিদায় নিল যেভাবে তাতে মনে হল তারা যেন গোরস্থানের দিকে চলেছে।"

"সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানরা ছিল নাকি?" বাচ্চা জেস প্রশ্ন করল।

জেস বললে, "তা ছিল না বটে, তবে আর সব বাধা পথ রোধ করেছিল। জলাভূমি, পালাজ্বর, গাড়ির চাকার ভাঙা টুকরো, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, জল-জঙ্গল পার হওয়ার পথ নিশ্চিহ্ন হওয়া, স্রোতের মত ধারাবর্ষণ, তার ওপর সেকালে বন এত ঘন ছিল যে গুহার মধ্যে দিয়ে হাঁটার মত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছিল।"

তার বাবার বর্ণনা ম্যাটির চোখের সামনে একটাব পর একটা ছবি এঁকে যাচ্ছিল। সবই তার চোখের ওপর ভাসছিল। ঘরের মধ্যে পুড়তে-থাকা জঞ্জাল তার হয়ে রাত্রে সীমাহীন অরণ্যে তার চেয়ে এক বছরের বড় সেই কিশোরীকে সাহস দেবার জন্যে জ্বলছিল। সেই অগ্নিকুণ্ডের একদিকে রয়েছে মেয়েটি, আর-একদিকে ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য কোন জন্তু বা রেড ইণ্ডিয়ান। ম্যাটি আগুনের আরও কাছে সরে এসে পেছন দিকে তাকাল, কিন্তু অপস্রিয়মাণ আলো এবং চিত্র-বিচিত্র আকাশের পটে সেই পরিচিত বাড়ি, উইণ্ডমিল, ছাউনি আর খামার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ল না। সে স্মরণ করল, ওসব আপনা থেকে গজিয়ে ওঠেনি।

জেস বললে, "সারাদিন বৃষ্টি হয়েছিল। বাপ ও মেয়ে ভিজে চুপসে গিয়েছিল। সেই ভেজা অরণ্যে রাত্রিকালে তাদের পক্ষে আগুন জ্বালা সম্ভব হয়নি।"

ম্যাটি অনুভব করল, তার পোশাক ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে আগুন জ্বালতে গিয়ে নিবে যাচ্ছে।

"তোমাদের প্রপিতামহ বয়েসের কথা ভুলে গিয়ে লম্ফঝম্ফ একটু বেশি করতেন। হরিণের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে তিনি একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে পায়ে আঘাত পেয়ে বাকী পথটা তাঁকে কাত হয়ে পড়তে হয়েছিল।"

লেব্ জিজ্ঞেস করল, "তারা খাবার সংগ্রহ করত কী করে? সবই তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দাদামশাই তো ওঠবার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন?"

জেস বললে, "সেই মেয়েটি একটি উত্তম শিকার করে টাটকা মাংস জমিয়ে রেখেছিল। অবশ্য শিকার করতে গিয়ে সে তার বাপের মত পা ভাঙেনি।"

শুনতে শুনতে ম্যাটি আরও কাছে সরে এসে মা যে বাক্সে বসে ছিল তার এক কোণে আশ্রয় নিল। সে আগুনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল এবং চারধারের মুখগুলোর দিকে তাকাল: তার বাবা পাতাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য সকলে বসে কথাগুলো শুনছে—দৃষ্টি তার বাবার মুখের দিকে নিবদ্ধ। বাচ্চা জেসের চোখ জ্বলজ্বল করছে, মাথার লাল চুলে আঙুল বুলোচ্ছে সে। জোশের মুখ গম্ভীর, খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে সে। লেবের গোল মুখে হাসি। তার মা জেসের দিকে তাকিয়ে আছে এমনভাবে যে মনে হচ্ছে অমন ভাল কথা সে আর জীবনে শোনেনি।

মাথার ওপরে আকাশ ক্রমশ ধূসর সবুজ রঙে রূপান্তরিত হল। তিনটে বৃহদাকার পাখি দ্রুত উড়ে গেল। এখন তারা নিশ্চুপ।

শিকারে নয়, আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত।…"তোমাদের দিদি ম্যাটি"… মেয়েটির নাম ছিল ম্যাটি।

তার বাবা বললে, "শেষ পর্যন্ত তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। পথে অবশ্য অন্য আর একটা ওয়াগন দেখতে পায় তারা।" হাতে-রাখা পাতাটি সে মসৃণ করতে থাকে। "তারপর তারা— মানুষ আর জানোয়ার মিলে এই বাড়ি তৈরি করে। কী ক'রে করে তা যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। তাদের পথ দেখিয়ে আনার জন্যে তোমাদের জ্যেঠা ঈশ্বরের নিকট কিছু একটা অর্পণ করতে চান এবং এই বাড়ির জন্যে প্রার্থনা করেন।"

এলিজা জিজ্ঞেস করল, "মাটিতে পোঁতার জন্যে বাইবেলের কোন্ পাতাটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন?"

জেস হাসিমুখে বললে, "সবসে সেরা একটা পাতা বেছেছিলেন তিনি। শুনেছিলাম বুড়ো একটু খেয়ালী প্রকৃতির, কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। শরীরে তাঁর কেবল চাষার রক্তই ছিল না।" তার চোখ ঘুরছিল পাতার ওপর। "আমার বাড়ির পেছন দিকের জমি খুঁড়ে পেয়ালা-ভর্তি চুনি-পান্না পাওয়ার চেয়ে এইটে আমার বেশি কাম্য।"

এলিজা বললে, "জেস, পড় ওটা। তুমি যেভাবে ওটা দেখছ, তাতে কিছুই আমাদের চোখে পড়ছে না। আমাদের পড়ে শোনাও।"

আগুন কমে এসেছে। কিন্তু পড়বার মত আলো তখনও যথেষ্ট রয়েছে। "আমাদের পড়ার জন্যে তিনি যা রেখে গেছেন তা এই," বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে জেস পড়তে লাগল, " 'এবং ঈশ্বর তাঁহার শক্তিশালী হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া আশ্চর্যভাবে পথ দেখাইয়া আমাদিগকে মিশরের বাহিরে লইয়া আসিলেন। এবং এখানে আনিয়া তিনি আমাদিগকে এই ভূমি প্রদান করিলেন, যে-ভূমিতে দুগ্ধ এবং মধুর

অসম্ভাব নাই।' ঠিক, ঠিক, এমন কি তখনই সেই জঙ্গল দেখে বৃদ্ধ তার ভবিষ্যৎ-রূপ আন্দাজ করেছিলেন। আমাদের জন্যে যা করা হল ও যা দেওয়া হল তার স্মৃতি হিসেবে তিনি মাটিতে এই পাতা রেখেছিলেন।"

এলিজা আদেশের সুরে বললে, "পড়ে যাও। মনে হচ্ছে যেন পরলোক থেকে কেউ আমাদের সামনে কথা বলছে।"

জেস পড়ল, "'তোমার পবিত্র আবাস স্বর্গভূমি হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত কর এবং তোমার সন্তানদের, ইজরাইলকে এবং সেই ভূমিকে আশীর্বাদ কর—আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকট প্রতিশ্রুত যে-ভূমি তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলে—যেখানে দুগ্ধ এবং মধুর অসদ্ভাব নাই।' আরও আছে, আরও আছে।" কিন্তু আর পড়ার ইচ্ছে তার নেই মনে হল। কিছুক্ষণের জন্যে জলন্ত অঙ্গারের দিকে তাকাল জেস।

ওটা নিবে এসেছে এখন। ঘরে শীতের আমেজ লাগছে। নীচু জায়গায় যেমন লাগে। গাম গাছে শুকনো পাতা নড়ার শব্দ হল। এক ঝলক বাতাসে কিছু পাতা উড়ে এসে নিবন্ত অঙ্গারে পড়ল। তার ফলে দপ করে জ্বলে উঠে হঠাৎ সকলের মুখ আলোকিত করে দিল। ম্যাটি ভাবল, শরৎ এসেছে। এখানে সে সাড়া জাগিয়েছে। বাবা যখন পড়ছিল তখন এসেছে। তারপর দাদামশাই জার্ড কিংবা বাইবেলের কথা না ভেবে সে জিজ্ঞেস করল, "সেই মেয়েটি···তার কী হল? সে কি বাবার পরিচর্যা করতে লাগল···সারাজীবন কুমারী থেকে গেল?"

জেস নাক ঝেড়ে বললে, "বাতাসে ধোঁয়া উড়ে আমার মুখে লাগছে।" তারপর পাতাটা এবং যাতে জড়ানো ছিল সেটা জোশের হাতে দিয়ে বললে, "সাবধানে নাড়াচাড়া কোর। এটা মূল্যবান জিনিস।

এর চেয়ে মূল্যবান জিনিস কখনও পাবে না।" এবার ম্যাটির দিকে ফিরে বললে, "বেশ মজার ছেলেমেয়ে হয়েছে আমার। কোত্থেকে যে এসব ওদের মাথায় আসে! বাচ্চা জেস বললে, 'তিনি কি মারা গেলেন?' তুমি বলছ, 'মেয়েটি কি সারাজীবন কুমারী থেকে গেল?' তা নয়। দ্বিতীয় ওয়াগনের ড্রাইভার সেঠ জেনকিন্সকে সে বিয়ে করল। লোকটিও খুব নির্ভীক ছিল। তবে কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোক নয়। আর বিয়েও হয়েছিল গীর্জার বাইরে। পরে অবশ্য আমাদের সম্প্রদায়ে বিশ্বাস আসে তার এবং সে কোয়েকার হয়। এই বাড়িতে, ঠিক এখানে সতের বছর বয়েসে মেয়েটির বিয়ে হয়। পরদিন তারা পশ্চিম দিকে এগোয়।"

এই বাড়িতে, মাথার ওপর যে-মেঝে তার 'পরে, যে-মেয়ে এল মাটির ওপর দিয়ে বলদ চালিয়ে···সমস্ত শরীর ভিজিয়ে···মাংস সংগ্রহ করে···জলাভূমি পার হয়ে···

জেস বললে, "তার চেহারা একটু গাঢ় হলেও, শুনেছি দেখতে সুন্দরই।"

তার সঙ্গে এই নির্ভীক, ড্রাইভার সেঠ জেনকিন্সের দেখা হয়েছিল। "ম্যাটি," জেনকিন্স বলেছিল। "ম্যাটি," ফিস ফিস করে বলেছিল জেনকিন্স। আর কী বলেছিল এই নির্ভীক ভ্রাম্যমাণ বেপরোয়া লোকটি?

জেস বললে, "আমি সব সময় বলতে শুনেছি এই সেঠ জেনকিন্স বরগার দু প্রান্ত দু হাতে তুলে ধরে একবারও জোরে নিঃশ্বাস না নিয়ে এগিয়ে ও পেছিয়ে লাফাতে পারত।"

বিয়ের পরে সেঠ ও ম্যাটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল কি? হানিসাক্‌ল্‌ কি তখনও পোঁতা ছিল, ঠাকুমা যেমন বলেছিলেন তেমনি করে ব্লিডিং-হার্ট দ্বৈতভাবে সারিবদ্ধ হয়ে পথ পর্যন্ত গিয়ে

পড়েছিল ? তাদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা কি মাথার ওপরে তারাদের দিকে শেষ চাওয়া চেয়েছিল ? শেঠ ও ম্যাটি···

জেস বললে, "গভীরভাবে প্রেমাসক্ত সেই তরুণ-তরুণী পরদিন সকালে পশ্চিম দিকে পাড়ি দিল।"

ম্যাটি তার মার সঙ্গে যে-বাক্সর ওপর বসে ছিল সেখান থেকে উঠে দাঁড়াল। নিবন্ত অগ্নিকুণ্ডটাকে দ্রুত পাক দিয়ে গিয়ে সে বাবার হাত নিজের দু হাতে ধরল এবং বললে, "বাবা, তোমায় আমি ক্ষমা করলাম—সর্বান্তঃকরণে।" তারপর সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক জেস তার গমনপথের দিকে তাকাল। ব্যাপার কী জানার জন্যে এলিজাকে প্রশ্ন করল, "হল কী ওর ? কী জন্যে ও আমায় ক্ষমা করল ? মেয়েটা পাগল হয়ে গেল নাকি ?"

এলিজাও দাঁড়িয়ে উঠল। জেসের মুখোমুখি হয়ে হাসল, বললে, "বংশের রক্ত যাবে কোথায়! সেই রকম খেয়ালী হয়েছে।" কথা শেষ করে সে ম্যাটি যে-পথে গিয়েছিল সেই পথ ধরে বাড়ির দিকে এগোল। প্রথমে দ্রুত গিয়ে, তারপর গতি মন্থর করল। ফলে তার নাগাল পেতে জেসের বেগ পেতে হল না।

পড়ে রইল কেবল ছেলে তিনটে। শেষ অগ্নিকণার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল তারা। বাচ্চা জেস তারপর তার শাবল তুলে নিয়ে আর এক কোণ খুঁড়তে লাগল। বললে, "অনেক কিছু জিনিস এখানে পোঁতা থাকতে পারে।"

জোশ তার জুতোর ডগা দিয়ে ধূসর অঙ্গার নাড়াল, তারপর বললে, "পঞ্চাশ বছর আগে তারা পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছে। আর আমরা এখনও এখানে বসে। মাটির নীচেকার একটা ঘরে। যেটা তারা খুঁড়ে গেছে।"

লেব্ একমুঠো ছোট ডালপালা নিয়ে নিবন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। সেগুলো জ্বলে উঠল। সেই অন্ধকার ঘরে লকলকে অগ্নিশিখা তুলে উঠে প্রায় লেবের কাছাকাছি পৌঁছল, কিন্তু তাকে ছুঁতে পারল না। " 'তোমার পবিত্র আবাস হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত কর এবং তোমার সন্তানদের আশীর্বাদ কর।' " সেই পাতাটি সে আর একবার মোড়কে জড়িয়ে নিয়ে বললে, "এই যে জিনিসটা, এটা আমি চিরকাল কাছে রাখতে চাই।" কথাটা জোশ বা বাচ্চা জেস কিংবা অন্য যে-কেউ শুনতে চায় তার জন্যে বললে।

সাত

লাভের বিনিময়

অক্টোবর মাসের সকাল। রসুইঘরে দীপালোকিত টেবিলে প্রাতরাশ সাজানো হয়েছে। সেদিকে তাকাল জেস। এটা তার বিদায় নেবার প্রাক্কাল। বহুবার কাচার ফলে টেবিলের লাল ঢাকনিটার রঙ গোলাপী হয়ে গেছে। সেখানে সাজানো খাদ্য শূয়রের মাংস, কুইন্সের জেলি, ক্রীম গ্রেভি ও সোডা বিস্কুটও দীপের স্পষ্ট আলোর নীচে গোলাপী দেখাচ্ছিল।

রসুইঘরে কাঠের ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ। ঘর অন্ধকার, কিন্তু চুল্লির আগুনের আলো পরিষ্কার মেঝেতে প্রাতঃকালীন স্রোতের মত স্পন্দিত হচ্ছে। দীপালোকে এলিজার কালো চোখের দীপ্তি গভীরতর হয়েছে এবং এনকের বিচালি-রঙের গোঁফ নীহারিকাবিন্দুর মত চকচক করছে।

জেস গন্ধ নিল, তাকাল। তারপর খাবার মুখে দিয়ে চিবোল আর গিলে ফেলল। সে টেবিলে একটা ঘা দিল। তার ফলে আধ-ভর্তি কাপগুলো সসার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। প্রথমে তার স্ত্রী, তারপর মাইনে-করা লোকটির দিকে তাকাল সে, দুজনকেই জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কী জন্যে বাড়ি ছেড়ে বেরোয় বল তো? এখানকার চেয়ে ভাল আর কী পাব কেন্টাকিতে? বাজে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কী? নিজের বাড়ি ছেড়ে? আপন রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে? স্রেফ বোকামো। আমি ভাবছি বাড়িতেই থাকব এবার।"

এলিজা জানে, এটা হচ্ছে তার স্বামীর একই সঙ্গে দুটো জায়গায় থাকার উপায়। এই উপায়ে সে প্রাতরাশের টেবিলের নীচে হাঁটু ঢুকিয়ে বসে থাকা এবং গাড়িতে করে কোন জনশূন্য ঘূর্ণি-ফটক দিয়ে যাওয়া দুটোই অনুভব করে। কিন্তু এলিজা অমন দ্বৈত অবস্থা থেকে উত্তর দিতে পারে না। তার পা ও মন দুইই এক সময়ে এক জায়গায়ই থাকে। এখানে এই অক্টোবর মাসের সকালে তারা মেপল্ গ্রোভ নার্সারির রসুইঘরে আছে।

এলিজা মনে করিয়ে দিল, "জেস, তোমার ব্যাগ ভর্তি করা হয়েছে। প্রতি বছর এই সময়ে তুমি কেণ্টাকি যাও। তোমার নার্সারির মজুত সব বিক্রি না করলে আমাদের চলবে কী করে?"

রেগে বললে জেস, "চলবে কী করে? কেন, ঈশ্বর যখন আমায় সৃষ্টি করেন, আশা করি তখন তিনি বলেননি, 'এই হচ্ছে জেস বার্ডওয়েল, ক্ষুদ্র নার্সারি ব্যবসায়ী।'" এলিজার তৈরি উত্তম কফির এক চুমুক খেয়ে, "আমার স্থির বিশ্বাস, ঈশ্বর আমায় সৃষ্টি করার পর বলেছিলেন, 'এই হচ্ছে জেস বার্ডওয়েল, একজন মানুষ।'"

বিরক্তিভরা চোখে তাকাল এলিজা। ঈশ্বর কী বলেছিলেন কিংবা কী বলেননি তার কথা সম্ভবতঃ বেলা পযন্ত চলবে। কেণ্টাকি পৌঁছনোর জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় ঠিক করেনি বোধ হয় জেস। কিন্তু স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সময় অমন স্থিতিস্থাপক নয়। তাদের সময় অনড়, কর্তব্যের নামে চিহ্নিত।

বাঁশ গাছের ডালপালা বিছানো চেয়ারে পেছন দিকে হেলে তেরছা চোখে চাইছিল এনক। এইভাবে সকাল আরম্ভ হওয়াটা বেশ ভালই— শূয়রছানাকে চান করানো কিংবা কাঠ কাটার কাজে হাত দেওয়ার আগে খানিক অনুধ্যান, খানিক এদিক-সেদিক করা।

"ঈশ্বর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। মানুষ হচ্ছে মালমসলার তাল।

সে নর্সারি-ব্যবসায়ী হবে কি না তা ঈশ্বর বলেন না।" এলিজাকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল এনক, কিন্তু তার তেরছা দৃষ্টি দীপালোক ছাড়িয়ে গিয়ে পড়েছে—যেন চুল্লির ঠিক বাঁ দিকে ঈশ্বর নিজেই মাটি ফুঁড়ে উঠতে পারেন।

এলিজা ঈশ্বরের নাম ভালবাসে। কিন্তু এখন এনকের মুখে তা শুনে আর কথা বাড়াল না। কাজে সাহায্য করা এবং আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে তাকে সাহায্য করা, এই দুটো সম্ভাবনা দেখে জেস মাইনে-করা লোক রাখে। কখনও সে এমন লোক পেয়েছে, যে দুটো কাজই করতে পারে. কিন্তু অধিকাংশই হয় এটা না-হয় ওটা পছন্দ করে। এনকের ঝোঁক কথা বলার দিকেই বেশি।

চিন্তিত মুখে বললে এলিজা, "জেস, তুমি যদি তোমার নার্সারির জিনিসপত্র বিক্রি করতে না বেরোও—"

এনক তার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "তাহলে বাঁশী বাজাতে পারেন। সঙ্গীতের প্রতি ওঁর অদ্ভুত প্রবণতা আছে। গুটিপোকার চাষ করতে পারেন, কাগজের জন্যে লিখতে পারেন। ঘোড়া শিক্ষিত করে তুলতে পারেন।"

জেস তার মাইনে-করা লোকটির দিকে তাকাল। "ঘোড়া শিক্ষিত করা"র কথা বলে কি আমায় আঘাত করছে? মনে পড়িয়ে দিচ্ছে? রেভারেণ্ড গড্‌লের ব্ল্যাক প্রিন্স সেদিন যেভাবে রেড রোভারের চারধারে দৌড়েছে তাই মনে করে ও হাসছে?

"ঘোড়া শিক্ষিত করা"র কথাটা পুনরাবৃত্তি করল এলিজা এবং মনে মনে সন্তুষ্ট হল। কারণ তার বিনা চেষ্টায় কথার মোড় এমন দিকে ফিরল যাতে এখন সে ওই রেড রোভার সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ দিতে পারে। এনককে বললে সে, "দ্রুতগামী ঘোড়ার শখ মিটেছে জেসের। আর তা মিটিয়েছে রেড রোভার।"

জেস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "রেড রোভার অমন বিরক্তিকর দ্রুতগামী নয়।"

এলিজা বললে, "দেখায় সে রকম, আর মনে প্রলোভন জাগায়।" তারপর জেসের দিকে ফিরে বললে, "একটা পছন্দসই বিনিময়ের সুযোগের খোঁজে থেকো তুমি।"

জেস অধৈর্য হয়ে উঠল। রেড রোভার যা করেছে তা নিয়ে সক্কালবেলা বকবক করায় লাভ নেই। সে বললে, "দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুপুরের মধ্যে আমায় ওহায়ো পৌঁছতে হবে। রোদ বেরিয়ে গেছে আর আমি এখনও গ্রেভির পাত্রে মুখ ডুবিয়ে বসে আছি! এনক, আমার ট্র্যাপ এক সঙ্গে করার সময় টেনে ধরতে হবে।"

"তোমার ট্র্যাপ এক সঙ্গে করাই আছে," রেড রোভারের প্রসঙ্গ তখনও শেষ হয়নি এলিজার। সে বলতে শুরু করল, "তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—" কিন্তু তার স্বামী শান্তভাবে ঘাড় নাড়ল।

তার পক্ষে যখনই সম্ভব হয় তখন জেস তার স্ত্রীকে খুশি করতে চেষ্টা করে। আর রেড রোভারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা স্ত্রীকে খুশি করার উপায় সে সারা জীবনে খুঁজে পাবে না। রেভারেণ্ড মার্কাস অগাস্টাস গড্‌লের ব্ল্যাক প্রিন্সের সঙ্গে সেই অভদ্রোচিত ঠেলাঠেলির পরেও বেথেল ধর্মসভার সকলের সামনে টুপি মাথায় রেড রোভারে বসে নিজের সম্মান খুইয়েছে সে। তবু আস্তাবলে দণ্ডায়মান রেড রোভারকে দেখে তার খারাপ লাগছে না।

তা ছাড়া গড্‌লের দ্রুতগামী ঘোড়ার পেছন পেছন ঘূর্ণি-ফটক দিয়ে যেতে সব সময় রাজী নয় জেস। কিন্তু ওই শোভাযাত্রার আগে আগে যেতে গেলে রেড রোভারকে ছেড়ে অন্য জানোয়ারের ওপর চড়ে বসতে হবে। হ্যাঁ, এই একটি কাজ (এলিজার সঙ্গে আলোচনাকালে বিনিময়ের কথা বলেছিল) করলে দুজন লোক খুব খুশি হবে। আর এসব নানা

কারণেই, জেসের যত দূর মনে হয়, রেড রোভারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হতে রাজী নয় সে।

বাইরে থেকে রেড রোভারের সদম্ভ হ্রেষাধ্বনি ভেসে এল। মুখ বিকৃত করে শুনল জেস, বললে, "এ রকম টাট্টু ঘোড়া আর দেখিনি, যার হাঁকডাক এত বেশি, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।"

"ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত কর," এলিজা আবার অনুরোধ করল, তারপর বললে, "দেখতে এমন তেজী একটা জানোয়ার যতদিন তোমার থাকবে, ততদিন এই গা মর্দন করা আর চিঁহি ডাকা শেষ হবে না।"

জেস স্বীকার করল, "ও ডাকতে পারে বটে, কিন্তু গা মর্দন করার ক্ষমতা ওর নেই। যাক, আব খানিকটা কফি দেবে?"

"এইভাবে চালালে ওহায়ো পৌছবে শেষ বিচারের দিন," এলিজা বললে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কফিও ঢালল।

জেস বিড়বিড় করে বললে, "শেষ বিচারের দিন সকালে ওহায়োর চড়ায় থাকব। এর চেয়ে ভাল জায়গা আব পাব না। ইণ্ডিয়ানা রাজ্য ঠিক ম্যাডিসনের নীচে।"

এখানেই ইতি টানল এলিজা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আলো নিবিয়ে দিল। রসুইঘর থেকে অন্ধকার দূর হয়েছে তখন। জেস ও এলিজা এক সঙ্গে সেখান থেকে শারদীয় সকালের ধূসর আলোয় বেরোল যাত্রার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের কথা ভাবতে ভাবতে।

কেণ্টাকি অঞ্চলে যাত্রা শুরু করল জেস। যেতে যেতে কখনও নিজের মনে, কখনও ঘোড়াটার সঙ্গে বকতে লাগল। কখনও বা অনুপস্থিত এনক ও এলিজার উদ্দেশে এটা-ওটা সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে।

এলিজাকে বলে : ম্যাডিসনের ঠিক বহির্দেশে চীনা অ্যাস্টার গাছের একটা ঝোপ রয়েছে তারার আকারে—যার মধ্যিখানের রঙ ঘন আর ধারের দিকের রঙ ফিকে। এটা দেখলে তোমার পছন্দ হবে।

এনককে বলে : তোমার কথাই ঠিক, এই রেড রোভার একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। রেভারেণ্ড গড্‌লের ব্ল্যাক প্রিন্সের প্রতিযোগী হয়ে দৌড়লে কুম্মাণ্ড দ্রাক্ষালতার চেয়েও আভরণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন ওকে কেউ চাপ দিচ্ছে না, তাই সম্রাটের মত আমায় বয়ে নিয়ে চলেছে।

নিজেকে বলে : ভূভাগ-দৃশ্য আমার চারধারে ফেনিয়ে উঠেছে আঁকা-ছবির মত—প্রত্যেকটি তুলির টানের অর্থ আছে যেখানে। অর্থ ফুটে বেরোচ্ছে আগাছা আর রেলিংয়ের বেড়ার মধ্যে থেকেও। কী অর্থ আমি ধরতে পারছি না। কী বার্তা বহন করছে ওরা? কী বলছে?

ঘোড়াটাকে বলে : বন্ধু, তুমি আমায় একটা বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছ, বলেছ, "আকৃতি দেখেই সব-কিছু বিচার কোর না কখনো।"

ঝকমকে দিন। চমৎকার পাতলা রোদ উঠেছে। এর মধ্যে দিয়ে জেস এগিয়ে চলল। দুপুরের খানিক পরে ওহায়ো পৌছল সে এবং শেষ বিচারের দিনের কথা ভাবল। বাতাসে ভাজা শূয়র-মাংসের গন্ধ। বিকেল গড়িয়ে এল। জেসের কানে তখনও ভেসে আসতে লাগল প্রশস্ত ওহায়ো নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া স্টীমারের বংশীধ্বনি। রাশীকৃত শস্যের সারির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল জলের বড় বড় ঢেউ আর নৌকো।

গলির মধ্যে ঢুকল জেস। তাকে দেখে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সে ওদের মাথা চাপড়ে আদর করল। বাইরের শেষ সূর্যালোকে বসে মেয়েরা মাখন তৈরি করার জাঁতাকল নাড়ছিল। জেস তাদের সঙ্গে কথা বলল, তারপর ঘণ্টা বাজাল, যার ফলে মাঠ

থেকে চাষীরা দৌড়ে এল, তাদের সামনে অর্ডার-বই মেলে ধরল আর ছবি দেখিয়ে নাম বলে যেতে লাগল।

"শ্যাফারের কলোসাল র‍্যাস্প্‌বেরি ধরনের সব-কিছুকে হার মানাবে। স্মিথের গুজবেরি—হাউটনের বীজ থেকে জন্মানো। তা ছাড়া মে ডিউক, ফ্লেমিশ বিউটি, গোল্ডেন ব্লড, ফল ওয়াইন সব পাবেন।"

তারা বলে, "আমায় এর পাঁচটা দিন। ফল ধরুক আর নাই ধরুক, ফুটন্ত চেরির মত দেখতে সুন্দর আর কিছু নেই।"

এই কথার সঙ্গে তার স্ত্রী যোগ করে, "ফলও দেখতে সুন্দর। চত্বরের দু ধারে পাতার মধ্যে ফুটে থাকা লাল চেরিগুলো পেন্সিলভেনিয়ার বাড়ির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।"

বিদায় নেবার কালে তারা জেসের সঙ্গে করমর্দন করল। বন্ধু বার্ডওয়েল বড ভাল লোক—খেয়ালী, সাদাসিধে কথাবার্তার কোয়েকার একজন।

জেস সেই স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে চলল। রাত্রি হতে একটা বাড়ির চত্বরের কাছে এসে তার লাল বিরাটকায় ঘোড়া থামাল। এখানে এর আগে আর কখনও আসেনি। সর্বোত্তম চারা বিক্রি অসম্ভব হবে, দেখে তো এমন মনে হচ্ছে না। সুন্দরভাবে সাজানো বড় গোলা। বেশির ভাগ শস্য ও তামাকের গাছ। বর্ধিষ্ণু ফলের গাছও রয়েছে কিছু। এখানে ইতোপূর্বে না ঢোকার কারণ একটা স্মারকচিহ্ন। একজন লোককে তার নিজের ইতিহাস অমন প্রকাশ্যে প্রচার করতে দেখে তার ভাল লাগেনি—কোয়েকার হিসেবে তো বটেই, মানুষ হিসেবেও।

কিন্তু সেই স্বর্ণালি সন্ধ্যায় জেস তার ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিল এবং লাল রঙের গোলা ও বড় জোড়া-দরজার ওপরদিকে কোণাকুণি আঁকা সাদা স্মারকচিহ্ন উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

সেখানে লেখা রয়েছে, "অটো হাডসপেথ। ১৮০৭ সনে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ১৮৩৭ সনে আমি বিবাহ করিয়াছি।" জেস কথাগুলো চেঁচিয়ে পড়ল। ওটা যে লাগিয়েছে সেই অজ্ঞ চাষীর কথা ভেবে তার মনে একটু সুড়সুড়ি লাগল।

খানিক পরে সে নিজেকে বললে, "অজ্ঞ। জেস বার্ডওয়েল, বাইরেটা দেখেই তুমি বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছ। লোকটার ওপর চোখ না বুলিয়েই তার সম্বন্ধে ধারণা করে নিচ্ছ।" সে রেড রোভারের চকচকে পশ্চাৎদেশে আলতো চড় মারল। "বন্ধু, ভেবেছ আমার ওই বদ অভ্যাস ছাড়াবে," বলে লাল ঘোড়াকে চত্বরে ঢোকাল।

লোকাস্ট গাছের লম্বা যুগ্ম সারি গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, গোলাবাড়ি সেখানে অবস্থিত। পরিকল্পনার দিক দিয়ে মেপল গ্রোভের ধারে-কাছে ঘেঁষবার উপযুক্ত নয়। জেস ঘোড়া থেকে নামবার আগেই হাডসপেথদের মাইনে-করা লোকটা বেরিয়ে এল, বললে, বাড়ির সকলে নাচের উৎসবে গেছে, জেস বরং রাত্তিরটা থেকে যাক। এই কিছুদিন আগে মিসেস হাডসপেথ চল্লিশ একর জমি কিনেছেন এবং তাতে কিছু ফলের চারা লাগাবার কথা ভাবছেন।

জেস প্রশ্ন করল, "মিসেস হাডসপেথ?"

"হ্যাঁ। মিসেস হাডসপেথ ও তাঁর মেয়েরাই এটা চালায়। কর্তা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন," মাইনে-করা লোকটি বললে।

জেসের নজর গেল স্মৃতিচিহ্নের দিকে।

লোকটি বললে, "হ্যাঁ, ওটা কর্তা লাগিয়ে গেছেন।"

জেস জিজ্ঞেস করল, "লেখাটাতে মনে খটকা লাগছে না?"

লোকটি বললে, "আপনার চেয়ে বেশি নয়। হয়তো ততও নয়।" সান্ধ্য বাতাসে তার গোঁফ নড়ছিল। "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। বলুন না, আপনার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার

কী ঘটেছে? জন্ম নেওয়া। না-হলে আপনি থাকতেন কোথায়?" একটু থেমে, "তারপর কী? বিয়ে করা। অবশ্য যদি আপনি উপযুক্ত মেয়ে বিয়ে করে থাকেন। হয়তো আপনি তা করেননি—আমার মত।" তার দৃষ্টি আরও মানবীয়, স্বজাতির প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।

এলিজার প্রতি সামান্য ঠেস-দেওয়া কথা সহ্য করতে চাইল না জেস, তাই বললে, "আমি উপযুক্ত মেয়েই বিয়ে করেছি। মনোহর গ্রীষ্মের মতই সুন্দর। কোয়েকার ধর্মবক্তা।"

মাইনে-করা লোকটি আড়চোখে চাইল এবং আনমনে পৈতৃক গোঁফে তা দিতে লাগল। সে আবার বলতে শুরু করল, "অবশ্য এ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের মনেই একটা কল্পনা থাকে। তাহলে এ কথা স্বীকার করছেন যে, ওই দুটো হচ্ছে প্রাথমিক ব্যাপার। জন্ম নেওয়া আর বিয়ে করা। এ কথা কেউ যদি নিজের গোলাবাড়িতে নিজে হাতে লিখে যায় তাতে আপত্তির কিছু আছে? এ বিষয়ে কিছু বলার আছে আপনার?"

জেস বললে, "না।" কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করা কোয়েকার হিসেবে তার আদর্শ-বহির্ভূত। তা ছাড়া কোয়েকার হোক আর নাই হোক, কেণ্টাকির কোন গোলাবাড়ির দেয়ালে লেখা কোন কথা সম্বন্ধে একজন মাইনে-করা লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে সে রাজী নয়।

শান্ত হয়ে লোকটি তার সাধ্যমত কাজ করে গেল: রেড রোভারকে ভেতরে রাখতে সাহায্য করল, যবের চূর্ণ ভেজে ও মাংস রেঁধে বেশ সুস্বাদু আহারের ব্যবস্থা করল এবং স্রেফ ভদ্রতার খাতিরে নিজে আগে খেয়ে টেবিলে এক জগ ধেনো মদ নিয়ে জেসকে সঙ্গ দিল।

বাড়তি ঘরে ছ হাত উঁচু পালকের বিছানায় শুয়ে জেসের রাত্রিতে

বেশ ঘুম হল। একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙল। কোত্থেকে যে শব্দটা আসছে বুঝতে পারল না সে। খট খট ঝন ঝন···ঝন ঝন শব্দ শুনে ভারি আশ্চর্য লাগল তার। কী ব্যাপার নেমে দেখবার জন্যে সে কোনরকমে প্রভাতী প্রার্থনা শেষ করল। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলেই বুঝতে পারল, ব্যাপারটা কী।

রসুইঘরে উনুনের দিকটায় বসে ছিলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। দশাসই চেহারা তাঁর, পাশ থেকে পাতলা দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাঁধের দিকে বেশ চওড়া, আর এত লম্বা তিনি যে তাঁর মাথা দোলনা-চেয়ারের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধা মহিলা পাইপ টানছিলেন। উনুনেব একধারে তৈরি ওলন্দাজ চুল্লীতে তাঁর ধূমপানের উপাদান রাখা ছিল। প্রায়ই তিনি উনুনের ধারে তাঁর পাইপ ঠুকছিলেন, ওলন্দাজ চুল্লীব লোহার ঢাকনা খুলে তামাক বার করছিলেন, ঝন ঝন শব্দে ঢাকনা বন্ধ করছিলেন, পাইপ ভর্তি করছিলেন, ঢাকনা খুলছিলেন, ঝন ঝন শব্দে বন্ধ করছিলেন। খট খট, ঝন ঝন···ঝন ঝন।

জেস এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। একটা স্টোভ-পোকারের মতই বয়স হয়েছে মিসেস হাডসপেথের। শক্ত, খাড়া ও কালো চেহারা ওরই মত। দৃষ্টিও সেই এক—সারাজীবন আগুনের কাছে অতিবাহিত করায় স্টোভ-পোকারের মত।

মিসেস হাডসপেথ, মাইনে-করা লোকটি (তার নাম জেকব) ও মিসেস হাডসপেথের চার মেয়ের সঙ্গে প্রাতরাশ সারল জেস।

"মিঃ বার্ডওয়েল, আমার মেয়েদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই," মিসেস হাডসপেথ বললেন। জেস ভাবল, হ্যাঁ, মেয়ে বটে, তবে বয়স ও আকার দেখলে ওদের আর মেয়ে বলা চলে না।

মিসেস হাডসপেথ বললেন, "মিঃ বার্ডওয়েল, এরা হচ্ছে ওপেল,

রুবি আর পার্ল।" জেস হিসেব করল, সকলেই পঞ্চাশ ক্যারেটের মুক্তো।

আবার বললেন, মিসেস হাডসপেথ, "এই হচ্ছে আমার বাচ্চা বার্থা।" নামের এই পরিবর্তনে জেস অবাক হল। তার ধারণা ছিল, তিনটে মেয়ে হবার পর হয়তো মেয়েদের আর তত মূল্যবান মনে হয় না।

ওরা এমন দশাসই, বলবান আর ধূমপানে এমন পোক্ত যে, প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই জেস অনুভব করতে লাগল, সে যেন জলন্ত সূর্যের রশ্মি-লাগা বাঁধাকপির পাতার মত শুকিয়ে যাচ্ছে।

সর্বপ্রথমে সে-ই উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময়ে মিসেস হাডসপেথ বললেন, "বন্ধু, চলুন আগে আমার নতুন কেনা জমি দেখবেন আর কোন্ চারা লাগালে ভাল হয় বলবেন।"

গোলার দিকে যেতে যেতে মিসেস হাডসপেথ ঘোষণা করলেন, "আমার ঘোটকী লেডীকে নিয়ে বেরোব আমরা। এতখানি পথ আসার পর আপনার ঘোড়াকে বিশ্রাম দিন। আজ সকালে আমি একবার ওকে দেখেছি। দেখতে ভারি সুন্দর। দাঁড়াবার নিজস্ব একটা ভঙ্গী আছে।"

শয়তানটার প্রাপ্য প্রশংসার উল্লেখ করল জেস, "হ্যাঁ, সত্যি, ওকে দেখে চোখ আনন্দে নেচে ওঠে।"

লেডীকে নিয়ে যখন মাইনে-করা লোকটি বাইরে এল, তাকে দেখে জেসের মালুম হল, মিসেস হাডসপেথ সুন্দর ঘোড়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন। জেস ওর আপাদ-মস্তক ভাল করে নজর করল। শব্দের দিকে তার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। ওই ঘোটকীর যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার মত কতকগুলো শব্দ হাতড়াতে লাগল সে, যাতে এনকের কাছে বর্ণনা দেওয়ার সময় ওর প্রতি অবিচার করা না হয়।

লেডী! ওকে কোন মহিলার মত দেখতে তো নয়ই, এমন কি

ঘোড়ার মত দেখতে কিনা তাও তর্কসাপেক্ষ। ও যে শুকনো দেখতে বা কাবু-হয়ে-পড়া চেহারার বা স্ফীত-গ্রন্থি বা ধূসর-চক্ষু বা বিরাটকায় বা একচোখ-কানা তা নয়। সে যে কী অত সহজে তা বলা যাবে না। এক কথায় কিংবা দু-কথায় বলাও অসম্ভব।

কিন্তু ওই ঘোটকীর গড়ন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ওকে দেখে মনে হয় ওর শরীরে গরু বা হরিণের রক্ত আছে। অদ্ভুত চেহারা। ও নিজেও যেন সে কথা জানে। ওর লম্বা ঘাড়ের শেষপ্রান্তে লাঠির মত মাথাটা ঝুলছে। শরীরটা পিপের মত, কাঁধে মাংসপেশী ফুলে রয়েছে আর মিষ্টি আলুর তালের মত কটিদেশ। ও যখন হাঁটে মনে হয় শরীরের গর্তে ছুঁচো বাস করে। মর্গ্যান জাতের ঘোড়ার মত দৌড়তে পারে ও। নিজে ও আধা-মর্গ্যান। ওর গায়ের রঙে এবং চোখের শান্ত গর্বিত দৃষ্টিতে মর্গ্যান জাতের ছাপ স্পষ্ট। চোখের দিকে তাকালেই মুগ্ধ হতে হয়। তা না হলে ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখার মত লাগবে।

এনকের হয়ে এই ঘোটকীর রূপ ভাবতে গিয়ে জেস স্বাভাবিক শিষ্টতার কথা ভুলে গিয়েছিল। মিসেস হাডসপেথ তাকে সচেতন করলেন।

জেসকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকাতে দেখে ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, "আপনারা, ইণ্ডিয়ানির লোকেরা, কখনও মর্গ্যান জাতের ঘোটকী দেখেননি ?"

জেস বুঝতে পারল ও-ভাবে তাকিয়ে থাকা ঠিক হয়নি, অগত্যা বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর্গ্যান। মিসেস হাডসপেথ, আপনি ভাগ্যবতী। মর্গ্যান জাতের ঘোড়া আমার প্রিয়। নিজের কখনও ছিল না বটে, কিন্তু রাখার আকাঙ্ক্ষা খুব।"

এ কথা শুনে মিসেস হাডসপেথ শান্ত হলেন এবং ফুর্তির আমেজ

মেখে হাসিমুখে জেসের সঙ্গে যাত্রা করলেন। লাগাম-ধরার কায়দা দেখে মনে হল, তিনি একজন জাত-ড্রাইভার।

লেডী ঘূর্ণি-ফটকে পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গেই জেস বুঝতে পারল, আজ তার একটা বিষয়ে শিক্ষা হবে। বহিরঙ্গ দেখে কোন মানুষ বা জানোয়ারকে বিচার করার ঠেলা বুঝবে। লেডীকে তার বড় বড় কদাকার পা ফেলে লম্বা কদমে ছুটতে দেখে তার মন হল, পৃথিবী বুঝি একটু দ্রুত ঘুরছে।

এখন জেসের নার্সাবির সম্বন্ধে কথা বলা উচিত। সে কথাই সে বলতে লাগল। এদিক দিয়ে নার্সারি বিষয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির জ্ঞানও কম যায় না। জেস মেডেন ব্লাশ, গ্রিমেস গোল্ডেন আর ওয়েলদির কথা শুরু করতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওয়াইনস্যাপ, উইণ্টার পিয়ারমেইন আর রোম বিউটির কথা বললেন। জেস যখন পিউয়কির কথা উল্লেখ করল, অমনি মিসেস হাডসপেথ তার কুলজী বলে গেলেন। তিনি জানেন এটা ওল্ডেনবার্গের ডিউক-পত্নীর দেওয়া চারা।

তারা যখন ফলের কথা আলোচনা করছিল, সেই সময় দেখল পেছন থেকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। একটা হালকা স্প্রিং-ওয়াগন টানছে একটা বড় ডোরাকাটা ঘোড়া। ওর চালক ঘোড়াকে দ্রুত যাবার জন্যে উৎসাহিত করছে। জেসের মনে হল যেন লোকটির স্ত্রীর হঠাৎ প্রসববেদনা উঠেছে আর তাই সে ডাক্তারের কাছে মরি-বাঁচি করে ছুটেছে।

বৃদ্ধা মহিলা অস্ফুট উক্তি করে শক্ত হাতে লাগাম পেছন দিকে টানলেন এবং জেসকে বললেন, "রাস্তায় বেরোলেই এ ব্যাপার ঘটে যায়। এতে মর্যাদার হানি হয়। লোকে ভাবে, আমার মেয়েরা স্কার্ট-পরা জকি ছাড়া আর কিছু নয়।"

মিসেস হাডসপেথ তাঁর লম্বা সবল পা দুটো ড্যাশবোর্ডে রেখে

পেছন দিকে হেলে রইলেন। কিন্তু বল্‌গা মুখে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে চলল লেডী। ওর ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে, মাংসপেশী দ্রুত ওঠানামা করতে লেগেছে। লম্বা পা ফেলে ও দৌড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বাবুই পাখি রাস্তা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

জেস দ্রুতকণ্ঠে ওই ঘোটকীর সম্পর্কিত খবরাখবর সংগ্রহ করতে লাগল। সে চেঁচিয়ে বললে, "ওকে যেতে দিন, মিসেস হাডসপেথ, ওকে টেনে ধরে আছেন কেন? মুঠো আলগা করুন। পাথরের মত ওর কাঁধে বোঝা হয়ে ঝুলবেন না। আলগা দিন, আলগা দিন।"

মিসেস হাডসপেথ তখন পেছনে ঝুঁকে লাগাম টেনে আছেন, জোর দিয়ে বললেন, "সে ইচ্ছে নেই আমার। আজ আমি ওকে এই শিক্ষা দিতে চাই যে, সব সময়ে ওকে আগে আগে যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। এমনিতে জানোয়ারটার স্বভাব ভাল। কিন্তু এই একটি বিষয়ে ওকে জ্ঞান দেওয়া দরকার। ওর ধারণা যে, ও লেক্সিংটন জাতের ঘোড়া। আমাকে ও আমার মেয়েদের নিয়ে ঘূর্ণি-ফটক দিয়ে এমন দৌড়য় যেন শয়তান আমাদের পেছন পেছন তাড়া করে আসছে। চলার কোন স্টাইল নেই। লোকে ফিরেও তাকায় না।"

লেডী তীব্রবেগে দৌড়াচ্ছিল। ওর ভাবখানা এই যে, মুখ দু ভাগ হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, তবু এগিয়ে যেতে দেব না। মিসেস হাডসপেথ পেছনে ঝুঁকে আছেন। তাঁর হাত দুখানা খুলে বেরিয়ে যাবে সেও ভাল, কিন্তু ওকে আটকে রাখবেনই। জেসের বড় কোয়েকার-টুপির পাশ দিয়ে সশব্দে বাতাস ছুটে যাচ্ছিল। যেন সে ঘূর্ণি-হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ধেয়ে চলেছে। টুপি চেপে ধরে সে একবার পেছনে তাকাল। ডোরাকাটা ঘোড়াটির দৌড়নো দেখে মনে হচ্ছে, ওটা ওর স্বভাবগত ব্যাপার। আর তা ছাড়া গাড়ির চালক চাবুক মেরে ওকে উৎসাহ দিচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখেই জেস মন স্থির করে ফেলল। এত চেষ্টা করছে যে-ঘোড়া, তাকে এমন শাস্তি দিতে দেখে জেসের আদর্শে ঘা লাগল। এইভাবে একজন লোককে জয়ী হতে দেওয়া মানে পৃথিবীকে পাপপূর্ণ করার পথ প্রশস্ত করা।

মিসেস হাডসপেথের হাত থেকে সে লাগাম ছিনিয়ে নিল। বৃদ্ধা বেশ শক্তিশালী। জেসও কম যায় না। তা ছাড়া তার রোখ চেপেছে তখন। অতএব ভদ্রমহিলার হস্তক্ষেপের আগেই সে লাগাম ধরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

লাগাম আলগা করে যেই জেস লেডীকে বাহবা দিল অমনি সে ডোরাকাটা ঘোড়াটিকে ফেলে এগিয়ে গেল। দেখে বোধ হতে লাগল, লেডী যেন তীর, আর ও ধনুক। অচিরেই ওদের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব সৃষ্টি হল। এবার লেডীর চেহারায় বেশ খুশির ভাব ফিরে এল।

জেসের মনের ভাব তখন আলাদা। মিসেস হাডসপেথের হাতে লাগাম ফিরিয়ে দিতে পারলে সে খুশি হয়, কিন্তু তা করতে গেলে কী করে ওটা হস্তান্তরিত হয়েছিল সে কথা ভদ্রমহিলার মনে পড়ে যাবে।

জেস ভাবল, যেন কিছু হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ওঁর সঙ্গে ফলের আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বললে, "ভাল কথা মিসেস হাডসপেথ, আপনি তো আপেল খুব পছন্দ করেন। আমার মনে হয়, এখানকার মাটি ও জলবায়ু জোনাথান আর ওয়াইনস্যাপ জাতের খুব উপযোগী।"

কিন্তু ভদ্রমহিলার এখন আপেল সম্বন্ধে বাক্যালাপে কোন আগ্রহই দেখা গেল না। তিনি বললেন, "সদর রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে এভাবে একজন লোককে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যে-কোন পুরুষের পক্ষেই উপযুক্ত কাজ বটে। কিন্তু মেয়েমানুষে এমন করলে মোটেই শোভন দেখায় না—অন্ততঃ আমার মেয়েদের মত বিয়ের বয়েস হয়েছে

যাদের। যে মেয়েকে অতিক্রম করে যেতে পারে না তার পাণিপ্রার্থী হতে যাবে কোন্ পুরুষ?"

"আপনার লেডীকে কি কেউ কখনো অতিক্রম করে যেতে পারেনি?"

"একবার মাত্র পেরেছিল," বৃদ্ধা সত্যি কথাই বললেন, "সেদিন আমার দুই মেয়ে একযোগে লাগাম ধরেছিল। তারা ওকে থামাতে পারেনি, তবে গতি অনেক মন্থর করে ওকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এগিয়ে গেল যে, সে হচ্ছে শেরিফ বেস্কম। একজন বিবাহিত লোক। ঠাকুরদার মত বয়স। এতে কোন লাভ হল না। কিছুকাল হল তাই একটা উপযুক্ত ঘোড়ার কথা ভাবছি, যে আমার মেয়েদের ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যাবে।"

চুপচাপ ভাবতে ভাবতে জেস গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছিল।

শেষ পর্যন্ত মিসেস হাডসপেথ বললেন, "মিঃ বার্ডওয়েল, আপনার ঘোড়াটি বেশ চটকদার। সকলকে ছাড়িয়ে আগে যাবার অভ্যাস আছে নাকি?"

জেস ঘাড় নাড়ল, বললে, "না ম্যাডাম, এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন আপনি। ও যে দৌড়তে পারে না তা নয়, প্রতিযোগিতার দিকে ওর বিন্দুমাত্রও ঝোঁক নেই।"

তারা দুজনে একই কথা ভাবছিল। কিন্তু বৃদ্ধাই প্রথমে উচ্চারণ করলেন কথাটা, মেয়েরা যেমন করে থাকে।

"আচ্ছা মিঃ বার্ডওয়েল, বিনিময় করলে কেমন হয়?"

জেসের কানে প্রায় দৈববাণীর মত শোনাল। সে একটু সাবধানে উত্তর দিল, "ভেবে দেখা যেতে পারে ব্যাপারটা।"

মিসেস হাডসপেথ বললেন, "ওই একটা ছাড়া আমার লেডীর আর কোন দোষ নেই তা তো আপনি দেখলেন। আর এও বলি মিঃ

বার্ডওয়েল, আপনার মত শক্তিমান পুরুষ ইচ্ছে করলে দুদিনেই ওকে আরো বেশি শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন।"

সে কথা জেস স্বীকার করল, বললে, "ইচ্ছে করলে—"

"ওকে অতিক্রম করতে পারবে না কেউ, এই যা। তা ছাড়া আর কোন দোষ নেই। ওর শরীরে আৰ্দ্ধেক মর্গ্যান-রক্ত আছে। তরুণ বয়েস, সবে চার পেরিয়েছে, স্বাস্থ্যবতী, আর কাজে পেছপা নয়।"

বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ লুকোবার জন্যে জেস গলা খাঁকারি দিয়ে কাশির শব্দ করছিল।

"অত তাড়াতাড়ির কী আছে, মিসেস হাডসপেথ? আগে আমার ঘোড়াটার কাজ দেখুন—"

"ঘোড়া চিনতে আমার দেরি হয় না," মিসেস হাডসপেথ বললেন।

"এ কথা ঠিক বলতে পারেন না আপনি," বললে জেস, বক্তব্য কোমল করতে গিয়ে শব্দ হাতড়ে, "জানোয়ারটা আপনার দেখতে সুন্দর।"

বৃদ্ধা মেনে নিলেন, "হাঁ, তা নয় অবশ্য। তবে আমি উপরিও কিছু দিতে পারি।"

এইভাবেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটল। পরদিন সকালে জেস লেডীর মালিক হয়ে বসল। বিনিময়ের ফলে সে অতিরিক্ত কিছুও পেল। এর ওপর চারাগাছের অর্ডার পেল মোটামুটি রকম। সেই অর্ডার লিখতে গিয়ে তার পরিষ্কার হাতের লেখায় অর্ডার-বইয়ের তিনটে পাতা ভর্তি হল। বাইরে বেরিয়ে এসে জেস পূর্বোক্ত স্মারকচিহ্নের দিকে তাকাল। এ পথ দিয়ে যাবার সময় এর আগে আরও কতবার ওটার দিকে চোখ পড়েছে তার। বিদায় নেবার প্রাক্কালে সে নিজের মনেই বললে, "অটো হাডসপেথ, তোমার এখানে এসে আমি বেশ লাভবান হলাম। তোমার মেয়েদের শুভ কামনা

জানাই—তারা পেছিয়ে পড়লে যদি তাদের উপকার হয়, তাহলে আমার ঘোড়া সে-কাজ পারবে।"

জেসের বাড়ি ফেরার পথে আবহাওয়া চমৎকার ছিল। আকাশ মেঘশূন্য ও নির্মল। 'লেডীকে অতিক্রম করা যাবে না,' মিসেস হাডসপেথের এমনতরো দাবির যাথার্থ্য সে একাধিকবার প্রমাণ করল এবং এতে খুশি হল। বাড়ির দিকে যেতে যেতে জেস ঘোষণা করল, লেডীকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেনি, পারবেও না।

ওহায়োর কাছাকাছি আসার সময়, জেস এলিজার কথা ভাবতে লাগল। আজকের লেনদেনের ব্যাপারটায় তার মন খুশিতে ভরে উঠেছে।

এলিজার বিদায়কালীন উক্তি মনে পড়ল। সে বলেছিল, "ওই দৌড়দার দেখতে জানোয়ারটার হাত থেকে মুক্তি নাও জেস।" আর জেস এখন এমন এক ঘোটকীর পিঠে চড়ে বাড়ি ফিরছে, দৌড়-প্রতিযোগিতায় যে খুব পোক্ত। সে ভাবল, দেখতে দৌড়দার এ কথাই বলেছিল এলিজা। তার বিরোধিতার কারণও তাই।

জেস লেডীর পিঠে লাগাম দিয়ে আঘাত করল, "লেডী, কথার মানের দিক থেকে তোমার হয়তো খুঁত থাকতে পারে, কিন্তু আক্ষরিক দিক থেকে তুমি তার মনোমত নও এ কথা এলিজা বলতে পারবে না। এমন কম দৌড়দার চেহারা জীবনে আমি আর কোন জানোয়ারের দেখিনি।"

পাহাড়চুড়ো দিয়ে যেতে যেতে যখন ওহায়োর রৌদ্রোজ্জ্বল একটা শাখা, আর তা ছাড়িয়ে জেফারসন প্রদেশের নীল পর্বতশ্রেণী জেসের নজরে এল, তখন তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, "লেডী, আজ রাত্তিরে আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।" কথাটা শুনে লেডী যেন খুশি হল। ওর পা ফেলা দেখে তাই মনে হল।

আট

রবিবারের সমাপ্তি

জেস বললে, "লেডী, আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।"

সারা পথ তারা দ্রুততালে এসেছে। সূর্য তখনও ডোবেনি। ঘাসের ওপর ক্যাটাল্পা গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে। রাত্রি নামার আগে যতখানি পারা যায় পাঁক তোলার চেষ্টা করছে ধাঙডরা। ঠিক এই সময় লেডী গাড়ির চত্বরে ঢুকল।

জেস লাগাম আলগা করল—যাতে তাদের প্রথম বাড়ি আসার দিন গোলায় পৌঁছনোর বাঁকটা একটু আড়ম্বরের সঙ্গে পার হতে পারে। কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। খোঁটায় বাঁধা রেভারেণ্ড মার্কাস অগস্টাস গডলের ব্ল্যাক প্রিন্স দৃষ্টিপথে পড়তেই সব উবে গেল।

"ওই দেখ হে, কে রয়েছে ওখানে," লেডীকে সম্বোধন করে বললে জেস। তারা মন্থর গতিতে চলতে লাগল, চল্লিশ মাইল উঁচু-নীচু পথ অতিক্রমের পর যেভাবে চলা স্বাভাবিক।

ব্ল্যাক প্রিন্সের চিঁহিঁ শব্দ শুনে রেভারেণ্ড গডলে অস্তমান সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে গোলার দরজায় বেরিয়ে এলেন।

জেস তখন কাঠ হয়ে লেডীর ওপর থেকে নেমে পড়েছে এবং ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। রেভারেণ্ড মার্কাস অগস্টাস তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জেস তাঁকে দেখে বললে, "শুভরাত্রি, মার্কাস। একটা কিছু দরকার পড়েছে বুঝি আপনার?"

রেভারেণ্ড গডলে প্রত্যভিবাদন জানালেন। তাঁর সঙ্কোচের বালাই নেই, বললেন, "আমার সাঁড়ারে আঁটবার জন্যে একটা খিল দরকার। এনকের সাহায্যে তার খোঁজ করছিলাম।" এ কথা বলার সময় রেভারেণ্ডের চোখ কিন্তু লেডীর দিকে।

দশাসই চেহারা তার। মোটা, তবে বেঁটে নন। গোল মুখ। কোমল ও নমনীয়—ধর্মবক্তার যেমন হয়ে থাকে। লেডীর দিকে তাকিয়ে-থাকা সে-মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। সেখানে কারুণ্যের ছাপই অবশ্য বেশি। তিনি কয়েকবার মুখ বন্ধ করলেন ও খুললেন, কিন্তু বলতে পারলেন কেবল, "বন্ধু বার্ডওয়েল, এই জানোয়ারটি আপনি কোথায় পেলেন?"

"কেণ্টাকি," জেস সংক্ষেপে বললে।

"আমি নিজে কেণ্টাকির লোক।" রেভারেণ্ড গডলে অবাক হলেন, যে-রাজ্যে তিনি জন্মেছেন সেখানে এমন একটা জীব পয়দা হল কী করে!

রেভারেণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, "রেড রোভারকে দিয়ে একে এনেছেন?"

জেস লেডীর ঘাড়ে হাত ঘষতে লাগল, বললে, "এর নাম হচ্ছে লেডী।"

"লেডী!" ধর্মবক্তা ঢোক গিললেন, তারপর বিরাট মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে সশব্দে হেসে উঠলেন।

তাঁর দশাসই চেহারার উৎক্ষেপ লক্ষ্য করে জেস বললে, "আজ এই মুহূর্তে ওর বাইরেটা কেবল দেখে আপনি কৌতুক বোধ করছেন।"

রেভারেণ্ড গডলে চোখের জল মুছে আর একবার সাহস করে লেডীর দিকে তাকালেন, বললেন, "তফাতটা দেখে হাসছি। নামে আর রূপে কী বিস্তর তফাত!"

রেভারেণ্ড এক পা কি দু পা এগিয়ে এলেন। যেন নতুন কোন পরিপ্রেক্ষিতে লেডীকে দেখতে চান। তারপর এক মুঠো হোর-হাউণ্ডের কণা মুখে ফেলে চিন্তিত ভাবে চিবোতে লাগলেন।

জেসকে বললেন তিনি, "ব্যাপারটা এই। আপনি ওই রেড রোভারকে কিনেছিলেন। দেখতে বেশ জাঁকালো, কিন্তু মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদের সঙ্গে সামান্য একটু প্রতিযোগিতা হতেই রেড রোভার আপনাকে বসিয়ে দিল। এর পর আপনার পক্ষে কী করা স্বাভাবিক?"

রেভারেণ্ড গডলে বেশ কিছুক্ষণ থামলেন এবং বিরাটাকার বুড়ো আঙুলটি নিজের বাঁকানো ঘড়ির চেনে রাখলেন।

"কী করা স্বাভাবিক? ঠিক যা আপনি করেছেন তাই। ক্ষিপ্রগতি ও চেহারার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এমন এক জানোয়ার সংগ্রহ করেছেন, বাতাস ও গাছের দাপট যে সহ্য করতে পারবে আর পেছনে লাঙল নিয়ে সহজ ভাবে হাঁটতে পারবে।" জেসের কাজের প্রশংসার ভান করে রেভারেণ্ড বললেন, "বন্ধু, আপনি উপযুক্ত কাজই করেছেন, যদিও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এমন চেহারার জানোয়ার আমি দুটি দেখিনি।" তারপর অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু হোর-হাউণ্ডের গুঁড়ো খাবেন নাকি? গলার ক্ষেত্রে আশ্চর্য কাজ দেয়।"

জেস ঘাড় নাড়ল।

রেভারেণ্ড বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, আপনি জেনে রাখুন—রবিবার সকালে গির্জে যাওয়ার পথে আমি যে আপনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই, তার মধ্যে ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নেই। সেদিন যখন আপনাদের অতিক্রম করে গেলাম আমি, কেন যেন আমার মনে হল, ব্যাপারটাকে আপনি নিজের গায়ে মেখেছেন। কিন্তু গতি হচ্ছে চিরন্তন সত্য— বুঝলেন, বন্ধু, চিরন্তন সত্য। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন

ব্যাপার নেই। বৃষ্টি পড়ে। আকাশে তারা ফোটে। ঘাস শুকিয়ে যায়। আমাদের ক্ষিপ্রগতি হতে হবে। দ্রুত ঘোড়া ধীর-বেগে-চলা ঘোড়াকে অতিক্রম করে যায়। বন্ধু, এগুলো সব চিরন্তন সত্য। আপনার স্ত্রী ধর্মবক্তা। এসব জিনিস তিনি ভাল বুঝবেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই। যেমন মাধ্যাকর্ষণ বা জীবন বা মৃত্যু। ঈশ্বরের আইন। ব্যক্তিগত কিছু নেই।" ঘূর্ণি-ফটক পেরিয়ে সিকি মাইল দূরে নিজের গোলার দিকে নজর করে রেভারেণ্ড বললেন এবার, "আমার স্ত্রী আবার ডাকাডাকি শুরু করবে।"

তিনি আর একবার লেডীকে দেখে নিয়ে বললেন, "ওর নাম লেডী। ওহো ভাল কথা, মনে পড়ে গেল, এই খিলটার জন্যে ধন্যবাদ বন্ধু। তাহলে চলি। রবিবার আমার ও আমার টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে দেখা হবে।"

রেভারেণ্ড গডলে বাড়ির চত্বর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনক গোলার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। বললে, "যাক, এ-হপ্তার মত ধম্মকথা শোনা হয়ে গেল।"

"ওদের সমিতির লোকেরা শোনার ব্যাপারে খুব ধৈর্যশীল," জেস তার মাইনে-করা লোকটিকে বললে।

এনক প্রশ্ন করল, "টাট্টু ঘোড়া? ভদ্রলোক ওই জানোয়ারটাকে সর্বদা টাট্টু ঘোড়া বলেন কেন? এর দ্বারা তিনি কী বোঝাতে চান? না, অজ্ঞ তিনি এ বিষয়ে?"

জেস বললে, "অজ্ঞ নন—ঠিকই জানেন। স্পষ্ট ভাষায় স্ট্যালিয়ন না বলে টাট্টু ঘোড়া বলেন, কারণ তিনি এইভাবে বোঝাতে চান যে, ব্ল্যাক প্রিন্স সাধারণ জন্তু নয়।"

দুজন একভাবে গডলের টাট্টু আর জেসের লেডীর আলোচনা করে চলল। এনকের সবুজ চোখ সবজান্তার মত এদিক-ওদিক করতে

লাগল। তার জড়ুল-চিহ্নিত লম্বা হাত রেভারের মাংসপেশী-বহুল কাঁধ আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল, শক্তিশালী পা দুটো স্পর্শ করে দেখল, গভীর বক্ষঃস্থল আবিষ্কার করল।

"মিঃ বার্ডওয়েল, এখানে যা দেখছি তার চেয়ে বেশি বিস্ময় লুকানো আছে কি?"

জেস ঘাড় নাড়ল।

এনক বললে, "চোখে যদ্দূর দেখা যায় রেভারেণ্ড তদ্দূর পর্যন্ত বলেছেন।"

জেস সমর্থন করল, "হ্যাঁ, চোখে যদ্দূর দেখা যায়।"

"ওর মধ্যে মর্গ্যান-রক্ত আছে নাকি?"

"অর্ধেক আছে" গর্বের সঙ্গে বললে জেস।

এনক ঢোক গিলল। "ওকে পেলেন কী করে?"

জেস বললে, "ভগবানের দয়ায়, বলব কী, স্রেফ ভগবানের দয়ায়। একজন ভদ্রমহিলার দরকার ছিল একটা চটকদার ঘোড়ার—যাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই শক্ত হবে না।"

"রেড রোভার ঠিক তেমন ঘোড়া," এনক স্বীকার করল, তারপর কোমল কণ্ঠে বললে, "রেভারেণ্ড জিতলেন।"

জেস বললে, "লোকটি খুব সপ্রতিভ। যাক, এসব কথা নিয়ে আর নাড়াচাড়া না-করাই ভাল। কিন্তু এনক, তোমায় বলে দিচ্ছি, প্রত্যেক রবিবার গডলের লেজুড় হয়ে এলিজাকে নিয়ে সভাগৃহে যেতে যেতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। আমাদের পরে যেতে আরম্ভ করে গডলে আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, তারপর গতি কমায়—যার ফলে রাস্তার ধুলো আমাদের মুখে ঢোকে। এইভাবে গডলে আমায় বিরক্ত করে যাতে সভায় পৌঁছে আমার প্রার্থনা করার মত অবস্থা থাকে না।"

এনক সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করল, "বাড়ি ফেরার পথে আপনি কি একবার পরখ করে দেখেছেন ?"

শান্তকণ্ঠে জেস বললে, "দেখেছি, এনক। এই লেডী, ওই আধা-মর্গ্যান ঘোটকী পেয়েছে সিংহের হৃদয় আর পাখির ডানা। পক্ষীরাজ ছাড়া একে আর কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না।"

"কথাটা মিঃ এমার্সন বলেছেন বলে মনে হচ্ছে," এনক উৎসুক কণ্ঠে বললে।

জেস বললে, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওর রূপের অভাবটা মিটিয়েছে গতি।"

এনক প্রশ্ন করল, "এর ওপর নির্ভর করেই আপনি রবিবারের কথা ভাবছেন ?"

জেস বললে, "না, কারও 'পরেই আমি নির্ভর করছি না। রেভারেণ্ড মার্কাস অগাস্টাসের কথা তুমি শুনলে তো ? ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া ধীর-বেগে-চলা ঘোড়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। ব্ল্যাক প্রিন্স যদি রবিবার দিন আমাদের অতিক্রম করতে চেষ্টা ক'রে না পারে সেটাই নিয়ম—চিরন্তন নিয়ম। আর তা আকাশের তারার মতই সত্য, এনক।"

এনক চিন্তিত মুখে বললে, "একটা কথা ভাববার আছে। রেভারেণ্ডের বাচ্চারা হাড়গিলে আর আপনার সব নাদুসনুদুস। ষ্টিভ ও জেন বেশ মোটা হয়ে উঠেছে। এতে আপনার লেডীর ওপরে বেশি ভার পড়বে।"

কথাটা জেস মেনে নিল, "হ্যাঁ, ভাববার কথাই বটে। ধর্ম-সভায় না নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে যেতে কিছুতেই রাজী হবে না এলিজা।"

কী যেন চিন্তা করতে লাগল এনক। তার আঙুলগুলো লেডীর

সাজ-সজ্জা ঘাঁটতে ব্যস্ত।—"ভেবেছেন কী, একে দেখে আপনার স্ত্রী কী বলবেন ? এ-রকম একটা লেনদেন সম্বন্ধে ?"

জেস বললে, "আমার স্ত্রী কী বলবেন ? তাঁর কথা তো তুমি শুনেছ। 'দেখতে দৌড়দার নয় এমন একটা ঘোড়ার সঙ্গে রেড রোভারকে বদল কর।' ওকে কি দৌড়দার দেখতে ?"

"তার জন্যে বার দুয়েক তাকাতে হবে," এনক স্বীকার করল।

"কোন ঘোড়ার দিকে দুবার তাকায় না এলিজা। এখন আমি লেডীকে নিয়ে যাব এলিজার দেখার জন্যে। পুরুষরা বাড়ির বাইরে গেলে মেয়েদের গোলার কাছে আসা সে সমর্থন করে না।"

জেস লেডীকে গাড়ি থেকে খুলে নিল এবং কারেণ্ট বুনোর সারির মধ্যে দিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল। ধূসর গোধূলি এখন। দীপ জ্বালা হয়েছে। এলিজা ও ছেলেমেয়েরা ভেতরে অপেক্ষা করছিল। পুরুষরা কথাবার্তা শেষ করে ভেতরে এলে তারা পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে।

জেস আদর করে বললে, "লেডী, চল, তোমার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে।"

সপ্তাহের বাকী দিনগুলো কেটে গেল বেশ শান্ত ও সুন্দর ভাবে। গ্রীষ্মের সেই নির্জন কাল, যখন মনে হয় সময় যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পরিষ্কার দিন। সকাল থেকে বাতাস বইতে শুরু করে বিকেলের দিকে থেমে যায়। দূরের ধোঁয়া-রঙের পর্বতশ্রেণী যেন বাগানের ধারে সরে এসেছে। রক্তবর্ণ আয়রন-উইড, ফেয়ারওয়েল সামার, গোল্ডেন রড নির্মেঘ আকাশের নীচে স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। মাঠে আঁটি-বাধা শস্যের ওপর তীরের মত গিয়ে পড়েছে সোনালী আলো। একটা কাক দূর বনে চক্রবাকে নেমে এল। ও যেন জানাতে চায় সব-কিছু নিঃশেষ হয়নি, গ্রীষ্মকালও বড় আনন্দদায়ক।

রবিবার এল। সভায় যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে জেস আবিষ্কার করল সারে গাড়ির ধার-ঘেরা একটা কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না।

"হারাল নাকি?" এলিজা জিজ্ঞেস করল।

জেস তাকে বললে, "ঠিক হারিয়েছে বলব না। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিশ্রী ব্যাপার বটে, কিন্তু কী আর করা যাবে! বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে সে আর এলিজা বগি-গাড়িতেই সভায় যাবে।

রবিবারের পোশাক পরে এলিজা চত্বরে এসে দাঁড়াল এবং গম্ভীর গলায় বললে, "জেস, একজন ধর্মবক্তা বগি-গাড়িতে করে সভায় যাবে একথা আমি ভাবতে পারি না। এ যেন আমরা কোন মেলায় ঘোড়দৌড় দেখতে চলেছি।"

জেস বললে, "তুমি আমায় অবাক করলে, এলিজা। আমার ধারণা ছিল, বাহ্যিক আড়ম্বরের চেয়ে কর্তব্যকেই তুমি ওপরে স্থান দাও। বন্ধু ফক্স হেঁটে গিয়েই ধর্মোপদেশে ভিড়ে যেতে আনন্দ পান। আর তুমি চলেছ ড্যাশবোর্ড সদ্য কালো-রঙ-করা ও খাপে নতুন-কেনা চাবুক পরানো গাড়িতে চেপে।" তারপর বিমর্ষকণ্ঠে, "ঈশ্বর-প্রেরিত লোকেরা সর্বত্রই দেখছি বিলাসী হয়ে উঠছে।" সে হতাশ ভাবে মাটির দিকে তাকাল।

এলিজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ভাবে তাকে জোর করা জেসের ভাল লাগল না। আর এতে কাজ হবে কি না সে-বিষয়েও নিশ্চিত নয় সে। কিন্তু ফক্সের নামোল্লেখে কাজ হল। এলিজা ফক্সের মত নিতান্ত অল্পবয়সেই পৃথিবীর লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজে নেমেছে এবং সে জানে দরকার হলে ফক্স হাতে-টানা গাড়িতে চেপেও সভায় যাবে।

অতএব ওই ভাবেই তারা যাত্রা করল। গাড়ির অমন অবস্থা

সত্ত্বেও হালকা ও পবিত্র মন এলিজার। তারা যখন ঘূর্ণি-ফটক দিয়ে চলল, তখন লেডীর পা-ফেলা দেখে এলিজা খুশি হল—যাক, জাঁকালো চেহারা না হলেও কাজের আছে। লেডী সবজান্তার মত পা ফেলতে লাগল।

"তোমার ঘোটকী গাড়ি-টানার ব্যাপারে বেশ পোক্ত দেখছি," কোমলকণ্ঠে বললে এলিজা।

"ও আমাদের সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ," জেস বললে।

মেপ্‌ল্ গ্রোভ নার্সারি নামটা হয়েছে যা থেকে, সেই মেপ্‌ল্ গাছের ঝোপের প্রথম বাঁক যখন তারা ঘুরল, সেই সময়ে রেভারেণ্ড গড়লের গাড়ি এসে পড়ল। পেছন দিকে তাকানোর প্রয়োজন কেউই বোধ করল না, কিন্তু ব্ল্যাক প্রিন্সের ভারী দৃঢ় পদশব্দ দুজনেরই কানে এল।

কোলে সহজভাবে বাইবেলটা নিয়ে এলিজা স্থির হয়ে বসল, বললে, "ভেবে অবাক লাগে, গির্জে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে একজন লোক কী করে অন্য একটা ব্যাপারে অত মাথা ঘামাতে পারে! তোমারও কী তাই মনে হয় না, জেস?"

জেস বললে, "আমার কাছে অবাক লাগে না।"

ব্ল্যাক প্রিন্সকে তাদের পাশে আসতে না দেখে এলিজা আশ্চর্য হল। সাধারণতঃ এই চওড়া সমতল রাস্তায় পড়েই ব্ল্যাক প্রিন্স তাদের কাছাকাছি এসে পড়ে।

"তুমি একটু সরে দাঁড়াও জেস," এলিজা বললে।

"থানায় গিয়ে সরে দাঁড়ানোর কোন দরকার নেই আমার। আইনতঃ আদ্ধেক রাস্তা আমার।"

লেডীর চলার মধ্যে কোন দেখাশোনায় কোন আড়ম্বর নেই। ও

সাদাসিধে ভাবে পা ফেলছে। এলিজা স্পষ্টই বুঝল যে তারা বেশ দ্রুতগতিতে চলেছে।

"তোমার পক্ষে কি থেমে দাঁড়ানোই ভাল নয় জেস," সহজকণ্ঠে বললে এলিজা। কারণ, জেসের মনে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি তেমন বদ্ধমূল নয়, এলিজা তাকে জাগিয়ে দিতে চায় না।

জেস বললে, "বাঃ, আমি থামব কেন?"

গলার স্বর শুনে এলিজা বুঝতে পারল, দেরি হয়ে গেছে, আর কোন উপায় নেই। জেস আবার বললে, "কেন যে আমি থামব বুঝতে পারছি না। রেভারেণ্ড গডলের জন্যে আদ্ধেক রাস্তা পড়ে রয়েছে, আর আমি লেডীকে উত্তেজিতও করছি না।"

সবই নির্ভর করছে উত্তেজিত করা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। রোড রেভারের ক্ষেত্রে যেমন করত তেমনি ভাবে টুপি হাতে নিয়ে জেস লেডীকে উৎসাহ দিচ্ছে না, পরন্তু সে আসনের প্রান্তে হালকা ভাবে বসে, আলগা করে লাগাম হাতে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে এবং বাচ্চা খুকীর মত লেডীর সঙ্গে বকবক করছে।

"লেডী, সত্যিই তুমি প্রশংসার যোগ্য। অবাক করলে আমায়। এই চেহারায় এমন দৌড়ানো! না, আর কখনও তোমার চেহারার কথা ভাবব না।"

যথার্থভাবে বিচার করলে হয়তো বলা যায় যে, এই ভাবে উৎসাহিত করাবই চেষ্টা হয়েছে, উত্তেজিত করার নয়। কিন্তু এলিজার তখন চুলচেরা বিচার করার অবস্থা ছিল না।

পেছন ফিরে এলিজা রেভারেণ্ড মার্কাস অগাস্টাসের দিকে দেখল। হ্যাঁ, ভদ্রলোক ব্ল্যাক প্রিন্সকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। রেভারেণ্ড গডলের টাট্টু তাদের থেকে বেশি পেছনে নেই। রেভারেণ্ড নিজে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে লাগাম দিয়ে

ব্ল্যাক প্রিন্সের পাছায় আঘাত করছেন এবং নবাগত পাপীর মত ওকে উপদেশ দিচ্ছেন।

দেখে এলিজার মনটা তিক্ত হয়ে উঠল, ভাবল, "সবই ঠিক আছে। কেবল বাজিটা ধরা হলেই হল।"

তারও কসুর হয়নি। এলিজা কেবল জানত না। তাদের এখন বেথেল গির্জে নজরে এল। গডলের ধর্মসমিতির একাধিক লোক জেস ও গডলের প্রতিযোগিতা দেখে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, তারা নিজেদের ধর্মবক্তার ওপর যৎসামান্য বাজি ধরল। কেণ্টাকির ভাইয়ের জন্যে টাকা বাজি না রাখলে যেন আনুগত্যের পরিচয় দেওয়া হবে না। একে দুই ছিল বাজি—কিন্তু নেবার কেউ ছিল না।

একটা লম্বা, [illegible] উঁচু জায়গার ওপর বেথেল গির্জে অবস্থিত। ওখান থেকে ঠিক দেখা যায় না। কিন্তু রটে গেল যে, একটা হালকা ঘোটকী একটা ভারী বড় স্ট্যালিয়নের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে। এই জায়গায় এসেই ব্ল্যাক প্রিন্স নিকটতর হতে লাগল। চড়াইয়ের অর্দ্ধেকটা পার হবার আগেই স্ট্যালিয়নের নাক বগির চাকার কাছে পৌঁছে গেল।

উৎসাহ দেওয়া ছেড়ে জেস এখন লেডীকে উত্তেজিত করছে। এলিজা মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলল—যাকগে, যা হবার হবে, আর পারি না এইভাবে টুপি চেপে ধরতে। এদিকে জেসের খেয়ালই নেই তার মাথায় টুপি আছে, কি নেই। সে লেডীর মতই ছুটে চলেছে, ওর মতই ঘেমে নেয়ে গেছে আর হাঁফাচ্ছে। চড়াইয়ে উঠে লেডী গতি মন্থর করেছিল—কিন্তু তখনও আগে আগে যাচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লেডীর ক্ষমতা দেখে জেস হয়তো গর্বে চেঁচিয়েই উঠত। নেহাত তার ধমনীতে কোয়েকার-রক্ত ছিল তাই রক্ষে।

কিন্তু রেভারেণ্ড গডলের ধমনীতে কোয়েকার-রক্ত ছিল না। বরং

কেণ্টাকি রাজ্যের লোক বলে ঘোড়দৌড়ের মজায় অভ্যস্ত ছিলেন। ব্ল্যাক প্রিন্স জেসের গাড়ির পশ্চাৎ ছুঁতেই গডলের কেণ্টাকি রক্ত টগবগ করে উঠল। তিনি তাঁর টাট্টুর সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে লাগলেন।

এখন তারা এসে পড়েছে বেথেল গির্জের ঠিক বিপরীত দিকে। ব্ল্যাক প্রিন্স আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে আর রেভারেণ্ড গডলে ওকে জোর উৎসাহ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত।

কিন্তু লেডী দমবার পাত্রী নয়, জেসও নয়। এলিজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সে, এলিজাও এই প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িয়ে গেছে। বাইবেল শক্ত করে ধরে সে সোজা হয়ে বসে আছে এবং লেডীর উদ্দেশে মুরগীর ডাকের মত শব্দ করছে। শুনে জেসের ভাল লাগল না। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল যে, লেডীকে উৎসাহ দিচ্ছে এলিজা। সে চেঁচিয়ে বলছে, "এগিয়ে যাও, লেডী, এগিয়ে যাও।" মণ্ডপে বক্তৃতা করার অভিজ্ঞতা এলিজার নেই বটে, কিন্তু তার পরিষ্কার সুন্দর গলা লেডীর কানে গেল।

লেডী আগে-আগেই চলল। বরং গতি আরও দ্রুত করল। এর আগে ওকে কখনও কেউ এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেয়নি। পেছন থেকে কেবল টেনেই রেখেছে। অতএব উৎসাহ পেয়ে ও মেতে উঠল। যে-মুহূর্তে তারা বেথেল গির্জের মাটিতে পড়ল, তখনই ঘাড় সামনের দিকে টেনে, লম্বা লম্বা পা ফেলে লেডী দ্রুতগতিতে ব্ল্যাক প্রিন্সকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

জেস ভাবল, প্রতিযোগিতায় সে জিতে গেছে আর সেটা এখানেই শেষ হল। গ্রোভ সভাগৃহের বাকী পথটুকু রবিবারের উপযোগী ধীর-গতিতে যাওয়া যাবে। কিন্তু এমন একটা সঙ্কটজনক মুহূর্তে থামার ইচ্ছা ছিল না রেভারেণ্ড গডলের। তাঁকে পাপীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময়

লড়তে হয়েছে। প্রথম বিপর্যয়েই তিনি কাবু হবার পাত্র নন। তিনি ভাবলেন, লেডী দুর্বল হয়ে পড়ছে। আরও ভাবলেন, ব্ল্যাক প্রিন্স দমবার ছেলে নয়—বেথেল গির্জে ও কোয়েকারদের সভাগৃহের মাঝের আধ মাইল পথটুকুর মধ্যে ও ব্যাপারটার ফয়সালা করে নেবে। তাই রেভারেণ্ড এগিয়ে আসতে লাগলেন।

কিন্তু একটা কথা গডলে ভাবেননি। বেথেল থেকে সভাগৃহে যাবার ঢালু পথটা তাঁকে অসুবিধেয় ফেলবে। আর এতেই লেডীর পক্ষে কাজ হল। ব্ল্যাক প্রিন্সকে ফেলে এগিয়ে গেল সে—কিন্তু ঝড়ের বেগে নয়, লম্বা লম্বা পা ফেলে।

দুঃখের বিষয়, এই অবস্থায় এসে জেসের আনন্দ নষ্ট হতে চলেছে। লেডীর জন্যে শ... সে যে-আনন্দ পেয়েছে তা চেখে-চেখে উপভোগ করবে ভেবেছিল। তা আর হল না বুঝি।

প্রতিযোগিতায় জেতা কিংবা লেডীকে খুশি করা জেসের কাছে আসল নয়। এলিজা ওখানে বসে আছে। বিবর্ণ হয়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করছে। বাইবেলটা যেন প্রাচীন পাহাড়। সেই ভাবে সেটা চেপে ধরে আছে, আর তা থেকে প্রায় গড়িয়ে পড়ার মত অবস্থায় পৌঁছেছে। জেস জানে, এলিজা অন্য লোককে সহজেই ক্ষমা করে—কিন্তু ঘোড়দৌড় নিয়ে এত তেতে ওঠার জন্যে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে কি না জেস জানে না।

এলিজার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এখনও ঘটেনি। জেস স্পষ্ট দেখতে পেল। লেডী ও ব্ল্যাক প্রিন্স গডলেদের গির্জে পেরিয়ে আসার সময় একদল বেথেল-ভ্রাতা—যারা যথাসময়ের আগে এসে গাড়িতে বসে ছিল—শেষটুকু দেখার জন্যে রেভারেণ্ড মার্কাস অগস্টাসের পেছনে ধাওয়া করল। জেস ও এলিজার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা কোয়েকার গির্জের চত্বরে ঢুকতে চলেছে। ওরা ওখানে থাকবে না

বটে, কিন্তু জেসের ভয় হল, উল্টো মুখে আবার চলবার আগে ভেতরে ঢুকে পড়বে। আর শেষ পর্যন্ত তাই হল।

ব্ল্যাক প্রিন্সের তিন কদম আগে লেডী গ্রোভ সভাগৃহে পৌছল। জেস লেডীকে তখনকার মত খুলে ফেলে গাড়িটাকে দু-চাকার করল এবং গির্জের আরও কাছে সরিয়ে রাখল। বেথেল-সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে অনুসরণ করে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল। ওরা পরাজিত হলেও শান্ত হয়নি। রেভারেণ্ড মার্কাস অগাস্টাসই কেবল নির্বাক ছিলেন ওদের মধ্যে। স্মৃতিফলকের মত নীরব রেভারেণ্ড বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন, এমন কি তাঁর সাধের পোশাকও বিবর্ণ মনে হচ্ছিল।

চত্বরে অপেক্ষমাণ কোয়েকাররাও সব নিশ্চুপ। জেস ওদের মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারল না। কিন্তু এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, এইমাত্র ওদের চোখের সামনে যা ঘটে গেল তাকে ওরা শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য বলে মনে করছে। সপ্তাহের অন্য কোনদিন ঘূর্ণি-ফটকে এই গাড়ির দঙ্গল কোলাহল করে এলেই অসহ্য লাগত—আর আজ রবিবার ওদের ধর্মবক্তার পেছন পেছন ওগুলো ঢুকেছে।

জেস একটা ছেলেকে লেডীর দিকে নজর রাখতে বললে। এলিজার কথা ভেবে সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল। এলিজাকে নামতে সাহায্য করল সে। এলিজা তার টুপি হাতে দিলে সেটা মাথায় দিল। এলিজার মন যেন দূরে চলে গেছে। সে যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছে।

ধর্মসভার সকলকে অভিবাদন জানাল এলিজা। তারা তা ফিরিয়ে দিল। তারপর তাদের নিয়ে সে সভাগৃহে ঢুকল। দু পক্ষই চুপচাপ। ধর্মবক্তার আসনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এলিজা শান্তভাবে তার বাইবেল নামিয়ে রাখল এবং বনেটের দড়ি খুলে ফেলল।

পুরুষদের মধ্যে শক্ত হয়ে বসে ছিল জেস। সে জন্মগত কোয়েকার— তার আগে তার বাবা ও ঠাকুরদাও তাই ছিলেন—আর সে জানে এর চেয়ে আরও সামান্য কারণে অনেক কোয়েকার সভা থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

এলিজা তার ছোট পুরু হাত বাইবেলের ওপর রাখল এবং মাথা নীচু করে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল। এটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল জেস জানে না। কখনও মনে হচ্ছিল, চিরকাল ধরে এই প্রার্থনা চলছে। কিন্তু কোয়েকাররা নীরব উপাসনায় অভ্যস্ত। কেবলমাত্র জেসকেই অধৈর্য বোধ হচ্ছিল। তার বুকের বরফ শক্ত হয়ে যখন তার সহ্যশক্তির সীমা প্রায় ছাড়িয়ে গেছে, সেই সময় এলিজার মিষ্টি ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল, "আপনারা যদি কিছু বলতে চান, এখন বলতে পারেন।"

তারপর এলিজা আবার মাথা নীচু করল। কিন্তু জেস সভাগৃহের চারদিকে উঁকি দিতে লাগল। তার মনে হল, অধিকাংশ লোকের মুখমণ্ডল যেন খুশিতে ভরে উঠেছে—এখনও সেখানে হাসি দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু ওদের দৃষ্টি যেন বলছে, ঈশ্বর যে-উপায়ে সমস্ত কিছু চালান তাতে আমরা সন্তুষ্ট। সেদিন ধর্মসভার কোন সভ্য আর কিছু বললে না। কেবল সমাপ্তির আগে দুজন বয়স্ক বন্ধু প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন।

ফেরার পথে এলিজা ও জেস চুপচাপ। তারা বেথেল গির্জে পেরিয়ে এল। সেখানে উপদেশ সংক্ষেপে সারা হয়েছে বোধ হয়—কারণ ঘোড়া বাঁধার সব খোঁটা খালি। অক্লান্ত লেডী গর্বিত পদক্ষেপে তাদের বয়ে নিয়ে চলেছে। বাড়ি থেকে খানিক দূরে ঘূর্ণি-ফটকের নীচে এনক, স্টিভ ও জেসের সঙ্গে দেখা হল, আর এমানুয়েলা অপেক্ষা করছিল দোরগোড়ায়। কিন্তু জেস শুধু ঘাড়

নেড়ে শুভ সংবাদটা তাদের জানাল—এলিজার উপস্থিতির জন্যে জাঁক করে সে কথা বলতে পারল না। ইচ্ছা ছিল তার তাই বলার।

এলিজার মেজাজ ভালই ছিল। তবে একেবারে চুপচাপ। কথা বললে তবেই কথা বলছে। তাব সমস্ত কাজ করল জেস আর ছেলেমেয়েরা। সব সময়ই নিজেব মনে একাগ্র হয়ে রইল।

সন্ধ্যার দিকে জেস একটু অসুস্থ বোধ করতে লাগল। একটা বেদনা হচ্ছে—পাঁজরায়, বুকে কি পেটে, কোথায় বুঝতে পারল না। সে ভাবল, এক পেয়ালা সাসাফ্রাস চা তৈরি করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসে বসে খাওয়া যাক, হয়তো খানিক আরাম পাওয়া যাবে।

জেস যখন তাদের ঘরে ঢুকল, তখন রাত্রি হয়ে গেছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় সে দেখল, এলিজা তাব কালো চুল বেঁধে, রাত্রিবাস পরে পুব দিকের জানলায় বসে আছে।

জেসের হাতেব পেয়ালা লক্ষ্য করে এলিজা প্রশ্ন করল, "জেস, তোমার কি অসুখ করেছে?"

জেস বললে, "না, না।" এলিজার কণ্ঠস্বর শুনে যেই সে বুঝতে পারল যে এলিজা সামলে নিয়েছে নিজেকে, অমনি তার সমস্ত বেদনা দূর হয়ে গেল।

জেস জিজ্ঞেস করল, "এলিজা, এক পেয়ালা গরম সাসাফ্রাস চা খাবে নাকি?"

এলিজা বললে, "নিশ্চয় খাব। এই সময়ে বেশ ভাল লাগবে।"

চাঁদেব আলোয় কার্পেটের ওপর ফুটে-ওঠা গোলাপ-বিছানো পথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে জেস এলিজাকে চায়ের পেয়ালা পৌছে দিল।

চেয়ারে হাত রেখে, জানলার বাইবে তাকিয়ে এলিজা যখন চা পান কবছিল, জেস তখন দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত পৃথিবী চাঁদের আলোয় স্নান করেছে। পাহাড়, বন, ফলের বাগান, নির্বাক নদী সব। সেই

উজ্জ্বলতার নীচে তার বাড়ির ছাদ, যার আশ্রয়ে সব কিছু শান্ত নীরব আর বিশ্রামমগ্ন। লেডী নিজের আস্তাবলে, এনক এমার্সনের রচনা পড়ছে, ছেলেমেয়েরা বিছানায়।

জেস বললে, “মিষ্টি দিন, এত শীতল, এত শান্ত, এত উজ্জ্বল—পৃথিবী ও আকাশের মধু-মিলনের দিন।”

এলিজা যে-চেয়ারে বসে ছিল সেটা নড়ছে। এলিজা বুঝতে পারল, জেস হাসছে, জিজ্ঞেস করল, “ব্যাপাব কী, জেস?”

জেস হাসি থামাল, কিন্তু কিছু বললে না। সে ভাবল, একদিনে একজন স্ত্রীলোক ঘোড়া সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান হজম করতে পারে, এলিজা ততখানি করেছে। তবুও সে হাসতে লাগল এই ভেবে যে, সেই সকালে বেথেল গির্জেয় চিরন্তন সত্য বিষয়ে কী ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল।

নয়

নদীতীরে মিলব মোরা

বসন্তকাল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। একটানা শুকনো আবহাওয়া শেষ হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে পথের ঘূর্ণি-ফটকে ধুলো উড়িয়ে জানলার কাঠামো সুদ্ধু কাঁপিয়ে। সে হাওয়ায় চুল্লির গলগলে ধোঁয়া বসার ঘরে গিয়ে ঢুকছে। এলিজা কম্বলের জন্যে ছেঁড়া কাপড় পাট করছিল। সদরে সজোরে ঘা পড়ল—কেমন যেন গুরুগম্ভীর শব্দ। হাতের কাজ রেখে কাঁধের ওপর কোণাকুণি শাল ফেলে এলিজা দোরগোড়ায় গেল। এই লোকই যদি সামনের দরজায় না এসে পেছনের দরজায় ধাক্কা মারত এলিজা নিশ্চয় ভাবত, এ এক রাস্তার ভিখিরী।

"আপনি মিসেস বাডওয়েল?" লোকটি প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ," এলিজা বললে।

"আমি লাফে মিল্‌স্‌প। আপনাদের কয়েকটা ডিম উপহার দিতে এলাম," এলিজার সামনে দাঁড়ানো বুড়ো লোকটি বললে।

এলিজা ডিমগুলো দেখল। তার মনে পড়ল নামটা চেনা। বুড়ো লাফে মিল্‌স্‌প—ওর আসল নাম লাফায়েট, যদিও ও-নামে কেউ কখনও ডাকত না—মেপ্‌ল্ গ্রোভ নার্সারির মাইলখানেক দক্ষিণে ঘূর্ণি-ফটকের ওপারে থাকত সে। যে এলাকার লোক মিল্‌স্‌প, সেখানকার সব কিছুই আবহমানকাল ধরে অদ্ভুত। সে নিজেও

অদ্ভুত। ও-অঞ্চলের বৈচিত্র্য তার ভাল লাগত। সেখানেই জন্মেছিল, কিন্তু অল্প বয়সে ছেড়ে চলে গিয়েছিল রাজ্যের উত্তরে ছুতোরের ব্যবসা করতে। দীর্ঘ বিপত্নীক জীবন কাটিয়ে বাপ মারা গেলেন বংশের খামার দেখার ভার লাফের ওপর ছেড়ে। তাই সে ফিরেছে।

"সত্যি এ আপনার মহানুভবতা, বন্ধু মিল্‌স্প। এই ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়ে ঘরের ভেতরে এসে শরীরটা গরম করে নেবেন না একটু?" লোকটিকে ঠিকভাবে চিনতে পারার পর এলিজা বললে।

"আপনার বলার অপেক্ষাই করছিলাম," কথাগুলো সরল ভাবে বলে বুড়ো লাফে ঘরে ঢুকল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলিজা অতিথির দিকে ফিরে চাইল। লোকটি সামান্য কয়েকটি কথায় নিজেকে এত বেশি ব্যক্ত করেছে যে ভদ্রতার অতিরিক্ত দৃষ্টি দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে দেখল এলিজা।

বুড়ো লাফে হাসল। ফলে লম্বা তামাটে গোঁফজোড়া শূন্য মুখগহ্বরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক যেমন চুনোট গুহার পাশে ছড়িয়ে থাকে দ্রাক্ষালতা।

"এর পরে আবার যখন আমায় ভাল করে দেখবেন তখন চিনবেন ঠিক আমি কে," মিল্‌স্প বললে।

কথাটায় অস্বীকার করার মত কিছু আছে বলে এলিজার মনে হল না। মাথায় টুপি নেই, আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে লাফে, হাতে ডিমগুলো ধরে আছে, যেন এবড়ো-খেবড়ো ডালপালা কোন গাছ থেকে পাখির বাসা সমেত ভেঙে পড়েছে।

"হ্যাঁ, তা ঠিক," কণ্ঠস্বরে যতখানি প্রীতির সুর আনা সম্ভব এনে বললে এলিজা, "আপনি আমাদেরই পড়শী, তাই না?"

লাফের অজস্র-কুঞ্চিত মুখমণ্ডলে আড়াআড়িভাবে দুটো চামড়ার ভাঁজের ওপর ছোট্ট বিন্দুর কুতকুতে চামড়া-রঙের চোখে হাসি ফুটে

উঠল। "হ্যাঁ, আমি আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের জন্যে একটা উপহার এনেছি।" হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সে।

যতখানি আগ্রহ আয়ত্ত করা সম্ভব হল ততখানি আগ্রহ নিয়ে এলিজা উপহার গ্রহণ করল। যাতে করে ডিমগুলো আনা হয়েছে সেটা গোল—খড়জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি। হাতে করে নেবার সময় এলিজার মনে হল, শুধু মুরগীটাই নেই, তা নয় তো আর সবই যেন হুবহু রয়েছে।"

"আপনি নিজেকে একেবারে বঞ্চিত করেননি তো ভাই? এক ডজন বা তার বেশি ডিমই এনেছেন মনে হচ্ছে।"

"সতেরটা," সগর্বে বললে লাফে। তারপর স্বীকার করল, "ওর মধ্যে একটা অবশ্য ব্যাণ্টাম জাতের। না না, উপহার গ্রহণ করে আমায় বঞ্চিত করছেন না কিছুই। আমি ডিম খাই না। ছুঁই না পর্যন্ত। ওটা আমার আদর্শের বাইরে।"

মাংস খায় না এমন লোকের কথা শুনেছে এলিজা। তার মানে বোঝে—এমন কি নিজেও না-খাওয়া অভ্যাস করবে ভেবেছে অনেকবার। কিন্তু ডিম খায় না এমন লোকের কথা এই প্রথম শুনছে সে। "আপনার বুঝি ডিমের বিপক্ষে বদ্ধমূল ধারণা কিছু আছে?" শান্তভাবে এলিজা জিজ্ঞেস করল।

"না না, বিপক্ষে কেন? আপনি ভুল বুঝেছেন। এ-পায়ের জুতো ও-পায়ে পরেছেন। বিপক্ষে নয়, স্বপক্ষে।"

আধারসমেত ডিমগুলো তখনও এলিজার হাতে। এমন নমনীয় আধারটা যে, নামিয়ে রাখলে ডিমগুলো গড়িয়ে পড়ে যাবে। দেখতেও আধারটা মুরগীর বাসার মত। বাসা বলেই এলিজার স্থিরবিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল এবং তাই অনুমানও করছিল সে, এটাতে ডিম কেন, বাচ্চাও আছে অনেক।

এলিজার হাসি বুড়ো লাফেকে খুশি করল যদিও। সে বললে, "না ম্যাডাম। ধারণাটা বিপক্ষে নয়, স্বপক্ষে। আমার মনে হয় ডিম হল এক অতি নিখুঁত জিনিস। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির একটি, এত সুন্দর যে খাওয়ার কথাই ভাবা যায় না। ভাবতে পারেন, মিসেস বার্ডওয়েল, একটা ডিমকে আরও ভাল কিছুতে রূপান্তরিত করার কথা ভাবতে পারেন ?"

এলিজা মাথা নাড়ল।

"না, ভেবে দেখুন। আরও ভাবুন জিনিসটা নিয়ে।"

বিষয়টা এলিজার ভাবনার বাইরে। লাফের কথা শুনে চেষ্টা করল চিন্তা করার। কিন্তু না, ধারণায় এল না। ডিম খেতে সুস্বাদু, দেখতে সুন্দর আকারের, এ-জিনিসটা পাড়ার ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় বটে মুরগীরা।

এলিজা বললে, "আপনার সঙ্গে আমি একমত। ডিম এক অতি সন্তোষজনক জিনিস।"

"সন্তোষজনক।" বুড়ো লাফে শব্দ করল ঘোড়ার মত। কোটের প্রান্ত তুলে ধরে লাফে আগুনের এত কাছে এগিয়ে এল যাতে তাপ আরও ভালভাবে গায়ে লাগে। তা দেখে এলিজা খুশি হল। কিন্তু তাপ লেগে সে খানিকটা ঘেমেও উঠল।

"আপনি বলতে পারতেন ডিমের মত সুন্দর চাঁদ। কিন্তু চাঁদ কি তা দিতে পারে ? অ্যাঁ ?" লাফে বললে।

"না, যতদূর জানি পারে না," এলিজা দুর্বলকণ্ঠে বললে।

"গোলাপকেও আপনি ডিমের সমকক্ষ বলতে পারেন, অন্ততঃ যে-রকম বাছাই সৌন্দর্যে ওর সৃষ্টি সেই অর্থে। কিন্তু একটা গোলাপ কি এক শো বছর টিকে থাকে, পারে তার আকারটাকে ধরে রাখতে

সেই শেষ-বিচারের দিন অবধি? ঠিক যেমন একটা ডিম পারে যদি না সে ভেঙে যায়?"

হাতের সতেরটা ডিমের দিকে চেয়ে এলিজা বললে, "না, তা পারে না বলেই তো জানি।"

বুড়ো লাফে আবার বললে, "আপনি এ কথাও বলতে পারেন, একটা পান্না একটা ডিমের চেয়ে মূল্যবান। কিন্তু বলুন তো মিসেস বার্ডওয়েল, একটা মরুদ্বীপে আপনি কী দেখলে খুশি হবেন? একটা ডিম, না, একটা পান্না?"

"একটা ডিম," বললে এলিজা। এমন উত্তরই আশা করছে লাফে। কল্পনায় কিন্তু এলিজা তখনও দেখছে, সে যদি নৌকো থেকে নেমে দু পা এগিয়ে যায় এবং যদি তার সঙ্গে থাকে প্রাতর্ভোজনের উপযুক্ত তাজা ডিম, তাহলে মরুদ্বীপে পান্নাই খুঁজতে ভাল লাগবে তার।

"তাহলে বুঝলেন, এই জন্যেই ডিম না-খাওয়া। যারা খায় তাদের সম্বন্ধে বলার আমার কিছু নেই। সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে? আমি একটা ডিম ফাটাবার চেয়ে একটা রামধনু দু আধখানা করার কল্পনা সহজে করতে পারি। যান না, ডিমগুলোকে কোথাও নামিয়ে রেখে আসুন না, মিসেস বার্ডওয়েল। খানিকটা গল্প করা যাবে। আবহাওয়া যা বেয়াড়া, বাইরে গিয়ে কিছু করার জো আছে?" একটা দোলানো-চেয়ারে বসে দিব্যি অন্তরঙ্গ স্বরে বললে লাফে। ওর পরনের ট্রাউজারটা ইতোমধ্যে বেশ গরম হয়ে গেছে।

ডিমগুলো থেকে মুক্তি পাবার অবকাশে খুশি হল এলিজা, বললে, "ধন্যবাদ ভাই মিল্‌হ্‌প, তাই করি।" সে রান্নাঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

গাছের কলম লাগাবার যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে রেখে পেছন দিকে

মাথা হেলিয়ে বসে ছিল জেস। হাসছিল খুব। হাসির চোটে চোখের জল নাকের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসে মুখের কোণে চামড়ার খাঁজে আটকে গেছে। এলিজা তার স্বামীর উপস্থিতি তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না।

"শাংহাই বেরি," ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে জেস বললে, "আহা, মহার্ঘ শাংহাই বেরি! তাহলে এলিজা, তুমি পান্নার চেয়ে ডিম পেলেই খুশি হবে?"

"থামো," এক-বিকেলে ডিম সম্বন্ধে যত আজগুবি কথা হজম করা সম্ভব তা এলিজার শোনা হয়ে গেছে—সে ঝাঁজিয়ে উঠল, "চুপচাপ চলে যাও। তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ কর গে।"

"আমার প্রতিবেশী?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরুষ প্রতিবেশী। যাও, আলাপ কর গে।" এলিজা এমনভাবে বললে যেন তার জন্যে জেস দায়ী।

কলম-তৈরির কাজে হাঁপিয়ে উঠেছিল জেস। তাই উঠে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বললে মিল্‌স্‌পের সঙ্গে। এই সময়টুকুর মধ্যে এলিজা উনুনে আঁচ দিয়ে আর এক দফা ডিম দিয়ে পিঠে তৈরি আরম্ভ করল। অমন নিখুঁত সৃষ্টির কী পরিণাম হচ্ছে সে-সব না ভেবে ফটাফট ডিম ফাটিয়ে বললে এলিজা, "শাংহাই বেরিই বটে। জেস যদি ডিমকে এত মজার জিনিস ভাবে তাহলে খাক আরও কয়েকটা, আর হাসুক।"

পিঠেগুলো তখনও চুল্লীতে। জেস রান্নাঘরে ফিরে এল। "আমাদের বন্ধু মিল্‌স্‌প ভারী মজার বুড়ো, এলিজা। উনি এবার যাবেন। টুপিটা ফেরত চাইছেন। ওটা নিয়ে তুমি কী করছ?"

এলিজা বললে, "আমার যদ্দূর মনে পড়ে উনি তো খালি মাথায়

এসেছিলেন। যদি সত্যিই টুপি এনে থাকেন, দেখ, নিশ্চয় বসার ঘরে কোথাও ফেলেছেন। আমি তো বাপু দেখিনি।"

জেস তখুনি ফিরে এসে বললে, "ও এলিজা, উনি বলছেন, ডিমগুলো এনেছেন যাতে করে সেইটেই ওঁর টুপি। তুমি কী করলে সেটা দিয়ে?"

এলিজা গম্ভীরভাবে তাকাল জেসের দিকে, বললে, "আমি তো সেটা উনুনে দিয়ে দিয়েছি। ওটা যে টুপি জানব কী করে? আমার মনে হল মুরগীর বাসা। তেমনি উকুন সমেত। মোট কথা, সে গেছে। সেটা জ্বালিয়েই তো আমি পিঠে সেঁকছি। কী করা যাবে?"

"চমৎকার আতিথেয়তা," রাগত স্বরে জেস বললে, "ঘরে পড়শী এল প্রথম, দিলে তার টুপি জ্বালিয়ে! আর কী, গিয়ে এখন বলা যাক— বন্ধু, আমার স্ত্রী বলছেন তিনি আপনার টুপি জ্বালিয়ে উপস্থিত পিঠে তৈরি করেছেন। আচ্ছা, সত্যিই সেটা জ্বালিয়েছ নাকি?"

অধৈর্য হয়ে এলিজা বললে, "আঃ জেস, তুমি কি আমায় অন্ধ মনে কর? আমি তাকে খুঁচিয়ে উনুনের ভেতর ঠেলে দিলাম, দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। যাও ভেতরে। বল গে, ভুল করে জ্বালিয়ে ফেলেছি টুপিটা।"

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জবাব দিল জেস, "ভুল বলে মনে করি কী করে? দিব্যি ঠেলে গুঁজে দিলে আগুনে।"

"এখন যখন জানা যাচ্ছে ওটা টুপি, তখন ভুল বইকি।"

বসার ঘরের দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে কি ভাবল জেস, তারপর বললে, "মিল্‌স্‌প আর আমাদের মধ্যে প্রতিবেশীর প্রেমের এখানেই ইতি বোধ হয়।"

জেস ভুল ধারণা করেছিল। বুড়ো লাফে রাগ করবার লোক নয়। তা ছাড়া এলিজা তার একমাত্র টুপি পোড়ায়নি। আবার সে অবিকল

অনুরূপ আর একটা টুপি মাথায় দিয়ে এল। তেমনি উপদেশ দিতে। এলিজা লক্ষ্য করে দেখল, এ টুপি সেই ডিম-রাখা টুপিরই যমজ।

একদিন সন্ধ্যেবেলার কথা। এলিজা দেখল, লোকটা নড়ার নাম করছে না। এ ক্ষেত্রে ওকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয় এই মনে করে এলিজা বললে, "আজ রাতের আহারটা আমার এখানে সারায় আপত্তি নেই তো? জেম অবিশ্যি এখনও শহর থেকে ফেরেনি। তবু আমরা আর অপেক্ষা করব না। জানেনই তো জেমকে। একবার এসে কথা কইতে শুরু করলে—"

বুড়ো লাফে বললে, "ধন্যবাদ। খেতে আমার আপত্তি নেই। আপনার ওই রান্নার গন্ধে খানিক আগেই আমি স্থির করেছিলাম, আমায় যদি খেতে বলা হয় আমি বলব—হ্যাঁ। রান্না আমি মোটামুটি ভালই করি, কিন্তু রুটি-সেঁকা আমার আসে না। রীতিমত ভোজ হবে।"

সুপক্ক খাদ্যদ্রব্যের সুগন্ধের মাঝে বুড়ো লাফেকে খাপ খায় না বলেই এলিজার ধারণা, না হলে সে ওকে আগেই খেতে বলত। বুড়োর আনন্দ দেখে এখন বিবেকের তিরস্কার অনুভব করল। ছি ছি এলিজা, শেষে কিনা ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বিচার? হৃদয় নয়, নাসিকা! বেচারা বুড়ো লাফে, একটা ডিম ফাটাতে কষ্ট পায় এমন উদার—লোকজনের সঙ্গে মেশার জন্যে লালায়িত। ওর মধ্যে যেটুকু গরমিল তা সাবান আর জলেই মিটে যাবে।

এলিজা যথেষ্ট সাবান আর জল ঘরের বাইরে ধোয়াধুয়ি করবার বেঞ্চিটার উপর রাখল। তারপর সোজাসুজি বললে, "খাবার আগে আমরা এখানে গা হাত ধুয়ে নিই মিঃ মিলসপ। ছেলেদের হয়ে গেছে, আমরা মেয়েরা সারি বাড়ির ভেতরে। যতক্ষণ খুশি সময় নিতে পারেন আপনি। আপনার হয়ে যেতে যেতে খাবারও তৈরি

হয়ে যাবে।" এলিজা বোঝাতে চাইছিল ধোয়া-মোছা হল এ-বংশের একটা পুরনো আচার। বুড়ো লাফের প্রয়োজনের জন্য নতুন কিছু করা হচ্ছে না।

বিরাট গামলায় ভাপ-ওঠা জলের দিকে তাকাতেই বুড়ো লাফে যেন তার পরিধেয়ের ভেতরই কুঁকড়ে উঠল। যেন কোন পাপীকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে পবিত্র প্রস্রবণের কাছে।

লাফের অনিচ্ছুক হাতে সাবান গুঁজে দিয়ে বেশ স্ফূর্তিতে বললে এলিজা, "এই যে তোয়ালে। আর, আমার নিজের তৈরি সাবান।"

যেন বিছুটি ছুঁয়েছে এমনি ভাবে মাটিতে সাবান নামিয়ে প্যান্টে হাত ঘষতে লাগল লাফে: "না, আমার সাহস হচ্ছে না।"

"কী হচ্ছে না?" যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে প্রশ্ন করল এলিজা।

"সাহস হচ্ছে না। জানেন মিসেস বার্ডওয়েল, এই গাড়ুলটুকু যদি ডোবাই আমার সারা শরীরে হাঁফ ধরে, জলের তেষ্টায় ছটফট করে। জলের এক ঝাপটা পাবামাত্র দুপুর-রোদের মরুভূমির মত জলের স্বাদের জন্যে সারা শরীরের পেশী কুঁচকে ওঠে।" জলপাত্র থেকে সরে গিয়ে লাফে বললে, "একবার যদি ছুঁই আমায় ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়তে হবে বৃষ্টি-ধরা পিপের মধ্যে। তৃষ্ণা মেটাতে আমায় ছুটে যেতে হবে ঘোড়ার জলাধারের কাছে। না, তা আমি কিছুতেই পারব না মিসেস। এই বয়সী লোক একজন, একে তো খেতে আসা বাড়তি একজন হয়ে—তার পক্ষে এই জলাধার ঘিরে হৈ-হল্লা? না না, মিসেস বার্ডওয়েল, ভুলেও তা সম্ভব নয়।"

কথাগুলো বলতে বলতে লাফে পাত্রটি সযত্নে তুলে তার সমস্ত জল ধীরে ধীরে পাথুরে জায়গাটায় নিঃশেষে ঢেলে দিল। পাত্রটি যথাস্থানে রাখতে রাখতে লাফে আবার বললে, "হ্যাঁ, তাহলে আপনার ওই সুস্বাদু

কবলার আর ফেলে রাখার কোন মানে হয় না, কি বলেন? ওতে ডিম নেই, না?"

এলিজা যেন হতভম্ভ হয়ে গেছে। জলের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত গড়িয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, "না, ডিমের নামগন্ধ নেই।"

"তাহলে আর সময় নষ্ট কবার দরকার কী?"

"না, দবকার নেই। চলুন, বসবেন গিয়ে খাবাব টেবিলে।" বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে এলিজা বললে।

সব শুনে জেস ঠাট্টার স্বরে মন্তব্য করল, "মেয়ে তো—"

যেন ওই একটা কথাতেই সমস্ত বলা হয়ে গেল।

এলিজা বললে, "মেয়ে তো মানে? লাফে মিল্‌স্‌পর ফটিক-জল অবস্থার জন্যে আমি দায়ী হলাম কী করে?"

"তোমার উচিত ছিল ওর ধাপ্পা বুঝতে পারা।"

এলিজা পাশ ফিরে শুয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল: "দেখ, তুমি যদি মনে করে থাক যে, আমি তোমাব পেয়ারের বন্ধুদের খাবার আগে চানের বন্দোবস্ত করে দেব তাহলে ভুল করেছ। আমার রান্নাঘরে তারা জলকাদা ছিটোবে আর উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করবে, হুঁঃ!"

"বেশ, অপেক্ষা কর। বুড়ো লাফে যেদিন আমার পাল্লায় পড়বে দেখবে সেদিন কী হয়!"

অপেক্ষা করল এলিজা। সময় এল। জেসের হাতে লাফের নাওয়া-ধোওয়ার ব্যাপারটা ছেড়ে রান্নাঘর থেকে দূরে সরে রইল। শেষ পর্যন্ত লাফে খাবার টেবিলে এসে বসল যেমনকার তেমন। জলের লেশমাত্র নেই শরীরে। কিন্তু জেস মুখ বুজে বসে থাকে। এলিজা প্রশ্নবাণ ছোঁড়ে, তবু সে নিশ্চুপ।

এলিজা বললে, "ওর সারা শরীর জল শুষতে চাইছে। নাও জেস, দাও না এবার ধাপ্পা ভেঙে।"

"দেখবে—দেখবে, সময় হলেই দেখবে। মিল্‌স্‌পর্কে একদিন এমন জল খাওয়াব যে ওর শরীরের সব তেষ্টা মিটে যাবে।"

এলিজার পরবর্তী অনুমান হয়তো ঠিক। কথাটা বলামাত্র দুষ্টু-বুদ্ধিটা জেস তার মগজে পুষতে শুরু করেছিল। হয়তো এমন একটা ধারণা অনেক আগেই তার মাথায় লুকনো ছিল এবং বুড়ো লাফেকে দেখে সেটা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে জিনিসটার তৈরির ব্যাপার ছাড়া বুড়ো লাফের কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তো জেস কখনও তা স্বীকার করেনি। জেস খালি বলত, সবই এলিজার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে।

গ্রীষ্মের আবহাওয়া। এলিজা বাড়িময় চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। জেসের ভাষায় বলতে গেলে যেন ঘরে ঘরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনাকেই প্রশ্ন তার, "কী চাও মন? কী পরিবর্তন?"

ওই যে গরম হাওয়া পর্দা উড়িয়ে বইছে, থেমে যাবে ও? ওই যে পীচফল পাকো-পাকো, পাকাবে ওদের? ওপাশে কথা কইছে জেস আর লাফে, থামবে? কী চাও মন—অন্য লগ্ন, অন্য বাসা, অন্য ঋতু?

না না, এই লগ্ন, এই বাসা, এই ঋতু—ঠিক যেমনটি চাই তেমনই আছে। যে সুখকর অবস্থায় মেয়েরা পৌঁছতে চায়, এখন এলিজার সে অবস্থা। কোথাও কোন গোলমাল নেই, নিশ্চিন্ত সে।

বারান্দাটা দেখে চোখ জুড়োয়। সাজানো আসবাবের সারি। বসবার ঘরটা যেন হাত বাড়িয়ে স্বাগতম্‌ জানাচ্ছে। চেয়ার বলছে, বোস, দোল খাও। ফুল বলছে, ঘ্রাণ নাও। এলিজা চেয়ারে গা এলিয়ে দোল খেতে লাগল। উঠে বুকভরে ঘ্রাণ নিল। না, এর চেয়ে

ভাল আর হয় না, সবই মনোমত লাগে। ম্যাণ্টলপীসের এক প্রান্তে সাটিনের গোলাপটা (পরিষ্কার লাল, পাপড়ির মত পাতলা সিল্ক), ওদিকে ভেলভেট গোলাপের সঙ্গে সৌন্দর্যের একটা সমতা রেখেছে। কিন্তু একটু যেন ত্রুটি রয়েছে। এলিজা ভেলভেট গোলাপটা সামান্য একটু ডাইনে সরিয়ে দিল। হ্যাঁ, এবার সর্বাঙ্গসুন্দর হল। হলদে কম্বলের কার্পেটের লাইন বরাবর রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল এলিজা। ছবি যেন রসুইখানাটা। এলিজার আঁকা ছবি। শিল্পী যেমন ক্যানভাসের কথা ভুলে তার তুলির-আঁচড়ে-আঁকা গলিপথ মাড়িয়ে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসে, তেমনিভাবে এলিজা কল্পনায় প্রবেশ করল তার রসুইঘরে।

দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল। কানে এল দুটো কণ্ঠস্বর। জেসের ভরাট গলার সঙ্গে বুড়ো লাফের মিহি সুরের মিশ্রণ ভেসে আসছে গ্রীষ্মের বাতাসে। যেন বৃহদাকার মধুমক্ষিকা আর বোলতার মিশ্রিত গুঞ্জন। বেশ স্ফূর্তিতে শুনল সে।

তারপর হুড়মুড় করে কিছু বলে গেল ওরা। শুনল সে। যা শুনল তা ভাল লাগল না মোটেই।

বুড়ো লাফে বলে চলল, "উলঙ্গ, সদ্যজাত শিশুর মত উলঙ্গ। সেই ঘরে ছড়ানো থাকবে সারা দেহ, সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষটির মাঝখানে একটুখানি পাতলা আবরণও নেই। এমন কিছুমাত্র নেই অঙ্গে, যাতে বোঝা যায় মানুষ না মাছ। দেহসম্ভোগের কামরা, জেস বার্ডওয়েল। সারা শহরে একটা ক্ষতের মত, প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাবে···"

এলিজা দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে আর শুনতে না হয়। ফিরে এসে আবার হেলানো চেয়ারে এলিয়ে দিল নিজেকে, দোল খেল, নিঃশ্বাস টেনে ঘ্রাণও নিল, কিন্তু আর ভাল লাগল না। সব-কিছু নিখুঁত হওয়াও যেন ভাল লাগে না, ফাঁপা লাগে যেন' ভেলভেট

গোলাপের একটা পাপড়ি মাটিতে খসে পড়ল। থপ্‌ক্‌ পড়ে। জেস এখন কী করবার তালে আছে ?

যাই করুক, বিবেক তাড়া লাগাচ্ছে না জেসকে তা ঠিক। বুড়ো লাফে বিদায় নিলে পর পা টিপে টিপে (এলিজা শুনতে পাচ্ছে সব) সন্থ-সাফ-করা রসুইঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে প্রবেশ করল জেস। তারপর হাসি-হাসিমুখে বললে, "সত্যি বলছি এলিজা, তোমার ঘরদোর এমন ঝলমল করছে যে পায়ের পাতা সমান করে ফেলতে ভয় করছে আমার।"

বক্তৃতার এমন অভিনয়ে এতটুকুও অবাক হল না এলিজা।

বাইবেলের মুসার মত নম্র জেস ঝুঁকে পড়ে চ্যুত ভেলভেট পাপড়িটা তুলে নিল ও নিজের লালচে গালে এপাশ-ওপাশ ঘষতে লাগল। জেস প্রশ্ন করল, "এলিজা, এত ভাল গোলাপ-ফোটা বছর আর মনে পড়ে ?"

এলিজা শুধু চেয়ারে দুলতে লাগল।

জেস বললে, "যাক, সন্ধ্যা হল বলে। যাই, আমার কাজ করি গে।"

এবার দোলন থামিয়ে এলিজা জিজ্ঞেস করল, "জেস, আমি যেন শুনলাম, তুমি আর লাফে কী বলাবলি করছিলে ?"

"কেন বল তো ? কই, তুমি শুনেছিলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"লাফে একটা খেয়ালী বুড়ো, তাই না ? কিন্তু ও বড় ধার্মিক, বড় কাজ পাগল লোক, বুঝলে এলিজা। ওর মত ভাল ছুতোর কোথাও নেই।"

জেসকে এবার আসল কথায় আনা দরকার বোধ করে এলিজা সোজাসুজি প্রশ্ন করল, "কার কথা বলছিল লাফে, হাত-পা ছড়িয়ে—"

থেমে গিয়ে যথাযথ শব্দ হাতড়াতে লাগল এলিজা, তারপর : "কাপড়-চোপড় ছেড়ে।"

"আমার কথা," মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল জেস।

"তোমার কথা?" বিস্ময়বিস্ফারিত মুখে বলে উঠল এলিজা, "উলঙ্গ হবে কোথায়?"

"আমার বাথরুমে, এলিজা। ময়লা ধুয়ে ফেলব, তাই।"

এ সবই তাহলে পূর্বপরিকল্পিত। শুধু এলিজার সুখের জন্যে ঘরদোরের ভোল বদলে দেবার পরিকল্পনা। কেবল পরিশ্রম কমানো নয়, পরিচ্ছন্নতা বাড়ানো নয়, এর পছনে ছিল নাগরিক হিসেবে গর্ববোধ। লোকে বলবে এমন ঘর ওহায়োর পশ্চিমে এই প্রথম। শুধু তাই কেন, হয়তো অ্যালিঘেনি পর্বতমালার পশ্চিমেও এমন ঘর একমেবাদ্বিতীয়ম্। অথচ জাকের মত ছুতোরের পক্ষে এ-কাজ এমন কিছুই নয় : রসুইঘরের পেছনের বারান্দার খানিক অংশ ঘিরে ফেলা, কোন ধাতুর তৈরি একটা টাব বসানো, ওপরের ট্যাঙ্কের জল পাইপ বয়ে এনে রসুইঘর-সংলগ্ন বাগানে পড়া, যাতে অপচয় না হয়, ইত্যাদি।

বন্যায় ডুবুডুবু অসহায় ব্যক্তি যেমন খড়কুটো জাপটে ধরে তেমনিভাবে এলিজা সেই ধরল : "ওই বাজে জলে বাগানে শাকসব্জী হবে, আর তাই আমি—"

জেস তার দিকে আড়চোখে চাইল, তারপর প্রশ্ন করল, "তাহলে তুমি জমি উর্বর করার ব্যাপারেও বিরোধিতা করছ?"

এলিজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেল। আর জেস অমনি কথার তোড় বইয়ে দিল তার পরিকল্পনার বিবরণ দিতে।—"বুঝলে এলিজা, সুন্দর রঙ দিতে হবে ঘরে। মেঝেতে ভাল কাপড়ের টুকরো, যার ওপর জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে। শীতকালে একটা স্টোভ থাকবে

ঘরটা গরম রাখার জন্যে, কী বল? ঘরখানা যা হবে এলিজা, ঘরের জন্যে লোকে আমাদের নাম করবে।"

এ বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ রইল না এলিজার। কথাটা সে সমর্থন করল। "কিন্তু," অনুতাপের সুরে বললে এলিজা, "আমরা প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়ে যাব। এ-অঞ্চলের লোকেরা বলবে, ওরা পোশাক-আশাক খুলে আলস্যে শুয়ে থাকে।"

জেস বললে, "শুয়ে থাকবার কোন দরকার নেই। যেমনি নামা তেমনি ওঠা করলেই হবে।"

সাবধান করে দিল এলিজা: "প্রলোভন জয় করা শক্ত। কারণ ঘরটি বেশ গরম আর টবটাও আকারে মানানসই।"

জেস সঙ্গে সঙ্গে বললে, "দেখ, তুমি তাহলে মেনে নিচ্ছ যে ওটা বেশ আরামদায়ক হবে।"

সম্ভ্রমের সুরে এলিজা বললে, "জেস বার্ডওয়েল, জীবনে আরামটাই সব নয়। তা ছাড়া লোকে আরামের জন্যে চান করে না। মনে রেখো, এ ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাই আসল লক্ষ্য।"

জেস বললে, "কিন্তু আমি যা বলছি তাতে আরও পরিচ্ছন্ন হতে পারবে। আরও জল পাওয়া যাবে, সারা শরীর ঘষার সুযোগ মিলবে।"

এলিজার কালো চোখ অধিকতর কালো হতে শুরু করেছে, সে বললে, "তুমি কি বলতে চাও জেস, আমি পরিচ্ছন্ন নই?"

রাগ ও অনুরাগ দুইয়ে মিলে গরম হয়ে উঠল জেস, চিৎকার করে বললে, "ঈশ্বরের দোহাই, ও কথা বলিনি আমি। তোমার মত পরিচ্ছন্ন লোক কখনও আমার চোখে পড়েনি।"

"তবে আর আমার জন্যে বাথরুম তৈরির দরকার নেই। ওটা হবে কয়লার খনিতে কয়লা নিয়ে যাওয়ার সামিল।"

"আমি জানি এলিজা, যে-কোন জিনিস নতুন পন্থায় ও ভালভাবে

করার বিপক্ষে তুমি সব সময়। সময়ে সময়ে তোমাদের পরিবারে একদল উদ্যমী ও দূরদর্শী পুরুষের বিয়ে না হলে তুমি ও তোমার আত্মীয়া মেয়েরা এখনও গুহাতেই থাকতে আর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রান্না করতে। তোমাদের হাতে পৃথিবী ছেড়ে দিলে হয়েছিল আর কি! তাহলে আমাদের এখনও গাছের ছাল পরতে হত।"

এলিজা জোর দিয়ে বললে, "আমাদের মত লোকের হাতে পৃথিবীর ভার থাকলে আমরা স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম।"

"সেখানে যা ঘটেছে তার জন্যে তোমরাও আমাদের মতই দায়ী। যতদূর পড়েছি তাতে মনে হয় তোমাদের দায়িত্বই বেশি। সাপেদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আমরা শুরু করিনি।" তারপর জেমসের যেই মনে পড়ল যে, এলিজার সঙ্গে বাইবেল নিয়ে বাদানুবাদের প্রসঙ্গ পারতপক্ষে সে এড়িয়ে চলে, অমনি সে কথার ধারা বদলে ফেলল, বললে, "বুঝতে পারছ না এলিজা, তোমার সুবিধের জন্যেই কাজটা করতে বলা হয়েছে। বুড়ো লাফে কাল থেকেই কাজে লাগবে।"

"এতে বন্ধু মিল্‌স্‌পর মত নেই। আমি তাকে সোজাসুজি বলতে শুনেছি---" লাফের নয় ভাষা ব্যবহার করার আগে এলিজা থামল, কিন্তু অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মুখচোরা হওয়া উচিত নয় এই কথা ভেবে সে বললে, "আমি তাকে সোজাসুজি বলতে শুনলাম যে, ঘরটা হবে ন্যক্কারজনক। অনেক ব্যাপারেই মিল্‌স্‌পর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা একমত। তুমি অস্বীকার করতে পার না জেমস, এ রকম একটা ঘর থাকলে প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাকানি হবেই।"

জেমসের কথায় আর কোন কুয়াশা নেই: "কাল সকালে লাফে কাজ শুরু করছে। তুমি আমায় নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাবে এলিজা, এই দিনটির জন্যে।"

"বন্ধু মিলস্‌প এর বিরুদ্ধে, জেস। সে কখনও এ কাজ করবে না।"

"বন্ধু মিলস্‌প যেমন ডিমের সপক্ষে তেমনি বাথরুমেরও সপক্ষে। সে নিজে ডিম খায় না কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ প্রতিবেশীর ডিমও ফাটাতে ছোটে না। তার হাতে প্ল্যান সব তৈরি—তাই নিয়ে সকালে সে কাজে লেগে যাবে।"

অন্ততঃ একটা ব্যাপারে জেস ঠিকই আন্দাজ করেছিল। পরদিন সকালে বুড়ো লাফে কাজ করতে লেগে গেল। ঘরটা তৈরি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন এলিজা বুঝতে পারল, বুড়ো লাফের কাছে ডিম এক জিনিস, বাথরুম অপর জিনিস—জেস যদিও এ ব্যাপারে অন্য ধারণা পোষণ করে। প্রথমে কাজ চলতে লাগল মৃদু গতিতে। সব-কিছু বিবাহকালীন ঘণ্টার মত আনন্দময় এবং কারখানার মত কোলাহলময়।

নার্সারী-ব্যবসায়ীদের একটা বাৎসরিক সভায় যোগদান করার জন্যে জেস যেদিন সকালে মেডিসন গেল সেদিন পার্টিশান লাগানো ছাড়া আর সবই শেষ হল এবং টব বসানো—পাইপ লাগানো হল আর তাদের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী ঝরনার মত তীব্রবেগে জল ছুটে চলল।

নিজের স্বপ্নের বাস্তবাকার দেখে অভিভূত হল জেস, বুড়ো লাফেকে বললে, "রোম আমলের পরবর্তী কালে এমন জিনিস আর হয়নি।"

"রোমানদের কী হয়েছিল তা মনে আছে তো?"

বুড়ো লাফে প্রশ্ন করল। এলিজার মনে হল, লাফে কথাটা বিরক্ত হয়েই বলেছে। জেস অবশ্য তা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হল না।

"রোমানরা সারা পৃথিবী শাসন করেছে," বললে জেস। তারপর লাফেকে এ উক্তির প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই বললে, "মনে থাকে

যেন, আজ রাত্তিরে আমি বাড়ি ঢোকার আগেই শেষ করতে হবে।”

“মনে থাকবে,” বুড়ো লাফে বললে।

“বাড়ি এসে মুখ-হাত ধুয়ে ফেলুন,” বলে জেস এলিজা ও ছেলে-মেয়েদের চুমু খেল। “আজকের সান্ধ্যভোজটা একটু জমকালো হওয়া উচিত,” জেস তার মত জানাল, তারপর বললে, “আমরা একটু পা ছড়াব। আপনি আজ আমাদের সঙ্গে আহার করুন না, বন্ধু লাফে। আজকের উৎসবে যোগ দিন।”

জমকালো ভোজনেরই ব্যবস্থা করল এলিজা। লাফে রয়ে গেল এবং পা ছড়ানোও হল। অবশ্য জেস যেমন ভেবেছিল তেমন হল না। ইতোমধ্যে বাথরুম নির্মাণের কাজ এক বিস্ময়কর পথে এগিয়েছে। এলিজার অনভ্যস্ত চোখেও সেটা ধরা পড়ল।

বন্ধু মিল্‌স্‌পকে সে কথা বলতে গিয়ে সে দোমনা হল। প্রথম কথা, ব্যাপারটা জেস ও মিল্‌স্‌পর মধ্যে—এতে নিজেকে জড়ানো ঠিক হবে বলে তার মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, লাফের জন্যে সে দুঃখিত। ওই ঘর নির্মাণে তার কোন ক্ষতি হবে না, যেমন হবে এলিজার। এলিজা ভাবল, ঠিক খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী কাজ নয়, কিন্তু আরাম ও শৈথিল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—এর সঙ্গে গীর্জার উপদেশের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই।

সন্ধ্যের দিকে সাহস করে একটা কথা জিজ্ঞেস করল এলিজা। শক্ত করে যে-বোর্ডটা বুড়ো লাফে লাগাচ্ছে তা দেখিয়ে সে বললে, “জেসের পরিকল্পনা কি এ রকমটি ছিল?”

বুড়ো লাফে মুখ থেকে পেরেকগুলো বার করল, বললে, “ম্যাডাম, আপনার কর্তা এখানে একটা পার্টিশান তুলতে বলেছেন। ব্যস্, আর কিছু নয়। তাই করছি আমি। এর বেশি কিছু তাঁর মাথায়

থাকলেও আমাকে বলেননি। আমি তো আর মানুষের মনের কথা পড়তে পারি না। আমায় যদি শুধোন, বলব, সমস্ত ঘরটাই ভুলভাবে গাঁথা হয়েছে। কিন্তু কেউ আমায় শুধোয়নি। আমায় যা বলা হয়েছে তাই করছি।" পেরেকগুলো আবার মুখে রেখে যেখানে থেমে ছিল সেখান থেকে আবার হাতুড়ি মারতে শুরু করল।

কাজ শেষ করে লাফে যখন সেই সন্ধ্যায় কাপড-চোপড় ধোবার বেঞ্চিতে বসে শান্তিতে ধূমপান করছিল, জেস তখন বাড়ির চত্বরে ঢুকল। তার সাড়া পেয়ে এলিজা জেন ও স্টিফেনকে ঠাণ্ডা খাবার-ঘরের লম্বা টেবিলের সামনে বসাল এবং বললে, "খাবার এখুনি আসছে, কিন্তু তোমাদের এখানে চুপ করে বসে থাকতে হবে।"

এলিজা নিজে পেছন দিকের বারান্দায় ফিরে এসে জেসের অপেক্ষায় রইল। সে জানে, জেস এমনিতে লোক ভাল, কিন্তু একটুতেই তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং বাচ্চাদের কাছাকাছি না-থাকাই ভাল। যদি এলোমেলো দু-চারটে কথা বেরিয়ে যায়! এলিজাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জেস গাড়ি থেকে ঘোড়া তাঁড়াতাড়ি খুলে কারেণ্ট ঝোপের মধ্যেকার পথ ধরে আসতে লাগল। আসতে আসতে বুড়ো লাফেকে চেঁচিয়ে বললে, "বন্ধু, হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাবার সময় হয়েছে।" স্পষ্ট বুঝতে পারছে এলিজা, এবার গোলমাল বেধে উঠবে। লাফেকে আহ্বান জানিয়ে সমাপ্ত ঘরটি দেখবার জন্যে বারান্দার দিকে এগিয়ে এল জেস।

চোখ পড়তেই কিন্তু হাঁ হয়ে গেল। ঘরটা ভালভাবেই শেষ হয়েছে। কবরের মত শক্ত করে আঁটা আর মৌচাকের মত পরিচ্ছন্ন ঘরের আগাগোড়া কাঠ লাগানো হয়েছে। গায়ে এমন একটা ছিদ্রও নেই যার মধ্য দিয়ে মশা পর্যন্ত ঢুকতে পারে। লম্বা-চওড়া একজন কোয়েকারের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম।

জেস নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, নীচু স্বরে বললে, "বুড়ো শালিখ, এটা কী হয়েছে ?"

সে নীচু স্বরে বললেও কথাটা বুড়ো লাফের কানে গেল। লাফে অমনি একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি লাফিয়ে আসতে লাগল, কণ্ঠে তার সচিৎকার প্রতিবাদ, "এ-সম্বন্ধে একটি কথাও আপনি বলেননি। বলবেন বলে আশা করেছিলাম আমি। সে জন্যে কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু আপনি কেবল বলেছিলেন একটা টব, নল আর নর্দমার কথা, বলেছিলেন রোমদের কথা। দরজা সম্বন্ধে একটা কথাও আপনার মুখে শুনিনি। খুবই অদ্ভুত লেগেছিল আমার কাছে। মনে মনে ভাবলাম, আমার নিজের ঘরের দরজা আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকের নিজের পছন্দ আছে। জেস বার্ডওয়েল নিজের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, আর সে যদি দরজা ফোটাতে না চায় সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। মনের কথা বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভান করি না..."

জেস তাকে বাধা দিল। "বুড়ো শালিখ" কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। তার কণ্ঠে বিস্ময় কম নয়। তখনও সে তার টুপি সরিয়ে রাখছে আর রবিবারে পরার কোট খুলে রাখছে।

এর বেশি দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না এলিজা। সে দ্রুতপদে খাবার ঘরে ঢুকে ছেলেমেয়ে-পরিবৃত অবস্থায় চিন্তিতভাবে কান পেতে রইল পেছন দিকের বারান্দা থেকে কী শব্দ আসে শোনার জন্যে। প্রথমে শুধু বাক্যবিনিময়। তবে দু পক্ষের গলাই বেশ চড়া। এবং কথার ধরনে এলিজার ভয় হল, পরবর্তী পরিচ্ছেদে যা ঘটবে তার মধ্যে প্রেমের নামগন্ধ নেই।

"বাপি কী জখম হবেন ?" শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল জেন।

এলিজা বললে, "নিশ্চয় না। তোমার বাপির গায়ে জোর বেশি।"

জেস জখম হবে এ-ভয় করেনি এলিজা। তার ভাবনা, জেস কী

করে বসে কে জানে! একবার এক ভ্রাম্যমাণ ফেরিওলার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সে ওকে ওর নিজেরই সসপ্যান দিয়ে প্রহার করেছিল। যদিও পরে এর জন্যে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছিল এবং প্রার্থনায় মনোনিবেশ করেছিল জেস, তবু তার কৃতকর্মের কথা তো আর এলিজা বিস্মৃত হয়নি।

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে এখন অন্য নানা শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তার মধ্যে রয়েছে কাঠ-ফাটানো, করাত-ভাঙা, পেরেক তুলে ফেলার আওয়াজ। এলিজা ভাবল, লাফেকে যা বলার পরিষ্কার ভাষায় জেস বলেছে নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা সে শুনতে পেল না। তারপর হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। কেবল জল ছুটে যাওয়ার কল কল শব্দ শোনা যেতে লাগল।

"খাবার টেবিলে বসার আগে বাপি কি চান করে নিচ্ছেন?" স্টিফেন প্রশ্ন করল।

এলিজা নিশ্চয় তাই আশা করে। কিন্তু তার সন্দেহ হচ্ছে—সে ভয় করছে খাবার টেবিলে বসার আগে জেস হয়তো স্নান করাবে। এখন বাথরুম থেকে ধুপধাপ, নাক-ঝাড়া ও ঘোঁতঘোঁত শব্দ আসছে। এলিজা দু হাত শক্ত করে জুড়ে বসে আছে। তাহলে, জেস একেই বলে সভ্যতার অগ্রগতি···কেউ পড়ে যাওয়ার ধাক্কায় সমস্ত বাড়িখানা কেঁপে ওঠা···তার মতে সভ্যতা মানে পাহাড় থেকে যত দ্রুত সম্ভব গড়িয়ে পড়া।

এলিজা ভাবল, আমি আশা রাখি আর প্রার্থনা করি···তারপর জেস কথা বলতে শুরু করল। তার কথা ভাল করে বোঝার জন্যে এলিজা ও ছেলেমেয়েরা দম বন্ধ করে রইল।

তারা জেসকে বলতে শুনল, "সাঁতার কাটো বন্ধু। আকাঙ্ক্ষা

মেটাও, তৃষ্ণা শান্ত কর, জলে ডুব দাও।” এই উপদেশের পরই শোনা গেল জল-ছিটোনোর শব্দ।

জেস যখন খাবার ঘরে ঢুকল, জলের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছিল। তার জামার হাতা গোটানো, জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর অনেকটা ভিজে গেছে সে।

এলিজার উল্টো দিকে টেবিলের প্রান্তে বসে জেস সংক্ষেপে বললে, “বাচ্চারা, নিজেদের জায়গায় বোস।”

“ওর অনেক উপকার করলাম,” সে আন্তরিকভাবে বললে। আশা করছে এখন কেউ প্রতিবাদ করবে। কিন্তু একটি কথাও বললে না কেউ। প্রার্থনার জন্যে মস্তক অবনত করার আগে জেস এলিজার দিকে যে-দৃষ্টিতে তাকাল তাতে এলিজা বুঝতে পারল যে, তার মন অস্থির হয়ে আছে এখন।

জেস অবশ্য বেশিক্ষণ মাথা নীচু করে থাকতে পারল না। সে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কারজনক ঘর থেকে বুড়ো লাফের চড়া গলা ভেসে এল। সে চিৎকার করে গান গাইছে। তার গলায় সুর হয়তো নেই, কিন্তু জোর আছে, আর আছে খুশির আমেজ। সে ঘোষণা করছে—

“সত্যি সত্যি মিলব মোরা
সুন্দর সেই নদীতীরে।”

“মনে হচ্ছে যেন জর্ডনের বন্যা ওর নজরে পড়েছে,” জেস বললে এলিজাকে। তারপর সে এমন কাজ করল যা আর কখনো করেছে বলে এলিজার স্মরণে এল না। পলকের মত চোখ বন্ধ করেই জেস প্রার্থনা শেষ করল, বললে “পরিচ্ছন্নতা ধার্মিকতার নামান্তর। এই

ব্যাপারে আজ রাত্তিরে আমরা অনেকখানি কাজ হতে দেখলাম। এস, এবার আমরা খেতে আরম্ভ করি।"

এলিজা অবাক হল। কিন্তু জেস বললে, "বৃষ্টি আর শিশিরের কথা বাদ দিলে গত তিরিশ বছরে এই প্রথম বন্ধু মিল্‌স্‌পর গায়ে জল লাগল।"

বুড়ো লাফের গানের তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল জেস। এলিজাকে প্রশ্ন করল সে, "বেশ মিষ্টি, সুন্দর গলা, না?"

এলিজা ভাবল, বুড়ো লাফের গলা সম্বন্ধে অমন অত্যুক্তি সে করতে পারবে না। কিন্তু তার মনে হল, লাফের গানের কথাগুলো কেমন যেন মঙ্গলসূচক।

"সাধুদের সাথে মিলবো মোরা সেই নদীতীরে,
যে নদী বয়ে যায় পরমেশের শাসন ঘিরে।"

জেস বললে, "বেশ, বেশ,...গ্রেভিটা এগিয়ে দাও না এলিজা।"

এলিজা এগিয়ে দিল।

দশ

নার্সারির স্টক ডেলিভারি

নার্সারির স্টক ডেলিভারি দিতে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করার আগের দিন রাত্রে জেসের কাঁধে একটা দুঃসময় এসে চাপল। সে বছর বসন্ত ঋতুর আগমনে বিলম্ব ঘটছিল। এপ্রিল মাসের রাত্রিতেও এমন শীত লাগত যে, মনে হত এর পর ধীরে ধীরে গরম না পড়ে বুঝি শীত পড়বে আরও। আকাশের তারাদল তখনও নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। বসন্তের উজ্জ্বলতা তখনও তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। রাত্রের বাতাসে শ্বাস নিতে হচ্ছিল জোরে জোরে। শরীর যথার্থই উষ্ণ বোধ হচ্ছিল বিছানায় আশ্রয় নিয়ে কিংবা আগুনের কাছাকাছি বসে।

জেস বারান্দা থেকে আকাশটা একবার দেখে এসে আগুনের ধারে গেল। সেখানে সে হাতের মুঠো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল— কিছু উষ্ণতা ভাল করে পাকিয়ে নিজের সঙ্গে বিছানায় নিয়ে যেতে চায় যেন।

জেস এলিজাকে বললে, "এলিজা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এবার বেরোবার সময় আমাদের সভাগৃহটাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই, যেখানে আমার বাবা-মা প্রার্থনা করে গেছেন।"

"শেষ দেখা" কথাটা শুনে এলিজা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি কার্পেটের কম্বল বোনা বাস্কেটের মধ্যে রেখে জেসের কাছে গেল, বললে, "জেস, জেস!"

জেস সাধারণতঃ বাইরেটাই দেখে। অবশ্য তার শরীর এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছে। ভেতর থেকে এমন কোন কম্পন বা যন্ত্রণা সে অনুভব করে না, যার জন্যে অন্য যে-কোন লোক নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাবে, শরীরটা ভালভাবে পরীক্ষা করানোর জন্যে উদ্যোগী হয়। এই কারণে সে সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ছোটখাটো কোন বিচ্যুতি, দু-এক গ্রেন বা বেশি কুইনিন খাওয়া, কোন অনুভূতিসম্পন্ন জায়গা ফোলা কিংবা জীবনের নশ্বরতার কথা মনে পড়া—এতেই জেস অভিভূত হয়ে পড়ে।

অথবা, শরীর যখন সম্পূর্ণ সুস্থ, তখন কোন বসন্ত ঋতুতে খানিকটা উঁচু জমি চাষ করার পর একটা ছোট চড়াইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা শরৎকালে নিজের বিছানায় শুয়ে জেস সেই সব ছেলেদের কথা ভাবে যারা অকালে মারা গেছে। ডেভিডের পুত্র হাসিখুশি স্বভাবের আবসালোম, কবি জন কীট্‌স্, তার নিজের সন্তান বাচ্চা যারা সকলেই এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে অসময়ে। এই কথা ভাবামাত্র নশ্বরতার ধারণা তার মন অধিকার করে বসবে। চায়ের কাজে থাকলে পশুগুলো নিয়ে বাড়ি চলে আসবে, আর প্রাতঃকাল হলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবে। তখন তাকে দেখে মনে হবে যেন জীবন তার মধ্যে থেকে পলায়নপর। আর একবার যদি সে এই অবস্থায় পড়ে, তাকে হাজার বুঝিয়েও উদ্ধার করা যাবে না। তার প্রশ্ন, এমন হবে কেন? সে, জেস বার্ডওয়েল, একজন প্রৌঢ় নার্সারি-ব্যবসায়ী, ছেলেমেয়ের বাবা, তাকে কেন রেহাই দেওয়া হবে নিতান্ত অল্পবয়সী ছেলেদের—যারা পৃথিবীর সামান্য একাংশেও পা দেয়নি এখনও এবং ভাল করে মুখে কথা ফোটেনি যাদের—সব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে? ব্যাপারটা অযৌক্তিক। জেস ভাববে আর বিশেষ দুঃখিত চিত্তে নিজের দিকে তাকাবে। সে দৃষ্টি বলবে—বিদায়, বন্ধু, বিদায়।

এলিজা প্রশ্ন করল, "কী হল, জেস ?"

যা হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত এবং বাইরে থেকে দেখলে এত তুচ্ছ যে, এলিজা তার মানে না বুঝতেও পারে, সেটার পরিণতি যে কত মারাত্মক হতে পারে তাও হয়তো তার ধারণার বাইরে··· যেহেতু বাইরে থেকে শুধু জানা যাবে জেসের মাথার খুলির নীচে আখরোট-সদৃশ টিউমারটি আকারে বাড়ছে। "মাথার ভেতরে মস্তিষ্কে আঘাত করার জন্যে তৈরি হচ্ছে," নিজের ভারী আঙুলগুলো দিয়ে স্পর্শ করে বললে জেস।

এলিজা প্রশ্ন করল, "ডাক্তার দেখিয়েছ নাকি ?"

জেস বললে, "না। মনে হয় এটা ভাষায় ব্যক্ত করা সহ্য হবে না।"

এলিজা সাতটা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে, এবং একবার নয়—প্রায়ই সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। তার কাছে তার স্বামীর এই অবস্থা খুবই আশ্চর্য লাগে। এমনিতে জেস তার ওপর নির্ভরশীল আর বেশ খুশিমনেই থাকে। কিন্তু এই অবস্থা এলেই সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এই পৃথিবীকে, এলিজাকে, মেপল্ গ্রোভ নার্সারিকে বিদায় জানায়। এতে এলিজা দুঃখ পায়, তার মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কারণ যে লোক কবর থেকে তার দিকে তাকাচ্ছে, সে লোকের সঙ্গে বসে প্রাতরাশ গলাধঃকরণ এলিজা সহজে করতে পারে না।

জেসকে কিছু বলার জন্যে ব্যাকুল হল এলিজা। কিন্তু বলার বিশেষ কিছু নেই। তার রোগটা হামের মত—অসাবধানতার জন্যে ভেতরে ভেতরে পেকে ঘা হয়ে গেছে। যারা অকালে মারা গেছে তারা বেঁচে থাকলেও লাভ হত না। তাদের মুক্তি হয়েছে ঈশ্বরের বিধানে—অল্পবয়সী ছেলেরা মারা যায় যে-বিধানে, সময় হলে অবাঞ্ছিত প্রৌঢ়ও তার কবলে পড়বে। এই অবস্থা দুঃখের হলেও অসঙ্গত কিংবা অপ্রত্যাশিত নয়।

জেসের বিরাট নাকওলা সুচিক্কণ মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজা বললে, "জেস, তোমার শারীরিক অবস্থা এর চেয়ে ভাল আর কখনও দেখিনি।"

জেস ঘাড় নাড়ল, বললে, "এমন ভ্রান্তিকর বলেই তো আরও বিপজ্জনক। তুমি নজর করার আগেই জিনিসটা অনেক দূর গড়িয়ে যাবে।"

"আমার অন্তরে এর কোন সাড়া পাচ্ছি না," এলিজা বললে। সে অনুভব করল, অর্গ্যানটাই জেসের সমস্ত যন্ত্রণার মূল। জেস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "মানুষের দিনগুলো ঘাসের মত…ফুলের মত সে ফুটে ওঠে…তারপর ঝরে যায়, আর তাকে কেউ মনে রাখে না।"

সূর্য ওঠবার আগেই জেস যাত্রা করল। অন্ধকার আর শীতের মধ্যে সে মেপ্‌ল্ গ্রোভ নার্সারি ছেড়ে চলল পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। যেতে যেতে প্রায়ই সে মাথার টিউমারে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল, ওটার কী অবস্থা। ওর জন্যে কোন যন্ত্রণা বোধ করছে না বটে, কিন্তু চামড়ার নীচে ওর অস্তিত্বের কথা মনে পড়লেই হৃদয় পাথর হয়ে যাচ্ছে। তার মত একজন সজীব মানুষ মরতে চলেছে। হাত বাড়াল সে, এর দক্ষতার কথা ভাবল—শক্ত, অনমনীয় হাড়গুলো এমন ভাবে সাজিয়ে জোড়া আছে যাতে তার দ্বারা সুর তোলা, গাছের কলম তৈরি করা, ঘোটকীর পেটের মধ্যে থেকে বাচ্চা বার করা, সবই সম্ভব। আর সেই হাত কিনা ধুলো হয়ে যাবে! আরও আশ্চর্যের কথা, শত্রু বর্তমানে তার শরীরে উপস্থিত। ওকে সে বহন করে নিয়ে চলেছে, জীবিত হাত ওর আকার অনুভব করতে পারছে, নিজের বিনাশের উৎস সন্ধান করতে পারছে।

গত শরৎকালে অর্ডার-পাওয়া নার্সারির স্টক ডেলিভারি দিতে

চলেছে জেস। এখন আর নিজেকে প্রশ্ন করা চলে না—কোন্ পথে যেতে চাও? সবই আগে থেকে ছক বাঁধা হয়ে আছে। অর্ডার-বইয়ে নাম লেখা এবং চারাগুলো ভাল করে জড়িয়ে স্প্রিং-ওয়াগনে কাপড় চাপা দেওয়া রয়েছে। যে-মাটি এদের সুতোর মত সরু মূল লালন করবে তা তৈরি হয়ে অপেক্ষায় আছে। আর চাষীরা বউদের বলছে, "নার্সারী-ব্যবসায়ী বার্ডওয়েল যদি আসেন, আমায় বাড়িতে ডেকো। তাঁর আসার সময় হয়েছে। যে-কোন দিন তিনি আসতে পারেন।"

ক্রেতার নাম, কী ধরণের চারা কত অর্ডার দিয়েছে, সব সেই ছ মাস আগে খাতায় লেখা হয়েছে। তখন জেস জানত না ডেলিভারি দেবার সময় কবে আসবে। জোনাস রাইসের জন্যে পঁচিশটা র‍্যাম্বো, পঁচিশটা বেন ডেভিস। ডেড ডেভালিনের জন্যে ছটা আর্লি বিয়াট্রিস, ছটা স্টাম্প দি ওয়ার্লড। এলি মর্নিংস্টারের জন্যে দুটো মে ডিউক, ছটা ফ্লেমিস বিউটি। আবেল রিভার্সের (ছোট) জন্যে বারোটা আর্লি হার্ভেস্ট।

জেস সব কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। তার দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত বস্তুকে দু ভাবে বিচার করল। পাথর, গাছপালা, বাতাস প্রভৃতি যাদের স্থায়িত্ব মানুষের চেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে সে নতুন সৌন্দর্য দেখতে পেল। কিন্তু মানুষ তার কাছে অধিকতর করুণার পাত্র মনে হল। তার নিজের দুঃখ ওদের সঙ্গে মিশে ওদের দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ করে দিয়েছে।

স্প্রিং-ওয়াগনে নিজের আসনে বসে ছিল জেস। অনেক সময় মনে হচ্ছিল, তার ওয়াগনটা দাঁড়িয়ে আছে এবং তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে পাহাড়গুলো বৃত্তাকারে, আর রোদে-হলুদ-হয়ে-ওঠা শীতকালের গমক্ষেত। তারপর নিজের বিনা চেষ্টায় সে গিয়ে পৌঁছল গন্তব্য

বাড়িগুলোতে। লোকজনের কণ্ঠস্বর, দরজা খোলার আগে মেঝের তক্তায় পায়ের চাপে মচমচ শব্দ হওয়া, অভিবাদন জানানো—সবই হল। সে নিজের অন্তরে এবং নিজের দুঃখের মধ্যে এমন গভীরভাবে ডুবে গেল যে, তার কাছে স্মৃতি ও কল্পনার কোন প্রভেদ রইল না, তার মন অনুমিত দুঃখের সন্ধানে এত ব্যস্ত ছিল যে, তার কাছে গত কাল আর আগামী কালের তফাত মুছে গেল।

জোনাস রাইসের বাড়ির দরজায় কব্জা-লাগানোর একটু ফাঁক নিশ্চয় আছে। সেখানে সিগোগলিন ঝুলছে। তার দোলনের মাঝে মাঝে সেই পথে ভেসে উঠছে পিঙ্গল রঙের চষা-ক্ষেত বসন্তে ফুলে ফুলে ভরে গেছে। ঝড়ো হাওয়ায় ছাদের একটা তক্তা কোনদিন নীচের চত্বরে উড়ে এসে পড়ে থাকবে। এখন সেটা চীনা লিলির পাতার ঠেলায় এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। বারান্দায় একটা তক্তা জীর্ণ হয়ে গেছে। ঝাড়ু-দেওয়া জঞ্জাল বিবর্ণ কানেস্তারায় জড়ো হতে হতে তার উচ্চতা প্রায় ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। শরৎকালে এই সব জায়গা ছিল ঝকঝকে তকতকে, এখানে শোনা গিয়েছিল বিরাট পরিকল্পনার কথা, আর সে পেয়েছিল একটা বড় অর্ডার।

জোনাস রাইস নিজে জেসকে ভেতরে নিয়ে গেল, ছেলেকে দেখিয়ে বললে, "আমাদের ছেলে জ্যাসপারকে নিয়ে বেশ ভুগছি। একে দিন দিন শুকিয়ে যাওয়ার রোগে ধরেছে। ডাক্তারের অভিমত, এ রোগ সারবে না।"

জ্যাসপার শুয়ে ছিল শোবার ঘরে অন্ধকার বিছানায়, ছাদ আর দেয়াল থাকলে একটা বাড়ি বলে মনে হত যাকে। পাতলা চেহারার বাচ্চা গৃহিণীর মত একটা বিরাট আকারের সুপুরির খোলার মধ্যে শুয়ে ছিল সে। বিছানার ওপর ও নীচের দিককার তক্তা স্লেজ গাড়ির

মত বাঁকানো। অনেক পরে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিছানা-সমেত জ্যাসপারের কথা মনে পড়তে জেস ভেবেছিল, "বেচারা যেন একটা বড় গাড়ির মধ্যে ছোট্ট শস্যকণার মত পড়ে আছে।"

জোনাস রাইস বললে, "সাত বছর বয়েস। কিন্তু আস্তে আস্তে শুকিয়ে দোলনায় শোয়ার অবস্থা ফিরে আসছে আবার। ডাক্তার এর নাম দিয়েছেন 'ছোট্ট-হয়ে-যাওয়া রোগ'। প্রথম হয়েছিল যেমন, ক্ষয়ে ক্ষয়ে তেমনি অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। অথচ এর প্রতিকারের কোন উপায় নেই।"

মিসেস জোনাস রাইস বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শিয়রের চাদর টেনে দিচ্ছিল। সমস্ত বাড়িময় পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের অভাব পূর্ণ করেছে এই একটি জায়গা। সবটুকু মনোযোগ এখানেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

মিসেস রাইস বললে, "জ্যাসপারের দেহ শূন্যতায় বিলীন হতে চলেছে, কিন্তু এতে তার কোন ভাবান্তর নেই। ডাক্তার ওর রোগের নাম দিয়েছেন ছোট্ট-হয়ে-যাওয়া রোগ। আপনি যদি মন আর হৃদয়কে গণ্য করেন তাহলে বলতে পারি জ্যাসপারের উল্টো রোগও আছে। এমন কোন জিনিস নেই যা সে পড়তে কি মনে রাখতে পারে না, আর সত্তার দিকেই তার অন্তরের আকর্ষণ। জ্যাসপার, মিঃ বার্ডওয়েলকে স্তোত্রটা শুনিয়ে দাও তো।"

সুপুরি-আকারের ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল: "ঈশ্বর আমার মেষ-পালক, আমি চাহিব না।"

আবার গাড়িতে। যেতে যেতে জেস জ্যাসপারের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল, "ঈশ্বর আমার মেষপালক, আমি চাহিব না।" মনে পড়ল সে যখন ছোট ছিল কথাটা এই ভাবে শুনেছিল, "মেষপালক আমি চাহিব না।" ঈশ্বর ভাল লোক, পবিত্র লোক তাতে সন্দেহ নেই,

কিন্তু এমন লোককে মেষপালক করা যায় না। তাঁর মন পড়ে থাকে অন্য জিনিসে এবং রাত্রিতে বাড়ি ফিরে আসেন দলের অর্ধেক হারিয়ে। কোথায় যে হারিয়েছেন খেয়ালও নেই তা। ছেলেবেলায় জেস বুঝতে পারত না লোকে কেন বলতে এত ভালবাসে যে, তারা চায় না ঈশ্বর মেষপালককে। জ্যাসপারও পারে না বুঝতে। বিরাট এক বিছানায় কুঁচকে শুয়ে পড়ে আছে সে। তার দেহ শুকিয়ে ক্রমশঃ আদি অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

একটা মুরগীর বাচ্চা স্প্রিং-ওয়াগনের সামনে এদিক-ওদিক করতে লাগল। ও যেন ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে মরতে চায়। জেস চিন্তা করল, আমাদের সকলকেই ছোট্ট-হয়ে-যাওয়া রোগের কবলে পড়তে হয়। তার আঙুলগুলো মাথার আবটার সন্ধান করতে থাকে···কুঁচকে যাচ্ছে ওটা। মানুষের দশাও তাই হয়। বিরাট জাহাজের খোলের মত ওয়াগনে বসে থাকে, ঘোড়া তাকে টেনে নিয়ে যায়। মরার পর সেই মানুষ এক মুঠো ধুলোর বেশি কিছু নয়।

বেড়ার খোঁটায় ঝুঁকে পড়ে জমির এক কোণা থেকে বুড়ো এলি মনিংস্টার তার দুটো মে ডিউক আর ছটা ফ্লেমিস বিউটির চারা ডেলিভারি নিল। গাছগুলো ভাল। সময় হলে মে ডিউক গাছে শক্ত পুরু শাঁসওয়ালা চেরি ফল ধরবে, আর ফ্লেমিস বিউটিতে ঝুলবে পীয়ার ফল। তার নিজের হাতে তৈরি কলম থেকে বেরোনো গাছ-গুলোর দিকে নজর পড়তে জেসের গর্ব হল। মুহূর্তের জন্যে তার দুঃখ ভুলে গেল। কিন্তু বুড়ো এলি মনিংস্টারের কাছে এগুলো কিছু নয়। বেতের ছড়ি, গাছের ছোট ডাল কিংবা বেড়ালের শুকনো লেজের মত সে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিল।

বুড়ো এলি জিজ্ঞেস করল, "মিঃ বার্ডওয়েল, ধর্ম আপনার মনের

কতখানি গভীরে শিকড় গেড়েছে? অবশ্য আমি আপনার কোন বিশ্বাসে ঘা দিতে চাই না।”

জেস বললে, “অনেক গভীরে, সুতরাং আপনি যা-ই বলুন না কেন, কিছু এসে-যাবে না।”

এলি বললে, “আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ছোটদের মতই ভাবতাম। কিন্তু এখন আমার ভাবনা অনেক পরিণত হয়েছে।”

জেস বুড়ো এলির চোখের দিকে তাকাল। সেখানে কিছুই প্রতিফলিত হল না। এলির চোখ দুটো জানলার পর্দার মত। দৃষ্টিপথ থেকে সব আড়াল করে রাখে।

ব্যগ্রভাবে রেলিংয়ের বেড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে বুড়ো এলি বলতে লাগল, “ঈশ্বর একটিমাত্র পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। বলুন, জেস বার্ডওয়েল, একটিমাত্র কেন? কন্যা নয় কেন? এর মধ্যে গোলমেলে কিছু আছে, জেস বার্ডওয়েল—আর এ-নিয়ে আপনি যতই ভাববেন ততই ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। এর মধ্যে খুব একটা অনিশ্চয়তা কিছু আছে।”

“খুব একটা অনিশ্চয়তা কিছু আছে”···জেস ওয়াগনে নিজের জায়গায় বসে ছিল। তার চারদিকের আবহাওয়া উষ্ণ। ওপর থেকে এক ঝাপটা হাওয়া এসে নীচে পড়ল হালকা-ডানাওলা পাখির মত—যে ক্লান্ত হবার আগে কয়েকবার মাত্র পাখা নাড়তে সক্ষম। স্প্রিং-ওয়াগনের হলদে স্পোকগুলো রোদে চকচক করছে, ওর চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে বালির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, আর না-হয় কাঁকরের ওপর দিয়ে সশব্দে। গাছে পাতা ধরেছে। তাদের রঙ এখন ঈষৎ হলুদবর্ণ। বেড স্ট্র, বাটারকাপ, ডগ-টুথ ভায়োলেট প্রভৃতি ছোট ছোট ফুলগুলো ফুটতে শুরু করেছে, আর এদের চেয়ে বড় ডগউড অনেকখানি ওপরে সাদা তারার চুমকি-জ্বলা মাথাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমিই শুধু ক্ষয় হয়ে যচ্ছি," দুঃখিত চিত্তে বললে জেস। মাথার টিউমারটার পরিবর্তন আশা করে সে বার বার হাত বুলিয়ে দেখছে। কিন্তু প্রত্যেকবার একই রকম লাগছে।

ডেড ডেভলিনের বিরাট বাড়ি দুপুরের রোদে ভরে গেছে। শৌখিন কার্পেট ও পর্দাগুলো আলোয় চকচক করছে।

তার বিধবা স্ত্রী বললে, "ডেড ডেভলিন ছ মাস আগে মারা গেছে। আপনি এখানে আসার কিছুকাল পরেই। কিন্তু গাছগুলো আমরা নেব। আমার বর্তমান স্বামী ফলের গাছ দেখাশোনার ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ।"

অন্য যে-কোন লোকের মত জেসও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিন্তা করে। কিন্তু মিসেস ডেভলিনের মত স্ত্রীলোক তার কল্পনার বাইরে।

"মিসেস জন হেনরি লিটল," ডেভলিনের প্রাক্তন স্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিল।

মানুষের বাইরেটা দেখে বিচার করার পাপ থেকে জেস নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। মিসেস লিটলকে অতি-পক্ক পীচ ফলের মত বোধ হচ্ছে—ডাল থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়লেই যেন থেঁতলে যাবে। অথচ ওই তরঙ্গায়িত বহিরঙ্গের অন্তরালে আধ্যাত্মিক মন থাকতে পারে। জেস ভাবল, সে নিজে অবশ্য শুকনো ক্র্যাব বা কুইন্সই বেশি পছন্দ করে। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালটা একবার কাটিয়ে দিতে পারলে এগুলো বেশ কিছুদিন থাকে।

"এই আমার স্বামী জন হেনরি," ঘুম-চোখে ছোট মোজা পায়ে মিঃ লিটল দরজার দিকে এগিয়ে আসতে মিসেস লিটল বললে।

জন হেনরির সঙ্গে গত বছর জেসের দেখা হয়েছে। সে ছিল ডেভলিনের মাইনে-করা লোক। মিসেস লিটল সুখী গলায় বললে, "ও আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে হাজার বছরও

এক বছরের মত।" পাতলা প্রস্তরখণ্ডের মত চেহারা জন হেনরির সঙ্গে মিলনে তার হৃষ্টপুষ্ট দেহকে বিন্দুমাত্রও বাধা সৃষ্টি করতে দেবে না মিসেস লিটল। "ফলের ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ," মিসেস হেসে বললে, "প্রণয়ের ব্যাপারেও।"

উর্বর আবাদী জমিগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে। স্প্রিং-ওয়াগনে বসে সেদিকে তাকিয়ে আছে জেস। সে ভাবে, দেহটা ঈশ্বরের সৃষ্টি—তার দোষ ধরার আমি কে। ঈশ্বর জানেন, আমার দেহ আমার কাছে প্রিয় আর প্রিয় আমার স্ত্রী ও আমার ছেলেমেয়ের দেহ। আমার মধ্যে সুন্দর এমন কিছু নেই যার জন্যে ভিক্টোরিয়া সিণ্ডেরেলা ডেভলিন ও তার জন হেনরিকে সহ্য করতে পারব না।

আকাশ গভীর নীল। সূর্য দিন দিন যেন পৃথিবীর কাছে সরে আসছে। কোটটা খুলে নিয়ে জেস সূর্যের দিকে পিঠ উঁচু করে রইল। হাড়গুলোর গভীরে পর্যন্ত সে রোদের তাপ প্রবেশ করিয়ে নিতে চায়, যাতে এর মধ্যে খানিকটা অন্ততঃ তার সঙ্গে কবরে যেতে পারে; ঘাসের চাপড়ার নীচে থেকে আর এক বসন্তে কোন শীতল মাটির তলদেশকে উষ্ণ করতে পারে। তালিকার শেষ দিকে পৌঁছেছে জেস। স্কালির পীচ গাছ, মিসেস মোইউর দুটো গুজবেরি, রিভার্সের আর্লি হার্ভেস্ট দেওয়া হয়ে গেলেই সে মুক্ত। তারপর ফেয়ারহোপ সভাগৃহের দিকে যেতে পারবে।

জেস রিভার্সদের বাড়িতে এল। রাত্রিতে তার এখানেই থাকবার বাসনা। সারাদিন বৃষ্টির পর সন্ধ্যার দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। শরৎকালে বেরিয়ে সে রিভার্সদের এখানেই ছিল। মনে আছে ওদের বাড়িটি বেশ গোছানো। তরুণবয়সী নিঃসন্তান রিভার্সরা অভ্যাগতদের প্রতি যত্নশীল। গলি দিয়ে যেতে যেতে জেনের কানে ভেসে

এল নাইটজার পাখির ডাক। স্প্রিং-ওয়াগনের চাকা প্রায়ই জলের ওপর পড়ছে। গোধূলি সময়ে আপেল গাছ মুকুলিত হচ্ছে, তাদের সাদা পাপড়ি যেন দিনের শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে। চল্লিশ বছর আগেকার এক অনুভূতির স্মৃতি নিয়ে জেস দরজার দিকে এগোল: সারাদিন বাইরে কাটাবার পর বাড়িটাকে অদ্ভুত জায়গা বলে মনে হচ্ছে। দোরে ঘা দিয়ে কোন সাড়া পেল না সে—যদিও জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে দরজার দু পাশে পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে শুনল একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। ভেতরে প্রবেশ করতে বলছে।

যে-ঘরে পা দিল জেস সেটা অদ্ভুত কোন জায়গা নয়। সেখানকার প্রত্যেকটি জিনিস যথাযথভাবে সাজানো রয়েছে। চেয়ারগুলো সারিবদ্ধ করা। এমন কি, ধিকিধিকি-জ্বলা চুল্লীর একটি কয়লাও এলোমেলো হয়ে নেই। মাঝখানে পাতা টেবিলের আলো নিবানো। কিছু দূরে একটা ছোট বিছানার ওপরে প্রশস্ত সীলে রাখা চিমনির আলো জ্বলছে। একটু কমানো রয়েছে আলোটা।

জেস জিজ্ঞেস করল, "মিসেস রিভার্স, আপনি কি অসুস্থ?"

মিসেস রিভার্স বললে, "ঠিক অসুস্থ নয়। কিছুদিন হল বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। আজ বিকেলে শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন লাগছে।"

পরিচ্ছন্ন বিছানা আর তার ওপর শায়িত মিসেস রিভার্সের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেস। এক রকমের বোনা চাদরের তলায় শরীরটাকে এমন সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিয়ে মিসেস রিভার্স শুয়ে আছে যে, চাদরটা কোথাও বিন্দুমাত্রও কুঁচকে যায়নি। তার হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে থাকলে মনে হত, ওই একরাশ কালো চুল বুঝি বা দেহবিমুক্ত।

"আপনি রোগা হয়ে গেছেন," জেস বললে। কথাটা বলেই জিব কামড়াল। মিসেস রিভার্সের তরুণী-মুখ অনেক কৃশ হয়ে গেছে দেখে সে দুঃখিত হল।

"জ্বরে মেদ ঝরে গেছে," মিসেস রিভার্স বললে, "তবে আমার শরীরে যেটুকু থাকা দরকার তা কেড়ে নেয়নি। বরং বাড়তিটা ছেঁটে দিয়ে শরীর হালকা করে দিয়েছে। পলতে যেমন ভাবে তেল কমায়, জ্বর তেমনি করে মেদ ঝরায়।" মিসেস রিভার্স হাত বাড়িয়ে আলোটা উসকে দিল এবং মুচকি হেসে বললে, "মিঃ বার্ডওয়েল, আপনাকে দেখে যে আনন্দ হল, আমার নিজের মা ছাড়া আর কাউকে দেখলে এমন আনন্দ হত না।"

জেস কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু না বলে তাকিয়েই রইল। মনে মনে সে ভাবল, হতভাগিনী, পলতেটা যে দীপের সমস্ত তেলটুকুই প্রায় শুষে নিয়েছে, এখন কেবল খালি পাত্র আর শিখার শেষ ঝলকানি অবশিষ্ট আছে।

সে বললে, "আপনার শরীর যদি দুর্বল হয় তাহলে আমার পক্ষে এখানে রাত কাটানো উচিত নয়। আপনাকে বিরক্ত করা হবে।"

মিসেস রিভার্স বললে, "ঘোড়া গাড়ি সব তুলে রাখুন, মিঃ বার্ডওয়েল। কারও সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি হাঁপিয়ে মরছি।"

জেস মুচকি হেসে বললে, "সত্যি বলতে কি, ওদের তোলা হয়ে গেছে। গত বছর শরৎকালে আপনি ও আপনার স্বামী আমায় এমন যত্ন করেছিলেন যে, এখানে আবার কবে আসব সেই অপেক্ষায় ছিলাম আমি। আপনার জন্যে সামান্য উপহারও এনেছি। আপনি বলেছিলেন প্রেইরী কুইন গোলাপ ভালবাসেন। চারটে গোলাপ তাই এনেছি।"

মিসেস রিভার্স বললে—নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে

এল, "প্রেইরী কুইন! মিঃ বার্ডওয়েল, আপনি প্রেইরী দেখেছেন? আমি প্রায়ই তার কথা কল্পনা করি। শুকনো তৃণভূমির মত দেখতে হবে নিশ্চয়—ওরই মত সীমাহীন, আর সর্বদা জোরে বাতাস বইছে, যাতে নিঃশ্বাস নেওয়া সহজ হয়।"

জেস বললে, "হ্যাঁ, আমি প্রেইরী দেখেছি। যেন শুকিয়ে যাওয়া সাগর। ঘাসগুলো ঢেউয়ের মতই দোলে।"

"রাণী—রাণী দেখেছেন কখনও, মিঃ বার্ডওয়েল?" মিসেস রিভার্স বললে। কথাটা বলে হাসতে শুরু করেছিল, কিন্তু থেমে যেতে হল। কারণ হাসলে তার কাশি আসছে।

জেস বললে, "না, দেখিনি। তবে যদি দেখে থাকি সে আপনার বা এলিজার মত কালোকেশী।"

"এলিজা কেমন আছে?" মিসেস রিভার্স জিজ্ঞেস করল—কথা বলে আনন্দ চাপা দিতে চায়। জেসকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে তখুনি বললে, "ইস, আমি ভদ্রতা ভুলে গেছি, মিঃ বার্ডওয়েল। আপনাকে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছি, অথচ বসতেও বলিনি। দয়া করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসুন না।"

বিছানার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল জেস। বললে, "এলিজা দিন দিন ফুলছে। শরীরে প্রচুর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচুর ভাল কাজ করছে। তারপর, আপনার স্বামী—অ্যাবেল বাড়ি নেই?"

"আপাততঃ সে অনুপস্থিত। বাইরে গেছে। কখন আসবে জানি না।" কিছুক্ষণ থেমে আবার বললে মিসেস রিভার্স, "সারাদিন প্রায় না-খেয়েদেয়ে গাছ ডেলিভারি দেওয়ার পরও আপনাকে উপোসী মনে হচ্ছে না, মিঃ বার্ডওয়েল। আর আমায় দেখাচ্ছে যেন অনাহারে আছি। আমার এই দুর্বলতা আরও কিছুটা কমলেই সুস্বাদু কিছু রান্না করব।"

মিসেস রিভার্সের গাল দুটো চকচক করছে, আর কোটরে-ঢোকা কালো চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। "সময়টা সত্যি বেশ আমোদে কাটবে, মিঃ বার্ডওয়েল। আপনি যে আসছেন এ কথা যদি আগে জানাতেন তাহলে বাড়িটা একটু গুছিয়ে নিতাম।"

জেস বললে, "কেন, সমস্ত জিনিসই গোছানো দেখছি তো। বাড়িটা মৌচাকের মত পরিষ্কার। এর চেয়ে পরিষ্কার হলে ভেতরে পা ফেলতে ভয় পেতাম আমি। দোরগোড়ায় রাত কাটিয়ে দিতাম, দোর পেরিয়ে ভেতরে যেতে ভয় হত।"

মিসেস রিভার্স আবার হাসতে শুরু করেছিল, তারপর থেমে গিয়ে বললে, "দুর্বলতাটা কেটে গেলেই উঠব। নীচের ঘরে প্রচুর ফলমূল রয়েছে। জানি না কেমন আছে সেগুলো। সকালবেলা আমি থাকি দু বছরের মেয়ের মত চপল, কিন্তু সন্ধ্যা হলে যেন কী হয়, অমনি এক শো বছরের বুড়ী হয়ে যাই।"

জেস উঠে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, "দুপুরে আপনার কত বয়েস হয়?"

"বেলার দিকে তেইশ।"

"আপনার নাম লিডিয়া, না?"

"লিডিয়া অ্যান," মিসেস রিভার্স বললে।

"লিডিয়া অ্যান, তোমার যা বয়েস তাতে তুমি আমার মেয়ের মত। এখন আমি যা আদেশ করি শোন। তুমি যেমন শুয়ে আছ তেমনি থাক, আর আমি মুখে দেবার মত কিছু রান্না করে আনি। এইবার বল, দেশলাই, জ্বালানি আর দীপ কোথায় আছে। বাকী সব আমি নিজেই বার করে নেব।"

লিডিয়া অ্যান বললে, "ঠিক আছে। আমি তাই করব। এখানে শুয়ে থাকব আর বেশ ভোজ হবে। রান্নাঘরের আগুন এখনও নেবেনি, জ্বালানি কাঠের বাক্সও ভর্তি।"

জেস খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে লিডিয়া অ্যান বললে, "না, আপনি গল্পকথা বলেননি। সত্যিই পাকা হাত আপনার।" মাংসের টুকরো বেশ গরম আর মুচমুচে, গ্রেভি ঠিক প্রয়োজনমত ঘন। সেই সঙ্গে রয়েছে সোডা বিস্কুট, আর রয়েছে আলুভাজা।"

লিডিয়া অ্যান বললে, "আপনি তো কেক তৈরি করেননি?"

জেস বললে, "না, করিনি। কেকটা বহু দূরের এক মহিলা উপহার দিয়েছিলেন, ভাবলাম আপনার টিনের পিয়ারগুলোর সঙ্গে বেশ ভালই মানাবে।"

"এমন সুস্বাদু খাবার আর কখনও খাইনি আমি। নিজে রান্না করলে গন্ধ শুঁকে আর নাড়ানাড়ি করেই আমার খিদে চলে যায়।"

"দুর্ভাগ্য যে তোমার স্বামী এখনও ফিরে এলেন না।"

"সে যেখানে থাকতে ভালবাসে সেখানে আছে। এ কথা নিশ্চিত যে, সারারাত বাড়ি ফিরবে না সে। অ্যাবেল বলে, অসুস্থ শরীর সে বরদাস্ত করতে পারে না। দুর্বল বুক তার অসহ্য। শক্তসমর্থ কাউকে পেয়েছে সে।"

তাদের ভোজন শেষ হল। খালি ডিশগুলো রসুইঘরে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে জেস ভাবল, আজ রাতে আমরা দুজন এখানে একই ছাদের নীচে রয়েছি। বাইরে প্রকৃতি একেবারে শান্ত—গাছে ফুল ফুটছে, প্যাঁচা ডাকছে আর ভেতরে আমরা দুজনে পীড়িত হয়ে পড়ছি। যে-সব জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে আমাদের অর্ধ শতাব্দী লেগেছে তার ওপর থেকে আমাদের মুঠি আলগা করতে শেখার চেষ্টা করছি।

অর্ধ শতাব্দী কথাটা জেসের মনকে একটু নাড়া দিল। তীব্রকণ্ঠে সে নিজেকে প্রশ্ন করল, "জেস বার্ডওয়েল, ওই মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে তোমার জড়াবার দরকার কী? ওর বয়েস তো পঞ্চাশ নয়, তার অর্ধেকও নয়। ওর কোন ছেলেপুলে নেই, ওর হয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই।

তোমার এলিজা আছে। তোমার যে-কোন দুর্ভাগ্যকে রোধ করবার মত শক্তি সে বহন করে। কোন ব্যাপারে কখনও সে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। কুষ্ঠ কিংবা প্লেগ রোগেও এলিজা ভয় পায় না। তোমার কোন যন্ত্রণা নেই, শরীর দুর্বল, অবসন্ন নয়, একাকী রাত্রিযাপনের প্রয়োজনও অনুপস্থিত। 'আমরা দুজন' এই কথা বলে তুমি সম্পূর্ণ বোকামির পরিচয় দিচ্ছ, জেস বার্ডওয়েল। এর মধ্য থেকে নিজেকে মুক্ত কর। ওই মেয়েটির কথা আলাদা—তুমি হাঁটছ পুষ্প-বিছানো পথ দিয়ে। ওর কথা বেশি ভাবতে হবে না। বরং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বল, নিজের দুঃখে কাতর এক বুড়োকে মার্জনা করুন।"

জেস কিছুক্ষণের মধ্যে ডিশগুলো ঠিকঠাক করে রাখল, চুল্লীর ছাই নামিয়ে দিল, নাক ঝাড়ল, তারপর লাজুক মুখে বসবার ঘরে ফিরে এল। জেস ভেবেছিল, লিডিয়া অ্যান যা বলেছে তার জন্যে সে দুঃখিত বা লজ্জিত বোধ করবে। কিন্তু কথাগুলো তার মন থেকে সরে গেছে মনে হল। সে বললে, "মিঃ বার্ডওয়েল, আগুনটাকে বড় করে জ্বালান।"

আগুনে নতুন কাঠ ফেলে দিয়ে জেস বললে, "ওক দেখছি—এগুলো যেমন শক্ত, তেমনি বেশিক্ষণ জ্বলে।"

"মিঃ বার্ডওয়েল, আপনি এখন নিশ্চয় শুয়ে পড়ার কথা ভাবছেন না? আশা করি আপনি ঘোরার জন্যে বেরিয়েছেন। রাত্তিরে বেশির ভাগ সময় আমায় জেগে কাটাতে হয়। গল্প করার একজন লোক পেলে একঘেয়েমি দূর হবে।"

"শুয়ে পড়ার কথা? না, তা ভাবিনি। আজ রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে আমি কাতর নই। কিন্তু লিডিয়া অ্যান, তুমি রাত্তিরে না ঘুমিয়ে ভাব কী?"

"আমি যখন বাচ্চা মেয়ে ছিলাম, তখনকার কথাই ভাবি বেশির ভাগ সময়।"

"সে তো বেশিদিনের কথা নয়," মুচকি হেসে বললে জেস।

"মনে হয় অনেক দিন আগেকার কথা। প্রায় ভিন্ন লোক যেন সে। সুখী ও ভাগ্যবতী।"

"হাঁ, ঠিকই। ওই সময়টা ভাবি সুন্দরভাবে কাটে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য। কোন ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় না। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত খালি আনন্দ।"

"আট কি দশ বছর বয়েস যখন আমার, তখন একটা সাদা পোশাক ছিল স্ট্রবেরি ছাপানো। দেখলে মনে হত ওর ওপর যেন স্ট্রবেরিগুলো খসে পড়েছে। মাটিতে ঝুলে-পড়া লম্বা পোশাক—কাজ করার উপযোগী নয়, আর কাজ করলে সুবিধেও হত না। ও-রকম পোশাক পরার খেয়াল হয়েছিল আমার, তাই মা রাত্তির জেগে করে দিয়েছিলেন। তাঁর অর্থ ছিল না, সময়ের অভাব তবুও।"

"ও—"

"আমি একটু গোল হয়ে বসলেই ওটায় আমার পা পর্যন্ত ঢেকে যেত, আর কোন মহিলার মত ঘোড়ায় চড়ে গেলে হাওয়ায় দু দিক উড়ত, আমি ও সেই স্ট্রবেরির ঝাঁক ঝাপটা মেরে বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগোতাম।"

জেস বললে, "সুন্দর ছবি! মনে মনে কল্পনা করার মত।"

"নিজের জন্যে কিছু না করে আমার মা রাত জেগে ওটা বানিয়েছিলেন। এই সব কথা ভাবলে, মিঃ বার্ডওয়েল, আপনার কি মনে হয় না এই পৃথিবী স্নেহ-মমতায় ভরা?"

জেস বললে, "নিশ্চয়। আর এই চুল্লীর ধারও।"

"একবার হয়েছে কী জানেন? এক সান্ধ্যভোজনে আমরা কজন পিঠে খাচ্ছিলাম—গোটা বারো ছেলে আর আমি। তাদের মাথায় হঠাৎ ঢুকল, হয় তারা আমার অংশের পিঠেটা নেবে, নয়তো নেবেই না।

সেটা তখন নীলামে উঠল। সকলে দর হাঁকতে লাগল। শেষকালে তারা এক খণ্ডের জন্যে পুরো পিঠের দাম দিল, আর আমরা তেরোজন একসঙ্গে খেলাম। তারা আমাকে নিয়ে একটা গান বেঁধেছিল, গাইল। শীতের মাঝামাঝি সময় তখন। মনে আছে তারা যখন গান গাইছিল, সেই সময়ে বাইরে বরফ পড়ছিল। আমি সেদিকে তাকিয়েছিলাম। ছেলেদের মধ্যে একজন বলেছিল, আমি যা তৈরি করি তা এত মূল্যবান যে খেতে মায়া লাগে। তাই সে তার অংশ একটা দেশলাইয়ের বাক্সে পুরে বললে যে, চিরদিন রেখে দেবে।"

"পিঠেটা কিসের তৈরি ছিল?" জেস প্রশ্ন করল।

"মিষ্টি আপেল।"

"এতদিনে সম্ভবতঃ নষ্ট হয়ে গেছে।"

আকাশে চাঁদ উঠেছে। পরিষ্কার কম্বল-কার্পেটে তার আলো এসে পড়েছে। এক কাঠের গুঁড়ি পাশে সরে গেছে। জেস আর একটা গুঁড়ি আগুনে রাখল। বাইরে একটা ক্রিকেট সুর তুলল। মিসেস বিভার্স পাশ ফিরল, যাতে সে আগুনের মুখোমুখি হতে পারে আর নীচু স্বরে কথা বলতে পারে।

মিসেস বিভার্স বললে, "এখান থেকে বেশ কিছু দূরে পিজিয়ন ক্রস্ট পল্লীতে···" কিংবা "এক সময়ে একটা বেড়াল ছিল—রোজ রাত্তিরে যে বিছানার চাদরের তলায় আমার পা জড়িয়ে কুঁকড়ে ঘুমত · পাণ্ডু রঙের লম্বা সাদা গোঁফওলা বেড়াল···" তারপর খানিক থেমে, "ভালবাসার ও যত্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল·· কিন্তু গোড়া থেকেই বিগড়ে গেল।"

সে ফিসফিস করে বললে, "ডাক্তার বলেছেন···কিন্তু আমি আরও ভাল করে জানি। শুধুমাত্র দুর্বল অবসন্নতা। গরমকাল এলেই সামলে নেব।"

সে বললে, "একটা জিনিস আমার জানার ইচ্ছে—সমস্ত নদীর কিংবা

সমস্ত গাছের নাম। এই রাত্তিরে সেগুলোর নাম করতে ভারি ভাল লাগবে।"

কাছাকাছি কোন গোলায় একটা মোরগ ডেকে উঠল। চাঁদের আলোয় জেগে উঠে ভেবেছে, বুঝি সকাল হয়ে গেছে। রিভার্সদের একটা মোরগ তার ডাকে সাড়া দিল। মিসেস রিভার্স বললে, "আমি একেবারে অভদ্র। সারারাত নিজের মনে বকে যাচ্ছি আর আপনাকে চুপচাপ বসিয়ে রেখেছি। মিঃ বার্ডওয়েল, আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। কোথায় কোথায় আপনি গিয়েছিলেন আর কেমন কৃতকার্য হলেন বলুন।"

জেস প্রশ্ন করল, "কোথায় কোথায় আমি গিয়েছিলাম, আর কেমন কৃতকার্য হয়েছি, জানতে চাও?" সে বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে উঠল। "শোন লিডিয়া অ্যান, কাজ আমার ভালই হয়েছে—" তারপর সে ভাবল, সব ওকে বলব। আমার অবস্থাটা ও জানুক। দুঃখ-যে সকলের জন্যে ভাগ করা, কোন মানুষ একা তা ভোগ করে না, এ কথাটা জানলে ও হয়তো শান্তি পাবে। এর পর জেস তার মাথার আবে হাত দিল, অনুভব করল ওটা চামড়ার নীচে নরম ও স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। কুড়ি বছর ধরে ওটা একই রকম আছে—বাড়েওনি কিংবা ভেতর দিকে ঠেলেও যায়নি। আকারে ডিমের চেয়েও ছোট একটা পিণ্ড, কাঁচা মটরশুঁটির মত নিরীহ। কোন মানুষের ওটা নিয়ে দুবার ভাবা উচিত নয়।

"মিঃ বার্ডওয়েল, আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? হয়তো আপনি তাড়াতাড়িই দাঁড়িয়ে পড়লেন, না?"

"না, আমি হয়তো ঠিক সময়েই দাঁড়িয়েছি," জেস বললে। কিন্তু সে তখনও ঘাড় থেকে হাত নামিয়ে নেয়নি। তার পরিত্রাণ যে মাথার আবটা হাত দিয়ে অনুভব করার মধ্যে নেই, এর আসল

প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, এ বিষয়ে সে নিঃসংশয় হতে চেষ্টা করছে। ...একটা ছোট্ট তাল, তার বাবার যেমন ছিল ঠিক তেমনি, আব জঙ্গলের চেয়ে বিপজ্জনক নয়।

"মিঃ বার্ডওয়েল, আপনার ঘাড়ে কী কিছু হয়েছে? কোন গর্ত-টর্ত?"

মাথার আবটার নতুন নির্দোষ মানে ভাবতে ভাবতে জেস ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। চাঁদের আলোয় ঘরের কম্বল-কার্পেট স্বর্ণাভ হয়েছে। জেস হাঁটতে হাঁটতে ঘরের লম্বা ছায়া পার হয়ে যেতে থাকে। আগুনে একসঙ্গে সে দুটো গুঁড়ি দিয়ে পোকারে করে নাড়িয়ে দিল, যার ফলে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ঝরনার জলধারার মত আগুন থেকে ফুলকির স্রোত বেরিয়ে এল।

"জেগে থাকার জন্যে আপনি কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাই না?" মিসেস বিভার্স জিজ্ঞেস করল।

জেস বললে, "হ্যাঁ, সত্যি তাই। বেশি জাগার জন্যে। তুমি আমায় জিজ্ঞেস করলে, আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি আর কেমন কৃতকার্য হয়েছি। তবে বলি, লিডিয়া অ্যান, আমি বেশ কয়েক পদ গিয়েছি আর সব দিক থেকেই বেশ কৃতকার্য হয়েছি। কোন মানুষ আমার চেয়ে কৃতকার্য হলে তার মন ভারসাম্য হারাত। দু চোখ ভরে আমি এত সৌন্দর্য দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বলব কী, লিডিয়া অ্যান, এমন অবাক মেনেছি আমি যে, এখনও চোখের সামনে ভাসছে। আমার পা দুটো ফেলে হাঁটব তেমন ভাল জায়গা আর নেই কোথাও। এই পৃথিবীর মাটি বসন্তে সবুজ ঘাসে ভরে যায়, শরৎকালে গাছে গাছে কার্পেটের মত পাতা জন্মায়। দিনের বেলা আমি সাদা ক্লোভারের গন্ধ নিয়েছি আর স্বচ্ছ ঝরনার জল পান করেছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি আহার সংগ্রহ করেছি, এখনও করি।

এর জন্যে আমায় যে-কোন লোকের মত কাড়াকাড়ি করতে হয়েছে। যাকে আমি পছন্দ করেছিলাম তাকেই স্ত্রীরূপে পেয়েছি। এবং ঈশ্বরের উপাসনা করার পথে কোন বাধা নেই আমার। যদিও মনে হয় আমার প্রতি তাঁর যা আদেশ সেটা বুঝতে আমি সহজে পারি না। এত কৃতকার্য হয়েছি আমি যে, আর সামান্য বেশি হলেই কেঁদে ফেলব।" পায়চারি করতে করতে জেস মাথার তুচ্ছ আবটার ওপর থেকে হাত তুলে চোয়ালে রাখল। দাড়ি কামাবার প্রয়োজন ইতোমধ্যেই অনুভব করছে সে।

যদি চোখে জল আসা মানেই কান্না হয়, তাহলে জেস কেঁদে ফেলেছে। আবার সে হাসছিলও।

"আমরা যেন কোন পার্টি দিয়েছি, তাই না মিঃ বার্ডওয়েল?"

"হ্যাঁ, তাই। আর আমি যদি পারি তোমাকে একটা উপহার দেব। ভ্রমণের ফলে যে শান্তি পেয়েছি তার একাংশ দিয়ে যাব। তুমি সেটা দেশলাইয়ের বাক্সে পিঠের মত পুরে চিরদিনের জন্যে রেখে দিও।"

মিসেস রিভার্স হাসল। ওই উপহার দেবার ইচ্ছে যেন জেসের সত্যি, এমনি ভাবে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল জেস। তার কথা শেষ হয়েছে মনে হল। মিসেস রিভার্স তখনও ঘুমিয়ে পড়তে চায় না, প্রশ্ন করল, "কেমন কেটেছে আপনার সে কথা বললেন। কিন্তু কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা বলেননি। জায়গাগুলোর নাম বলুন, যাতে আপনি চলে যাবার পর মনে থাকে আমার।"

জেস আগুনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নামগুলো বলে গেল। উত্তরে শিকাগো পর্যন্ত। দক্ষিণে হ্যাটিশেজ, ব্যাটন রুজ, লুইসভিলে। পশ্চিমে অনামা সব জায়গা পেরিয়ে। সে নামের সঙ্গে সঙ্গে বলে যায় কী কাজে তাকে সেখানে যেতে হয়েছিল—শহরের অবস্থানের বিবরণও

তা থেকে বাদ পড়ে না। এই সময় মিসেস রিভার্স ঘুমিয়ে পড়ল। জেস আর একটা চাদর খুঁজে পেয়ে সেটা দিয়ে ওর গা ঢেকে দিল আর ভাবল, এ-জীবনে যোগ্যতার তেমন দাম নেই। আগুনে অনেকগুলো কাঠ চাপিয়ে সে বিছানার ধারে এসে বসল। ঘরের অন্ধকার একটু পাতলা হতেই নিঃশব্দে বাইরে এল এবং ঘোড়া বার করে বাড়ির দিকে যাত্রা করল।

সারাদিন এলিজার মন বলছিল যে, সে আসছে। সন্ধ্যার দিকে জেস যখন পৌঁছল, এলিজা তখন গলির মোড়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। জেসের সাহায্যে এলিজা গাড়িতে উঠে বসল।

"জেস, তোমার ভালয় ভালয় কেটেছে তো?" এলিজা জিজ্ঞেস করল ঠিক কি বলবে সে কথা ভাবতে ভাবতে।

জেস বললে, "হ্যাঁ।"

"তোমার বন্ধুদের খবর কী সব?"

"তাদের খবর নানা রকম। কেউ বিয়ে করেছে, কারও শরীর অসুস্থ, কেউ ঈশ্বরের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছে, কারও বা ছেলেকে ছোট্ট-হয়ে-যাওয়া রোগ আক্রমণ করেছে।"

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে এলিজা বললে, "তুমি···ফেয়ার হোপ সভাগৃহে গিয়েছিলে?"

"না, যাইনি। সবশেষ অর্ডার ডেলিভারি দেওয়া খতম হতেই আমি বাড়িমুখো হয়েছি।"

"তুমি যেন বলেছিলে···"

কণ্ঠে কিছুটা কাঠিন্য মিশিয়ে জেস উত্তর দিল, "বলেছিলাম, কিন্তু সমিতিই কেবল সভাগৃহ তৈরি করেনি। উপাসনা করার ও শেখার জায়গা এখানেও একটা আছে।" বলে জেস নিজের শক্ত বুকে সামান্য আঘাত করল।

এ কথা এলিজা চিরদিনই সমর্থন করে এসেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে সে জেসের মুখটা তন্ন তন্ন করে দেখল, তারপর কোমলকণ্ঠে বললে, "তোমার…ফুলে উঠেছিল…সেই যে…?"

অপ্রস্তুত না হয়ে জেস বললে, "বুঝেছি, তুমি আমার আবটার কথা বলছ। ফোলেনি তো। কুড়ি বছর ধরে ওটাকে বয়ে আমি পোক্ত হয়ে গেছি। তুচ্ছ জিনিস—ও নিয়ে ভাবি না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এলিজা পেছনে হেলান দিয়ে বসল।

"এখানকার খবর কী?" জেস প্রশ্ন করল।

এলিজা বললে, "ঠাণ্ডা কিছুদিন ছিল। এখন স্বাভাবিক অবস্থা। কাল থেকে লিলি-অব-দি-ভ্যালি ফুটতে শুরু করেছে।"

জেস তার বিরাট নাক উঁচু করে বাড়ির গন্ধ নিল, বললে, "মনে হচ্ছে, এখান থেকেই আমি তাদের গন্ধ পাচ্ছি।"

এগার

গৃহে প্রত্যাবর্তন

সারাদিন কাজ করবে বলে ঠিক করেছিল জেস। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে দেখে সে অন্যভাবে দিনটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় ছিল। সে বৈঠকঘরের সম্মুখ-দরজাব বাঁ দিকের জানলা থেকে ডান দিকের জানলা পর্যন্ত অধৈর্যভাবে পায়চারি করছিল। কিন্তু বৃষ্টি সেই একইভাবে পড়ছে। যেখান থেকেই নজর করে জেস, বড় বড় ফোঁটায় তীব্রবেগে বৃষ্টি পড়তে দেখে। তার মনে হয় জলের আস্তরণে এই বাড়ি বিদীর্ণ হয়ে সে যেন জলময় গুহার মাঝখানে ভাসছে ঘণ্টার মধ্যেকার বাজ্যদণ্ডের মত। সে নড়ছে না, প্রায়-খালি ক্ল্যাপবোর্ডের চালের ওপর (বিছানা, স্টোভ, কার্পেট আর একটি কি দুটি মানুষ থাকার জন্যে ভর্তি বলা যায় না) অনেক উঁচু থেকে জল পড়ার ঝমঝম শব্দে ঘণ্টাটা নিজে নিজেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কেবলমাত্র কানে শুনেই শীত ও গ্রীষ্মের বৃষ্টিপাতের তফাত বোঝা যায়, এই বিশ্বাস সঠিক কি না পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে জেস বাড়ির বাইরে কান পেতে রইল, এবং অবিলম্বে তার বিশ্বাসের সমর্থন পেল। কারণ পাতাভর্তি গাছের ওপর বৃষ্টি পড়লে কেমন একটা শান্ত ভাঙা আওয়াজ হয়, শীতের রিক্ত ও কঠিন ডাল যার অনুকরণ করতে পারে না।

কথাটা তখুনি কাউকে না জানিয়ে শান্তি নেই জেসের। অতএব

এলিজাকে ডাকল। এলিজা রান্নাঘর থেকে এল, ময়দা মেখে ঠাসার ফলে গোলাপী-হয়ে যাওয়া হাত দুটো অ্যাপ্রনে মুছে প্রশ্ন করল, "জেস, তুমি আমায় ডাকছ ?"

জেস বললে, "আচ্ছা এলিজা, চোখ বুজে কেবল শব্দ শুনে শীত ও গ্রীষ্মের বৃষ্টির তফাত বুঝতে পার ?"

এলিজা সোজাসুজি বললে, "পারি না।"

জেস বিমর্ষভাবে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সে জানে, মেয়েদের ভেতরে এলিজার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু তার মাঝে মাঝে ভয় হয় যে, সব মেয়ের মধ্যেই কিছু দোষ আছে। সেটা ওদের জন্মগত ব্যাপার, না, নিজেদের স্বাভাবিক ঐতিহ্যের অনুপস্থিতির ফল তা জেস বলতে পারে না।

সে প্রশ্ন করল, "কী করে বুঝতে পারা যায় সে কথা তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না? মনে কৌতূহল জাগছে না? প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন অর্থ নেই তোমার কাছে ?"

অনেক দৃশ্যের আছে, আবার নেইও অনেকের। বৃষ্টিপাতের শব্দের মধ্যে এলিজা কোন অর্থ খুঁজে পায় না। রুটি ফোলা, সূর্যের আলোয় বাড়ি ঝকমক করা, চুল্লীতে আগুন জ্বলা, এগুলো সবই দৃশ্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য। এলিজা ভাবল, এসব প্রত্যক্ষ করেই আপাততঃ সে তৃপ্ত। জেসকে বললে, "চোখ বুজে শীত-গ্রীষ্মের বৃষ্টির তফাত বলতে চেষ্টা করার মধ্যে আমি কোন অর্থ খুঁজে পাই না। ও থেকে মনটা সরিয়ে আন দিকি।"

জানলা ও বৃষ্টি থেকে সরে এল জেস। তার জীবনে স্ত্রীলোকের স্থান অনেকখানি। ওদের অন্ধকার মনকে আলোকিত করার কাজে সে কখনও বিরক্ত হয় না। এলিজার ওই কথার পরও সে বললে, "পাতার ওপর বৃষ্টি পড়া আর রিক্ত ডালের ওপর বৃষ্টি পড়া দুটোর শব্দ আলাদা।"

এলিজা প্রতিবাদ করল, "দেবদারু গাছের সারির কাছে তোমায় চোখ খুলতে হবে।"

জেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেক্রেটারির দিকে এগিয়ে গেল। ওটা বসুইঘরে যাবার দরজার দক্ষিণ দিকের অনেকখানি দেয়াল দখল করে আছে। "আমি চিরসবুজ গাছের কথা বলিনি," এলিজার উত্তরে জেস বললে।

সেখানে সেক্রেটারির মধ্যিখানের দেরাজে রাখা বইগুলোর ফাঁকে মেয়েদের বিস্ময়কর স্বভাবের আরও পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে জেস ভাবল, অদ্ভুত জাত বটে! বিবাহের ফলে আমাদের আপন জনে পরিণত হয়, তবু স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে না। এসব কী এমন বস্তু যা জাদুঘরে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মত এলিজা জমিয়ে রেখেছে, অথচ অতিকতব প্রয়োজনীয় অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা ভেঙে যাচ্ছে? পুরনো গুঁড়িঘরের চিমনির টুকরো, "পবিত্র দেশ"-খোদাই-করা চকচকে গোলাকার একটা কাঠ, জেসের মতে যেটা দেখতে ভালভাবে পালিশ-করা এক খণ্ড স্থানীয় বাটারনাটের মত, নিউ অর্লিয়ান্স থেকে বাড়ি আনা একটা শুকনো কমলালেবু, সেলাই-করার আঙুল-টুপি—এলিজার বিশ্বাস উইলিয়াম পেনের পায়জামার একটা ছিদ্র সেলাই করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল এটা, অনেক ছোট ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছটা পালক, বহুকাল আগে ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের কোন পাখির গা থেকে উপড়ে আনা হয়েছিল এবং এখন চ্যাপটা লাল পেয়ালায় রাখা আছে, একটা কাচের পাত্র—কুড়ি বছর ধরে দেখার পরও যার আসল স্বরূপ জেস নির্ণয় করতে পারেনি। সেটা এখন হাতে নিয়ে সে উলটে-পালটে দেখতে লাগল

"এলিজা, এ জিনিসটাকে তুমি কী বলবে?"

"এটা ফুলদানি," এলিজা বললে।

"একে ঠিক তা বলা চলে না। এর দু দিক খোলা।" জেসের প্রতিবাদ যুক্তিসঙ্গত।

"আমি ফুলদানিই বলে আসছি," এলিজা বললে।

জেস ওটাকে ভাল করে দেখতে লাগল। ওর মধ্যে দিয়ে উঁকি মারল। পুডিং দিয়ে আঁকা হাঁসগুলো স্পর্শ করে সে বুড়ো আঙুলটা অতঃপর পাত্রের উপরিভাগের গর্তে রাখল, বললে, "দেখে মনে হচ্ছে, এর জীবন শুরু হয়েছে আলোর চিমনি হিসেবে।"

"তাই," এলিজা বললে।

"তারপর ভেঙে যায়।"

"হ্যাঁ, ভেঙে গিয়েছিল।"

জেসের হাত থেকে কারুকায-করা পাত্রটা নিয়ে এলিজা সাদা মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ওটা তৈরির সময় তার আঙুল এমন সাদা আর মোটা ছিল না, ছিল পাটল রঙের ও পাখির পায়ের মত সরু আর চটপটে।

জেস স্বীকার করল, "তুমি এ থেকে বেশ কারুকার্য-করা পরিচ্ছন্ন একটা জিনিস তৈরি করেছ।" সেই সঙ্গে আরও বললে, "যদিও একে কোন কাজে লাগানো যায় না। আঁকিবুকি কাটা আছে, সুতরাং চিমনির কাজ হবে না। দু দিক খোলা বলে ফুলদানি হিসেবেও কাজে আসবে না। কবে তুমি এটা করলে?"

"যেদিন সকালে শুরু করি তুমি দেখেছিলে।"

"খেয়াল করিনি আমি।"

"না, করনি," এলিজা মনে করে বললে।

জেস জিজ্ঞেস করল, "এটা তৈরি করার উদ্দেশ্য কী তোমার?" তার কৌতূহল কিছুক্ষণের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৃষ্টিপাতের শব্দের তারতম্য অনুমান করার ব্যাপার থেকে স্থানান্তরিত হতে সে খুশিই হল।

চুল্লীর রক্তচক্ষু আগুনের দিকে মুখ করে বসে ছিল এলিজা। অত বৃষ্টি পড়তে দেখে সে রেগে উঠেছে। এবার সে তার স্বামীর মুখোমুখি ঘুরে বসল। কারুকায-করা পাত্রটির বাঁকানো উপরিভাগ এবং গড়ানে ধারগুলো স্পর্শ করল এলিজা। তার উদ্দেশ্য কী ছিল? হয়তো তার জানার বাইরে আরও উদ্দেশ্য ছিল এর মধ্যে। তা ছাড়া সব জানা থাকলেও কি জেসের কাছে ব্যক্ত করতে পারত সে, না, জেস বুঝত? রঙের তরঙ্গে প্রফুল্ল প্রথম হাঁসটি যখন আঁকা হয়েছিল তখন দেখেও যে নজর করেনি, সে কি এত বছর বাদে আজ বুঝতে পারবে যখন রঙ ফিকে হয়ে এসেছে?

একটা উদ্দেশ্য অবশ্য এলিজার নিজের কাছে স্পষ্ট. আর তা ব্যক্ত করতেও কোন অসুবিধা নেই।

"একটা সুন্দর জিনিস তৈরি করতে চেয়েছিলাম আমি," জেসকে বললে এলিজা।

হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। প্রথম দিকে তাই উদ্দেশ্য ছিল তার। জলের ঝাপটায় আলোর গরম চিমনির একটা জায়গা গোল হয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু এলিজা সেটা ফেলে দেয়নি। এক প্রতিবেশীর কাছে সে শুনেছিল যে, ওই রকম ভাঙা জিনিস এমনভাবে চিত্রবিচিত্র ও অলঙ্কৃত করা যায় যা দিয়ে যে-কোন বৈঠকখানা সাজানো চলে। সেজন্যে ভাঙা চিমনিটা সে ভাঁড়ারঘরের তাকে রেখে দিয়েছিল। কবে কাজের ফাঁকে ঘণ্টাখানেক সময় পেয়ে সে ওর চকচকে অনাবৃত গায়ে ছবি আঁকবে সেই প্রতীক্ষায় বহুকাল পড়ে ছিল। দিন যায়, ভাঁড়ারঘরে ঢুকতে বেরুতে প্রতীক্ষারত ভাঙা চিমনিটার ওপর তার চোখ পড়ে। রান্নার চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে সে মনে মনে ভাবে ওর ওপর কারুকায করার কথা, ভাবে ওটাকে এমন ভাবে তৈরি করবে, যা রসুইঘরের

জিনিসপত্রের গাদার মধ্যে তাকে একটু শান্তি দিতে পারে, একটু একাকীত্বের আস্বাদ দিতে পারে।

পাত্রটি এলিজাকে হাতে নিয়ে ঘোরাতে দেখছিল জেস। কোন কথা বলেনি সে। এলিজা তার কথার পুনরাবৃত্তি করল, "আমি এটাকে একটা সুন্দর জিনিস করার কথা ভেবেছিলাম, জেস, যা দিয়ে বৈঠকখানা সাজানো চলে।"

জেসের পক্ষে কি তা বোঝা সম্ভব? এলিজা জানে, বাইরের সৌন্দর্য জেস হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অনেকবার সে আকাশের তারা দেখবার জন্যে সদ্য-ঘুমিয়ে-পড়া এলিজাকে জাগিয়ে তুলেছে, বাইরে থেকে তাকে অনেক ফুল এনে দিয়েছে। কোন মেঘ, গোধূলির আকাশ, পাখি, এমন কি, কোন বিস্ময়কর পাথর পর্যন্ত দেখাবার জন্যেও এলিজাকে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভেতরের সৌন্দর্য? সাটিন দিয়ে সেলাই করা পুরু দেখতে বালিশ কিংবা তাঁতের মধ্যে থেকে যেমন অনাবৃত বেরিয়ে আসে তেমনি অধৌত মসলিন কি জেসকে বিন্দুমাত্র বেশি আনন্দ দেয়? জাফরিতে ময়ূরের পালক কিংবা ঘরের কোণে উজ্জ্বল ক্যাট-টেল থাকা না-থাকায় তার কি কিছু এসে-যায়? এলিজার তা মনে হয় না।

কিন্তু মেয়েরা থাকে বাড়ির মধ্যে, বাইরে নয়। সূর্যাস্তের আভা ভেতরে আসে না, রসুইঘরের দেয়াল আলো করে তোলে না, যাতে রান্নায় ব্যস্ত এলিজা দেখতে পায়, সে যখন সেলাইয়ে রত আকাশে-ভেসে-বেড়ানো খণ্ড-বিখণ্ড মেঘ তখন তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে ম্যান্টল-পীসে ছায়া ফেলে না। নানা টুকরো-টাকরা জিনিসেও মেয়েরা সৌন্দর্য আবিষ্কার করে, তা থেকেই তারা সুন্দর অনেক কিছু তৈরি করে। তার শিল্পকর্ম কি জেসের নজরে পড়েছে কখনও? কারুকার্য করা,

ছবি-আঁকা, স্টেনসিল-করা, চকচকে-করা, রঙ-দেওয়া জিনিসগুলো সে দেখেছে? চিরুনি রাখার বাক্স, পাদানি, ছোট রুমাল, চৌকির ঘেরাটোপ, চুল্লীর ঢাকনি, কম্বল, কলম পরিষ্কার করার জিনিস, জানলা-দরজার পর্দা? সে কি লক্ষ্য করেছে যে, সাজানো-গোছানো ঘরদোর এলিজার চোখে মেঘের মতই সুন্দর এবং গোলাপও তাকে হার মানাতে পারে না।

আঙুল দিয়ে একটা হাঁস স্পর্শ করে জেস বললে, "আমাদের বসবার ঘর সাজাবার জিনিস। চিরদিন থাকবে।"

এলিজা লক্ষ্য করল জিনিসটা যে সুন্দর এ কথা সে বললে না। যাক, তাতে কিছু এসে-যায় না। ওটা এলিজার কাছে কেবল সুন্দর নয়, আরও বেশি কিছু।

সে বললে, "জেস, বাড়িতে আগুন লাগলে আমার মনে হয় না আমি এটা ছেড়ে আগে অন্য কিছু রক্ষা করতে ছুটব।"

এলিজার হাতে-ধরা জিনিসটাকে এবার নতুন ভাবে দেখতে লাগল জেস, প্রশ্ন করল, "আমাদের বাইবেল পড়ে থাকবে? চিঠিপত্র, দলিল—এ সবও?"

এলিজা বললে, "ওসবের জন্যে তো তুমি আছ।"

"কিন্তু কতকগুলো জিনিসের ব্যাপারে তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার না।"

এলিজা কিছু বললে না।

জেস তার বিরাট নাক কুঁচকোল। গালের হাড় ও চোয়ালের মাঝামাঝি রেখাগুলো স্পষ্ট হল। তার মাংসল, ভারী মুখ নড়ল একটু—যা বলতে যাচ্ছে তার আস্বাদ যেন পূর্বাহ্নেই নিয়ে নিল। সে বললে, "কেউ কেউ বলে, এলিজা, আমি তোমায় গাড়িতে করে নিয়ে ঘুরে

বেড়াই। আমায় ভাবে এক স্ত্রৈণ বুড়ো, মহিলা ধর্মবক্তাকে বিয়ে করে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি।"

এলিজা জানে কথাটা সত্যি। তবু তারা যা বলে তার জন্যে জেসকে দায়ী করা চলে না। হয়তো জেস নয়, পুরুষরা—যে-কোন পুরুষ দোষী।

জেস তাপমাত্রা মনে রাখত: শূন্যের নীচে ১০ ডিগ্রী অথবা ছায়ার মধ্যেও ১০০ ডিগ্রী। তুষারপাতের আয়তনও সে মনে রাখত—একবার মাত্র মেঘ ফেটে কত ইঞ্চি বরফ পড়ল। এলিজা কিন্তু নিজের অনুভূতি থেকে ঋতু আর আবহাওয়া নির্ধারণ করত। এক গ্রীষ্মের সকালে এলিজা ভাঙা চিমনিটাকে কারুকার্য করতে শুরু করেছিল। তার মনে আছে, কারণ রাত্রিবাস পরে বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে সে বেশ গরম বোধ করছিল। জেস তখন চাদরের নীচে আবছা ঢিপির মত। সময়টা সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। বাইরে পাখির দল জেগে উঠে কিচির-মিচির করে গান গাইছিল।

যদিও বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় হয়নি, তবু আর শুয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল না এলিজার। মুহূর্তের অনুধ্যানেই সে নিজেকে সপ্তদশী কল্পনা করে নিল এবং তার ও জেসের জীবন কেমন হবে সে ছবি হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তার মন শান্তিতে ভরে গেল। সে অনুভব করল, এখুনি বিছানা ছেড়ে ওঠা দরকার। তার চিন্তা সেই পথেই ধাবিত হল। মনে এল ছেলেমেয়েদের কথা, মে মাসের সকাল। আর বরফ-পড়া সন্ধ্যার কথা, গৃহকর্ম আর প্রেমপূর্ণ করুণার কথা। ভাবল, বুড়ো বয়সের কথা—যখন বুড়োদের মতই জেগে শুয়ে থেকে বাতাস বা বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সে ও জেস বিগত দিনের কথা স্মরণ করবে। গ্রীষ্মের সেই সকালে জেগে উঠে সব তার মনে ভিড় করে

এল। এ সবের মুখোমুখি হবার জন্যে এখুনি তাকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হবে।

পোশাক নিয়ে এলিজা চুপচাপ নীচে নেমে এল, চৌবাচ্চার জলে হাতমুখ ধুয়ে রন্নইঘরে পোশাক বদলে নিল। তার ইচ্ছে হল, জেস যেন একেবারে সাতবারের প্রাতরাশ গলাধঃকরণ করার মত ক্ষুধা অনুভব করে যাতে সে জেসের পছন্দমত সব রকম খাবার তৈরি করে দিতে পারে।

আগুন জ্বালানো হল। কলের গন্ধে ভারাক্রান্ত গ্রীষ্মের বাতাস ধোঁয়ার গন্ধে ভরে গেল। মাখন-মাখানো বিস্কুট চুল্লীর ধারে রাখার অপেক্ষায় ছিল। এলিজা তার রাত্রিবাস সুন্দর ভাবে পাট করে রেখেছে। সবচেয়ে ভাল পেয়ালা সব টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। ১০১ সংখ্যক স্তোত্র পাঠ করা এবং মনে মনে ভাবা হয়ে গেছে। কিন্তু মনটা তখনও চরম আনন্দে অবগাহন করেনি। এই সময়ই কারুকার্য-করা পাত্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল এলিজার।

ভাঁড়ারঘর থেকে চিমনি, পুটিং ও রঙ নিয়ে এসে টেবিলে বসল সে। নকশাটা তার মনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে বহুকাল ধরে। এখন সেটা বাইরে বেরিয়ে এসে আলাদা রূপ নিতে শুরু করল।

ফুলগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে সে আঙুলে করে পুটিং লাগিয়ে চিমনির উপরিভাগের ছোট ছোট সংকোচনকে পাপড়ি-আকারের বক্রতায় পরিণত করল। ভাঙা জায়গা পুটিং দিয়ে জুড়ে সে একটা পাখাওয়ালা হাঁস আঁকল। তার চারধারে তৈরি করল নীল জল আর সবুজ খাগড়া। হাঁসটা হল ঝকঝকে সাদা রঙের। মাথার ওপর গ্রীষ্মের আকাশে ক্ষয়ে-যাওয়া পেন্সিলের মত লম্বা পাতলা মেঘগুলো স্তূপাকারে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর তারা সব একই দিকে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন ছবির ওপর দিয়ে পাতলা অথচ দৃঢ় বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

ওখানে দুটো হাঁস আঁকা হবে। কিন্তু আপাততঃ এলিজা থামল। সে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বিস্কুট সেঁকার জন্যে রাখল এবং স্কিলেট স্টোভের সামনের দিকে সরাল। তবু ওপরের ঘরে জেসের পাশে শুয়ে শুয়ে সে যা চোখের সামনে দেখেছিল কিংবা কল্পনা করেছিল, এ সবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এলিজার কল্পনায় তখন ভেসে উঠেছিল কারুকার্য-করা পাত্র, হাঁস, খাগড়া, গ্রীষ্মের আকাশ।

এলিজা জেসকে বললে, "যেদিন সকালে এটা আমি শুরু করি তুমি দেখেছিলে। কারণ সে সময়ে তুমি নীচে চেয়ারে বসে দুলছিলে এর সামনে।"

জেস প্রশ্ন করল, "সেদিন দুলতে দুলতে কী বলেছিলাম আমি? আমার ধারণা, নির্বাক ছিলাম না।"

"না জেস, তা ছিলে না তুমি।"

"কী বলেছিলাম?"

"বলেছিলে, আমার বেশ মনে আছে, 'প্রাতঃরাশের কী ব্যবস্থা? এত ক্ষিদে পেয়েছে যে একটা আস্ত প্যাঁচা খেয়ে ফেলতে পারি।'"

জেস একটু দুলে বললে, "যাক, তবু ভাল যে বলিনি একটা আস্ত হাঁস খেয়ে ফেলতে পারি!"

টেবিলে সুস্বাদু প্রাতরাশ সাজিয়ে, টিনে ভর্তি করে রাখবার জন্যে কী ধরনের ফল আনবে জেস সে-সম্বন্ধে ওর সঙ্গে আলোচনা করে, আজকেও বেশ জ্বালাময় গরম পড়বে এ কথা বলে, সুন্দর পেয়ালা (এই পেয়ালাই সেদিনের ভোজনে বৈশিষ্ট্য এনেছিল) মুখের কাছে তুলে এলিজা বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু প্রাতরাশের পর সেই কারুকার্য-করা পাত্রের দিকে এক নজর তাকিয়েই তার আনন্দে ভাটা

পড়ল। জিনিসটাকে সারানো চিমনি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তার ওপর একটা বিরাট হাঁস আঁকা আর পুটিং ও রঙ লাগানো। বাতাস যে সত্যিই বইছে না—এটা আঁকার কায়দা দেখে যে-কোন লোকই বুঝতে পারবে। জিনিসটা সে আবার ভাঁড়ারঘরে সবচেয়ে ওপরের তাকে রেখে দিয়েছিল। তারপর যখনই নজর পড়েছে ভেবেছে, কী করে ওটাকে এমন জিনিসে পরিণত করা যায় যা দেখতে সুন্দর হবে, মনকে শান্তিতে ভরে দেবে। কেবল তাই নয়, আজ সূর্যোদয়ের পূর্বে পাখির কণ্ঠে প্রথম কাকলি শুনে এবং ছেলেমেয়েদের মুখ দেখে যে স্বর্গীয় আনন্দ আর ব্যগ্রতা সে অনুভব করেছিল তার সবটুকু ওর মধ্যে জমা থাকবে।

বেশ কিছুদিন পরে আবার ওটায় হাত দিয়েছিল এলিজা। ওপরের ঘরে দেখা ছেলেমেয়েদের মুখ, কণ্ঠস্বর, প্রয়োজন, কোন কিছুই কাল্পনিক নয়, সব বাস্তব বাস্তব কেবল মে মাসের সকাল আর শীতের সন্ধ্যাই নয়, মধ্যের সময়টুকুও। সেই সকালে যেমন ভেবেছিল সেই ভাবে বাড়িটি সাজিয়েছে সে, যাতে এখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে নতুন করে অবাক হয়।

সে প্রায়ই পাত্রটার কথা ভেবেছে। কিন্তু সেই প্রথম গ্রীষ্মের সকালের মত মুহূর্ত আর কখনও আসেনি। তা ছাড়া তার সময় সর্বদাই কম। তবু সে ওটা শেষ করার কথা ভেবেছে, ভেবেছে প্রথমটার পাশে দ্বিতীয় হাঁস আঁকার কথা। এমন দিন গেছে যখন ওটা শেষ না-করার জন্যে তার মনে অশান্তি দেখা দিয়েছে। সে অনুভব করেছে যে, শুধুমাত্র একটা ছবি-আঁকা আলোর চিমনি থেকেই নিজের মনকে সরিয়ে নেয়নি···সমস্ত ছেলেমেয়ে, জেস, এই বাড়ি, এমন কি অকারণে তার প্রিয় গির্জাকেও সে অবহেলা করছে···ভাঙা চিমনির স্থান তার জীবনে অনেকখানি।

তা সত্ত্বেও বহু বছর ধরে ওটা অসমাপ্ত অবস্থায় অপেক্ষা করে রইল। তারপর নভেম্বর মাসে, বাচ্চা সারার মৃত্যুর পর, এক বিকেলে এলিজা বৈঠকখানার চুল্লার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে প্রথম হাঁসের সঙ্গী হিসেবে আর একটা হাঁস আঁকতে বসল। দিনটা ছিল বিশ্রী। সকালে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দুপুরের দিকে বাতাস তীব্র হয়ে উঠল আর বরফ পড়তে লাগল। যেমন ঘন করে পড়লে সে ভাবত স্লেজ গাড়ি চড়ে বেড়ানো ও বরফের মধ্যে ছেলেদের মারামারি করার কথা। কিন্তু পাতলা তুষারপাতের ফলে বছরের শেষদিককার কথা, বাচ্চা সারার কবরের কথা মনে এল। সারা মারা যাবার পর তার হাত দুটো শরীরের এক খণ্ড মাংস কেটে নেওয়ার মত ওর অভাব অনুভব করত। সে সময় পেরিয়ে এসেছে এলিজা। এখন বলতে পারে, ঈশ্বরের ইচ্ছে কার্যকরী হয়েছে। তবু তার মনটা ভারী হয়ে আছে, আর আশ্চর্য, ঠিক এই সময়েই ভাঙা চিমনিটার কারুকার্য শেষ করার কথা মনে হয়েছে! ভেবে সে নিজেও অবাক হয়।

সারা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে তার পাশে এসে দাড়াত, তাকে তুলির টান দিতে দেখে বলত, "মা-মণি, তুমি কি পাখি আঁকছ?" দ্বিতীয় হাঁসটির গোলাকৃতি বুক আঁকতে আঁকতে সে ভাবল, কখনও তাকে হারাতাম না আমি। যেদিন সকালে কাজটা শুরু করেছিল সেদিনের কথা, সেই সুখ, সুখের কল্পনা সব মনে পড়ল এলিজার। তখন ভেবেছিল, সমস্ত জীবন কেবল আনন্দেই কাটবে, কোন বিপর্যয় দেখা দেবে না কখনও। কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে সেদিনের কত তফাত! বহু বছর পরে প্রথম হাঁসটির পাশে দ্বিতীয়কে আকার নিতে দেখে এবং গ্রীষ্মের আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ তাড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া বাতাসকে আরও একবার সত্যি বলে ভেবে তার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল।

দ্বিতীয় হাঁসটি আঁকা অবশ্য কোনদিন শেষ হয়নি। কেবল আবছা

আকার হয়ে রইল। কারণ সেদিন ওতে সাদা রঙ লাগাবার সময়ই জেম ঘরে ঢুকেছিল। তার মাথায় টুপি ছিল না, হাত তুটো আর মাথার চুল গলা-বরফে ভেজা।

এলিজাকে দেখে জেম চিৎকার করে উঠেছিল, "এলিজা, এ আমার সহ্যের অতীত।"

এলিজা তুলি সরিয়ে রেখে বলেছিল, "কিসের কথা বলছ, জেম ?" যদিও সে জানে জেম কী বলছে।

"সারার কবর বরফের নীচে চাপা পড়েছে। সে এত বরফ ভালবাসত! তুমি তো এ কথা জান, এলিজা।" এই বলে জেম এমন একটা কাজ করল, যা সে এর আগে কোনদিন করেনি, পরেও না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাথাটা সে এলিজার কোলে রাখল, তারপর সশব্দে কেঁদে উঠল।

এলিজাকে প্রশ্ন করল সে, "তুমি কি ভুলে গেছ যে সারা প্রথম কথা বলেছিল বরফের বিষয় ?" এলিজার কোল থেকে মাথা তুলে জানলার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, "ওখানে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট হাতে তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'বাঃ, সুন্দর ফুল!'"

এলিজা ভোলেনি। কথাগুলো সারাদিন তার মনে ছিল। সে বললে, "না জেম, ভুলিনি আমি।"

জেম অভিযোগ করল, "তাহলে কী করে তুমি বসে বসে রঙ নিয়ে খেলা করছ ? আর ওদিকে সারার কবর বরফে ছেয়ে গেল!"

এলিজা ভিজে চুল ঠিক করে দিল, বললে, "ঈশ্বরের কথাও আমি ভুলিনি, জেম।"

কিছুক্ষণ পরে জেম শান্ত হল, তারপর আগুনের তাপে শরীরটা গরম করে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা পশুদের খাওয়ানোর কাজ শেষ করতে গেল। এলিজা জিনিসটা অসমাপ্ত অবস্থায়ই সেক্রেটারির তাকে রেখে দিল।

তাতে একটা হাঁস ভালভাবে আঁকা রইল, আর একটা রইল আবছা, ধূসর অবস্থায়। সে ভাবল, ওখানেই থাক্। বোধ হয় এর চেয়ে ভাল করার সুবিধে হবে না আর। সে খুশি হল যে, সযত্নে জমিয়ে-রাখা আরও অনেক জিনিসের মধ্যে ওটা থাকবে আর তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখা স্বপ্নের কথা এবং যা সে স্বপ্নে দেখেনি কিন্তু সেই সকালের পর থেকে ঘটে গেছে তাও।

বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। জেস কারুকার্য-করা পাত্রটির কথা ভুলে গিয়েছিল। তার সেই আগেকার ভাবনায় ফিরে গিয়ে সে বললে, "বৃষ্টির শব্দ শুনে কেবল ঋতুর কথাই নয়, এলিজা, কোন্ জায়গায় পড়ছে তাও বলা যায়। ভাব তো, জঙ্গলে বৃষ্টি হলে কেমন শব্দ হবে? কিংবা পাহাড়ের চূড়োয়, অনাবৃত পাথরের ওপর কেমন শব্দ হবে? অথবা সমুদ্রে—যেখানে জলের ওপর জল এসে বেগে পড়ছে? আমরা এখানে এসে আর এগোতে পারব না। কখনও জানতে পারব না।"

এলিজার মনে হয় না, সে আর এগোতে পারবে না। সে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

জানলার বাইরে উঁকি দিল জেস, বললে, "বৃষ্টির জন্যে দৌড়তে হবে দেখছি। গরুগুলো মুণ্ডু বার করে চেঁচাচ্ছে।"

বাইরে যাবার আগে সে এলিজাকে ব্যগ্রভাবে আশ্লেষাবদ্ধ করল, যেন সে কোথাও যাত্রা করবে। কল্পনায় অবশ্য তাই করছে। এলিজার হাতে তখনও ফুলদানিটা রয়েছে। জেসের প্রসারিত হাত ও তার মাঝে থেকে ওটা তাদের পৃথক করে রেখেছে। জেস চলে যাবার পরে সে ওটাকে সেক্রেটারির ওপর রেখে দিল, কিন্তু কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘরদুইঘরে এদিক-ওদিক ঘোরার সময় তার বুকে ওর স্পর্শ তখনও অনুভব করছিল।

বারো

দীপালি

মে মাসের ভোরবেলা। চঞ্চলপ্রভ দিনের ভোর। পৃথিবী ছায়াচ্ছন্ন হবার কাল ফিরে আসছে এবার। এই সময় সূর্য আকাশে থাকে অনেকক্ষণ আর গাছগুলো পাতায় ভরে যায়। একঘেয়ে বাড়ির দেয়াল ও মাঠ দেখে বিরক্ত চোখ দুটো তবু কিছুটা নতুনত্বের আস্বাদ পায়।

বিছানায় বসে সাদা উলের মোজা পরছিল জেম। তার নজর ছিল পূবের জানলার দিকে—যেখান দিয়ে রোদ আসছে লাল জেরানিয়াম ফুলের রস খানিকটা মিশিয়ে দেওয়া জলের মত। যে-মুহূর্তে সে মোজায় পা ঢোকাতে ব্যস্ত হয় আর ধূসর রঙের কম্বল-কার্পেটের ওপর রাখা জলের কলসীতে রোদ পড়তে দেখে, অমনি নিজের এবং পৃথিবী সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ভাবনায় তার মগজ ভরে ওঠে।

এলিজার মনেও মে-প্রাতের ছোঁয়া লেগেছিল। কিন্তু তাকে আমল দেয়নি সে। লাল সিল্কের নরম ফিতে দিয়ে সে মোজা আঁটছিল। কোয়েকার হাওয়ার দরুন এলিজা তীব্র রঙে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু ওটা যখন তিনটে ঘাঘরার নীচে থাকবে আর হাঁটু সমান উঁচু তখন এতে বিশেষ কিছু এসে-যায় না।

সে বললে, "জেম, খামখেয়ালিপনা দেখাবার বড় খারাপ সময়

বেছেছ তুমি। রাত্তিরে শোবার আগে কতবার যে আমায় রান্নাঘর থেকে খাবার ঘর, খাবার ঘর থেকে রান্নাঘর করতে হবে—সে কথা ভেবে এখনই আমার শিরদাঁড়া ব্যথা করছে।" এলিজা বিছানা থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে গেল এবং সেখানে একটু লাফিয়ে উঠল।

"সুড়সুড়ি লাগছে নাকি?" জেম প্রশ্ন করল।

কথাটা খেয়াল না করে এলিজা বললে, "ঈশ্বরের কীর্তিকে প্রশংসা করে খুশি হয় মন। জিনিসটা উপযুক্ত হবে। রাত্তিরে সুন্দর দেখাবে। গাছের মধ্যে থেকেও ঝকঝক করবে। নতুনত্বের কথা না-হয় বললাম না।"

"আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে ওটা," জেম তাকে মনে করিয়ে দিল।

"তুমি হচ্ছ পাত্র, ঈশ্বর তোমায় পূর্ণ করেছেন।"

এতে অভ্যস্থ জেম। সে যা করে তার জন্যে ঈশ্বরই চিরকাল প্রশংসা পেয়ে আসছেন।

পোশাক ছাড়া আর সব কিছু পরা হয়ে গেছে এলিজার। স্থূলত্ব আর কাঠিন্যের আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এলিজার শরীরে দুইই আছে। জেমকে সে বললে, "গতরটা একটু নাড় না। সন্ধ্যেবেলা কুড়িজন—তিরিশজনও হতে পারে—লোক খাবে আর তুমি সকাল ছটা বেজে যাবার পরও একটা কামিজ পরে বসে আছ?"

এলিজার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসল জেম। মেয়েদের শেখানোর সবচেয়ে সহজ উপায় ওদের বক্তার আসনে বসিয়ে দেওয়া। এতে ওদের কথার স্রোত থেমে যায় না, বরং তোড়ে বেরিয়ে আসে। দুর্ভাগ্য এই যে, তার মেয়েরা তেমন শিক্ষা পায়নি। রাত্তিরের কামিজটা জেম মাথার ওপর দিয়ে টেনে খুলে ফেলল। ওর ভেতরটা ওপরের থেকে অনেক গরম।

"সূর্যের চেয়ে আমার তাপ বেশি," বললে সে।

এলিজা তাকে কথা বলতে উৎসাহ দিল না। সে এলিজাকে লক্ষ্য করছিল, মোটা মোটা আঙুল দিয়ে তখনও-কালো-থাকা চুল আঁচড়ানো দেখছিল। এলিজার আঙুলগুলো চুলের মধ্যে ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল। ঠিক গোধূলিবেলার পাখির মত। তুলনাটা জেসের নিজের কল্পনা। ঈশ্বর তার মগজে নানা সুখকর ভাবনা ভরে দিয়েছেন। যতদিন তার কাঁধে মাথাটা আছে ততদিন সে বঞ্চিত হবে না এ থেকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কতশত মনোরম কল্পনায় তার মগজ ঠাসা থাকে। ঈশ্বর সব-কিছুর উৎস কি না এ কথা সে জানে না। তবে এগুলোর জন্যে সে কৃতজ্ঞ।

আয়নার মধ্যে দিয়ে এলিজা জেসকে দেখল তার পেছনে উলঙ্গ অবস্থায়। সে বেণী থেকে চোখ সরিয়ে নিল, বললে, "তোমার এই বয়েসে ”

সচেতন হল জেস। "এর আগে কখনও আমার এ বয়স আসেনি," তার কণ্ঠে অভিযোগ। "তোমার এই বয়েসে যা করা উচিত তার বাইরে তুমি যাও না মনে হয়।" সে তাই বোঝাল। জেগে কিংবা ঘুমিয়ে এলিজা যা করে তাই সুন্দর। সে যখন বাচ্চা কোলে নিয়ে থাকে কিংবা ওর পিঠে হাত বুলোয় তখন তার মুখ ভালবাসা ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে—চল্লিশ বছর ধরে জেস ওই মুখ দেখছে আর তার মনে নানা চিন্তার উদয় হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে জেস জামার বোতাম লাগাল।

এলিজার মুখমণ্ডলে গোলাপী রঙের ছোঁয়া লাগল। প্রশংসা শুনতে সে কখনও অভ্যস্ত নয়। অথচ গত চল্লিশ বছরে দিনে দুবার করে তাই শুনতে হয়েছে। এর ফলে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে—যেন তার উপস্থিতি চন্দ্র-সূর্যের মত স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে এলিজা বলে উঠল, "ভাল কামিজটা এখন পোর না।

সন্ধ্যেবেলার জন্যে রেখে দাও। অনেক কাজ করার আছে। অবশ্য তুমি যদি বৈঠকখানায় বসে থেকে দীপালির জন্যে সমস্ত শক্তিটুকু সঞ্চয় করে রাখার কথা ভেবে থাক তবে আলাদা।"

জেস আস্তে আস্তে ফরসা জামাটা খুলে ফেলল, বললে, "দীপালি? তাহলে তুমি ব্যাপারটার এই নাম দিচ্ছ। বাইবেলের কথা বলে মনে হচ্ছে। যেন এতে ঈশ্বরের নিজের হাত আছে খানিকটা।"

এলিজা সগর্বে মাথা উঁচু করে বললে, "ঈশ্বরের হাত নেই এতে -- বলা তোমার উচিত নয়। কিন্তু জেস বার্ডওয়েল, একে তুমি আর কী নাম দেবে? মাটির নীচেকার ঘরে তুমি একটা গ্যাস-প্ল্যান্ট খাড়া করেছ। আজ রাত্তিরে আমরা জেট জ্বালছি আর প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করেছি। ওই হচ্ছে দীপালি। ভোজের পরে মার্বল কেক, কোকোনাট ড্রপ, ফ্লোটিং আইল্যাণ্ড আর ফ্রেঞ্চ কাস্টার্ড আইসক্রীম দিলেই যথেষ্ট—তাই না, জেস?"

জেস বললে, "এ তো খুচরো খুচরো হয়ে গেল। কিন্তু পিঠের কথা তো বললে না?"

এলিজার কালো চোখ চিন্তিতভাবে জেসের মুখে কী যেন খুঁজছিল। জেসের ঠোঁটি নড়তে দেখে সে নিশ্চিন্ত হল।

"পিঠে অতি সাধারণ একটা খাবার," বললে এলিজা।

সাড়া না দিয়েই দরজা খুলে গেল। দরজার গোড়ায় একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে। নিগ্রো হলেও তার মুখ বেশ চোখা, গায়ের রঙ জগতের যে-কোন কালো জিনিসের থেকেও কালো, তার গোঁফ একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় বেশি আর বুক পুরুষের তুলনায় বড্ড বেশি উঁচু।

"ধর্মবক্তা, গ্রেভি তৈরি হয়ে এল বলে, প্রভাত যায় চলে, দিনের আলো ছড়িয়ে গেল," কথাগুলো সুর করে বলে সে দাঁড়িয়ে রইল।

এলিজা বললে, "বাঃ, বেশ বলেছ, এমানুয়েলা।...এখুনি আমরা নীচে যাচ্ছি।"

কুজ-হাঁটু নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল এমানুয়েলা। খুশিতে সে ডগমগ।

জেস বললে, "মাগীটাকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। তোমায় ডাকে 'ধর্মবক্তা'। আর পদ্যে ছাড়া কথা বলে না।"

প্রাতরাশের আগে পড়বার জন্য বাইবেল হাতে নিয়ে এলিজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে বললে, "কুড়ি বছর পরেও তুমি ওকে মানিয়ে নিতে পারছ না?"

জেস বললে "আমি সুস্থ মস্তিষ্কেই আছি। যদিও কুড়ি বছর পরেও ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।"

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল এলিজা। পেছন ফিরে বললে, "যাক, তোমার সুস্থতা নিয়ে নীচে এস। কিছু হ্যাম ও গ্রেভি পেটে পুরবে। সুস্থতার আত্মপ্রসাদে ওখানে আবার বসে থেকো না যেন।"

পোশাক পরে জেস ঘরের মধ্যে দাঁড়াল। সকালে নীচে নামবার আগে এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সে ভালবাসে। দিনটা কেমন যাবে তখনও তার অজানা। দুঃখে বা আনন্দে কী ভাবে কাটবে তার ইঙ্গিত মেলে না। একেবারে চুপচাপ সব। এখন এই ভোর ছটায় সে, জেস বার্ডওয়েল নামে বাষট্টি বছর বয়স্ক এক পুরুষ, শান্ত হৃদয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জোরে জোরে জেস বললে, "মাসক্যাটাটাক নদীর তীরে অবস্থিত ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি এক সাদা বাড়িতে মে মাসের কোন এক সকালে শাশ্বতকে অনুভব কর। কিন্তু কী করে করবে? তা এত প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে আর তুমি তার এক কণাও নষ্ট করতে চাও না।"

উত্তেজিত ভাবে জেস তার বলিষ্ঠ আঙুল ওপরের ঠোঁটে ঘষতে লাগল—তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘরের প্রান্ত ছাড়িয়ে কোন একটি জিনিসে নিবদ্ধ হল। তারপর সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দক্ষিণ দিকের দুটো জানলার মাঝখানে রাখা সেক্রেটারির দিকে এবং জেনির লেখা 'লাইফ অব্ পেন' বইটি সেখান থেকে টেনে নিল। তার পকেটে সব সময়ে থাকে ক্ষয়ে-ছোট-হয়ে-যাওয়া একটা পেন্সিল। সেই ভোঁতা পেন্সিলে জোরে চাপ দিয়ে সে লিখে গেল, "যত রকম জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব জীবনে শাশ্বতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়।"

বাক্যগুলো রইল উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে আর তার নীচে লেখা "ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের লেখা থেকে।" অন্যের নাম দিয়ে নিজের কথা লিখে জেস সব বই ভর্তি করে রেখেছে। অপব্যয়ের পক্ষপাতী সে নয়, উপরন্তু ধার্মিক ও জাতে আইরিস। ঈশ্বর তার মগজে যে সব ভাল ভাল চিন্তা ভরে দিয়েছেন তা লিখে রাখবার জন্যে ক্ষয়ে-ছোট-হয়ে-যাওয়া পেন্সিলটা সবদা সে কাছে রাখে। কিন্তু নিজের নামে লিখলে সে বড় লজ্জিত হয়ে পড়ত—নিজে একজন জন গ্রীনলীফ বা হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ হতে চাইছে এই ভাবনা তার কাছে মৃত্যুর শামিল। তাই তার বইগুলো চার্লস ল্যাম্ব, জন মিল্টন আর জন উলম্যানের নামে ভর্তি। যখন সে দেখে যে, কোন চিন্তা কারও লেখার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না তখন সেটা "বেনামা" বলে চিহ্নিত করে রাখে।

"যতরকম জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব" নিজের মনে এই কথা কটি বলে জেস বইটা যথাস্থানে রেখে দিল, তারপর সেক্রেটারি বন্ধ করে নীচে নেমে গেল।

তুর্কী-ঝাড়ু হাতে নিয়ে জেন বৈঠকখানার চুল্লীর ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু রাত্তিরে জমা ছাইগুলো পরিষ্কার করছিল না।

"এই যে, মা," জেস বললে।

"সুপ্রভাত, বাপি," মেয়েটি চোখ না তুলেই বললে।

"ঝাড়ু-হাতে তোকে মনে হচ্ছে যেন ডাইনী—ওড়বার জন্যে তৈরি হয়ে ঝুঁকে আছিস।"

"ডাইনী!" জেন বললে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার বাবার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তারপর তার ধূসর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসে ঠোঁটের কোণ দিয়ে ঝরতে লাগল।

"যাচ্চলে!" তার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পনেরো বছর বয়েসের মেয়েদের কোন কথাই নির্ভয়ে বলা যায় না। ওরা বাইবেলের উক্তিতেও আপত্তির কারণ দেখে। জেনের চোখে জল এসেছে বোধ হয় ডাইনীর কথায়। সেটা ওর মন থেকে দূর করবার জন্যে জেমস বললে, "জেন, তোর ঠোঁটে কি ফোসকা হয়েছে?"

জেন ফোঁপাতে লাগল। তারপর ঝাড়ু মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং "ওঃ, বাপি" বলে চিৎকার করে রসুইঘরের দিকে দৌড়ল।

এইবার আমি আজকের দিনটির মুখোমুখি হয়েছি—এই কথা ভেবে রসুইঘরের দিকে এগোল জেমস।

সেখানে টেবিলে হাতের ওপর মাথা রেখে জেন বসে ছিল। জেমস ঘরে ঢুকে এলিজার সামনাসামনি হল। এলিজার কালো চোখ পিটপিট করছিল। সে বললে, "নিজের মেয়ের চেহারা নিয়ে ব্যঙ্গ করে আজকের উৎসবের দিনটা বেশ চমৎকার ভাবে শুরু করলে দেখছি!"

"ব্যঙ্গ করেছি!" অবাক হয়ে বললে জেমস। কারণ, যে-শত্রু তার দিকে গুলি ছুঁড়েছে তার চেহারা নিয়েও সে ব্যঙ্গ করতে রাজী নয়। চেহারার মত এমন ব্যক্তিগত ব্যাপার আর কিছু নেই।

"প্রথমে ওকে ডাইনী বলেছ—তারপর ওর একটা খুঁত, যা ওকে পীড়িত করছে, সেটার বিষয়ে মন্তব্য করেছ।"

বুড়ী ডাইনী—কুঁজো, কদাকার দেখতে। একটা ফোসকা—পাহাড়ের

মত বিরাট এক কলঙ্ক, অনেক মাইল দূর থেকেও নজরে পড়ে আর কুষ্ঠরোগের মতই বিরক্তিকর। জেস ভাবল, পনেরো বছর বয়সে পৌঁছতে গেলে আমায় অনেকখানি পথ উলটো দিকে হাঁটতে হবে—তাতেও কাজ হবে না, কারণ আমি মেয়ে নই।

জেস একটা চেয়ার দখল করে তারপর জিজ্ঞেস করল, "বশীকরণ কথাটা কখনও শুনেছিস, জেন?" ব্যথিত জেন মাথা তুলল। "মনোমোহিনী কথাটা শুনিসনি কখনও, জেন? ডাইনীর মত বশ করা আর কি! এখনকার কথা জানি না—কিন্তু যখন বাচ্চা ছিলাম, তখন শুনেছি, মানুষ প্রশংসা করতে গিয়ে ওর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারত না। বশ করা। তোর মা বশ করেছে। আচ্ছা জেন, তুই কখনও কবিতা পড়িসনি?"

জেনের ফোঁপানি থেমে আসছিল। এলিজারও রাগ কমে গেছে; তারা চারজন প্রাতরাশের টেবিলে বসে ছিল। জেস ও এলিজা, জেন ও এমানুয়েলা। এনক আগে খেয়ে নিয়েছে।

খাবার আগে তারা চারজনে নীরবে মাথা নীচু করে প্রার্থনা শুরু করল।

জেস মনের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যান করতে লাগল, কিন্তু কিছুই চাইল না। এলিজা তার উপহারদাতার সঙ্গে কথা বলল এবং আগেকার মত চাইল। এমানুয়েলা পৃথিবী ছেড়ে এক উজ্জ্বল সিংহাসনের সামনে ভেসে বেড়াল। জেন প্রার্থনা করল "হে ঈশ্বর, আমার ফোসকাটা সারিয়ে দাও।" তারপর যুক্তিশীল ও শান্ত স্বভাবের জন্যে বললে, "অন্ততঃ অদৃশ্য করে দাও। হে ঈশ্বর, তোমার সে শক্তি আছে। আজকে দীপালির জন্যে ওটা অদৃশ্য করে দাও।"

অন্য সকলের প্রার্থনা শেষ হল। জেন তখনও মাথা নীচু করে রয়েছে। এলিজা বললে, "জেন, গ্রেভিতে হাত লাগাও।"

প্রার্থনার ফলে মন শান্ত হয়। কিন্তু কুড়ি কি তিরিশ জন লোক সন্ধ্যায় খেতে আসছে।

জেন মাথা তুলে টেবিলের চারদিকে তাকাল। তার ফোসকার দিকে কারও মনোযোগ নেই। হয়তো ওটা এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে হ্যাম, গ্রেভি আর সোডা বিস্কুটে হাত লাগাল এবং ঠোঁট নেড়ে খেতে শুরু করল।

এলিজা সেনাপতির মত সমস্ত কাজ ভাগ করে দিল।

সে আদেশ দিল, "এমান্নুয়েলা, তুমি রান্নাঘরের বাইরে আজ একেবারে পা দেবে না। তোমায় রান্না-বান্নার তদারক করতে হবে। চিকেন ও হ্যাম এখুনি উনুনে চড়ানো দরকার। মুরগীগুলো সব মোটাসোটা। ফ্লোটিং আইল্যাণ্ড আর শস্যের পুডিং আমি নিজে তৈরি করব।"

টানা নিঃশ্বাস নিয়ে এমান্নুয়েলা বোঝাল যে, কথা তার মুখ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে বললে, "ধর্মবক্তা, আপনি যেতে পারেন নিশ্চিন্ত হয়ে, আমার ওপর রান্নার ভার দিয়ে।"

জেস জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললে,

"এমান্নুয়েলা, শেখো তুমি এবার
গম্ভ নয় তুচ্ছ করবার।"

"জেস, জেস," এলিজা ভর্ৎসনা করল। দুজনে ছড়া-কাটার লড়াইয়ে নামার সময় নয় এটা। একবার শুরু করলে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলতে থাকবে, যার ফলে জেস জয়ী হবে, এমান্নুয়েলা নিজের ঘরে মনে মনে রাগ করে থাকবে, আর এলিজাকে কাজগুলো করতে হবে সব।

জেনকে এলিজা বললে, "শোবার ঘর তোমায় গোছাতে হবে।

টাটকা ফুল বেনু তুলবে, টেবিল পাতবে আর সব সময় হাতের কাছে থাকবে। বাজে সময় নষ্ট করবে না।"

"আচ্ছা মা," জেন বললে।

"জেস, যা বলছি কাগজে লিখে নাও।"

জেস বললে, "তা না হলেই ভুলে যাব।"

"স্প্রিং-হাউস থেকে ডিমের কাসুন্দি, জারে রাখা টক দুধের সর, আপেলের মাখন আর কালকের সমস্ত দুধ নিয়ে এস। বরফ জমানোর জন্যে বরফঘর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ আন। দক্ষিণ দিকে বনের মধ্যে গিয়ে দেখ, যদি ডগউড ফুল ফুটে থাকে নিয়ে আসবে টেবিলে রাখার জন্যে। এক বালতি গরম জল নিয়ে গিয়ে পেছনের সিঁড়ি থেকে হাঁসের সমস্ত রক্ত টক্ত ধুয়ে দাও। তার পর —"

জেস বাধা দিল, "থাম থাম। এগুলো শেষ করে ফিরে এসে আবার আদেশ নেব।"

এলিজা ও এমানুয়েল, জেন ও জেস সারা সকাল চরকির মত ঘুরে সমস্ত কাজ শেষ করতে লাগল। ফুলের পরাগ ছাড়াতে ছাড়াতে জেন গাইল, ক্ষতযুক্ত ঠোঁটের জন্যে অস্পষ্ট স্বরে—

"আগন্তুক আমি এক

এখানে এই পরভূমে।

বাড়ি আমার অনেক দূরে

কোন এক প্রবাল-তটে।"

কথাটা জেন বিশ্বাস করে —ওর উচ্চকিত এবং ব্যথিত কণ্ঠ শুনে জেস ভাবল। ও এখনও ইণ্ডিয়ানায় থাকতে অভ্যস্ত হয়নি। অল্প-বয়স্কদের কাছে জীবন বেদনাদায়ক। কোন দেবদূতের জায়গায় একজন বুড়ো লোককে বাবা বলতে হয় বলে ওরা মনে আঘাত পায়।

মধু শিশিরবিন্দুর বদলে হ্যাম গ্রেভি খেতে হয়, তাই ওরা দুঃখিত। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, ওগুলোকে পছন্দও করতে হয়। অর্থাৎ এই বেদনাদায়ক পৃথিবীতে বাস করে সবই শেষ পর্যন্ত সয়ে যায়।

ফুলগুলো হাতে করে সাবধানে পা ফেলে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল জেন, বললে, "দেখ বাপি, সুন্দর নয় এগুলো?"

জেন এ সব নিয়ে তত মাথা ঘামায় না। পুরনো গ্রেভির পাত্রের মাঝখানে সাদা জোড়া মালা রাখার ফলে সেটা এক তাল রুটির মত উঁচু হয়ে উঠেছে আর তার পাশে লাল জেরানিয়াম ফুল গোল করে জড়ানো হয়েছে।

জেন বললে "কিছু নীল ফুল যোগাড় করতে হবে আমায়। একটা বড় কিংবা চারটে ছোট হলেই চলবে। সাদার ঠিক মাঝখানে রাখব। তখনই ঠিক আমার কল্পনামত হবে। লাল, সাদা আর নীল।"

জেন অন্য নজরে দেখল। নীল চোখ আর তার আশেপাশের রঙ লাল। সে ভাবল, দেখে মনে হলে চোখ-লাল-হওয়া রোগ খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু বললে না কিছু।

সাদা, লাল আর নীল। তার যদি বয়েস থাকত তাহলে তার কোয়েকার আদর্শ যুদ্ধের সময় কোথায় যেত কে জানে! যৌবনে হলে সে কী করত? ঐক্য এবং দাসদের মুক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে সে কি চুপ করে থাকত? ঈশ্বর তার মীমাংসা করতে বলেননি আমায়। কিন্তু এই জিনিসগুলো এখন সরাতে ইচ্ছে করছে না। সে দেখল, তার পায়ের কাছে একটা পাত্রে রাখা ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়া ভেসে গেল।

এলিজা লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, বললে, "ঠাণ্ডা জলে হবে না।"

জেস উত্তর দিলে, "এমন একদিন গেছে যখন তুমি এত কোমলমনা ছিলে যে, পেছনের সিঁড়ি থেকে হাঁসের বিষ্ঠা পরিষ্কার করার কথা ভাবতেও পারতে না।"

তখনকার কথা মনে করে এলিজা মাথা নাড়ল, বললে, "জেস, সে সময় কি আমরা অনেক সুখে ছিলাম যখন আমাদের বয়েস ছিল অল্প, ফুল আর মিষ্টি কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগত না, পাখি দূরে থাক্ একটা ইঁদুর মরলেও সহ্য করতে পারতাম না? 'একটা চেয়ার টেনে আন' বলার মত আমি এখন বলছি, হাঁসের বিষ্ঠা ধুয়ে ফেল। পৃথিবীর সৌন্দর্য আর আমার হৃদয়ে দোলা দেয় না। একবার আমি বলে উঠেছিলাম, 'মানুষের দিনগুলোকে ঘাসের সঙ্গে তুলনা করা চলে: ফুলের মত তার জীবন ফুটে ওঠে।' এমন কথা আর আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। জেস, একে তুমি উন্নতি, না, অবনতি, কী বলবে?"

যাতে জলের ছিটে না লাগে সে জন্যে এলিজা তার ধূসর রঙের শ্যামব্রে কাপড়ের তৈরি ঘাঘরা উঁচু করে ধরল।

ঝাড়ুর ওপর ঝুঁকে পড়ে জেস বললে, "তুইই বলা যায়।" এলিজাকে এই ভাবে দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। সাধারণতঃ এলিজা আঁটসাঁট পোশাক পরে থাকে এবং তার কাজের ও ভালবাসার জগৎ সম্বন্ধে কোন সংশয় প্রকাশ করে না।

জেস পুনরুক্তি করল, "তুইই বলা যায়।...অবশ্য পর্যায়ক্রমে জিনিসটা ভেবে দেখলে।"

এলিজা ঘাড় নাড়ল, "কী জানি!"

বেলা বাড়ছে। মেপ্‌ল্‌পাতার মধ্যে দিয়ে চিকচিক রোদ এসে এলিজার উনুনের-তাপ-লাগা মুখে পড়েছে। ওয়েস্ট ফর্টি থেকে এনকের গলা ভেসে আসছে—লাঙল চালাতে গিয়ে যে-ধরনের আওয়াজ সে করে। জেস সেখান দিয়ে হেঁটে গেল। ওরা তার নজরে পড়ল না।

সে লাল, সাদা আর নীল নিয়ে ব্যস্ত। এমানুয়েলা রসুইঘরে কামার-শালার মত ঝনঝন শব্দ করল। অনেক দূরে দৃষ্টিপথের বাইরে কোন খামারে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কোন লোক কি দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ফিরে এসেছে?

হতবুদ্ধি এলিজা তার স্বামীকে বললে, "প্লাবিত মন মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না।"

জেস বললে, "তার দরকার নেই। ওটা স্বাভাবিক নয়।"

"আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

আকাশের দিকে মুখ তুলে জেস বললে, "এই তো প্রস্তুতি চলছে।"

কাজ শেষ করে জেন প্রত্যেক ঘরের দোরগোড়া থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল, সাজানো নিখুঁত হয়েছে কি না! আজ রাত্রে গ্যাসের আলোয় তাকেও দীপালির মতই ঝকঝকে দেখাচ্ছে। কোঁচকানো বিছানার চাদর কিংবা মেঝেয়-পড়ে-থাকা ফুলের পাপড়ি তুলে ফেলে দেবার জন্যে কোন কোন ঘরে সে পা দেয়, আবার পেছু হেঁটে চুপচাপ প্রতীক্ষারত ঘরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

সকাল থেকে কোন আয়নায় মুখের ফোসকাটার দিকে তাকায়নি জেন। ঈশ্বরকে সে বিশ্বাস করেছে এবং অনুভব করছে, ওটা অদৃশ্য হয়েছে। এলিজা বললে, "আমায় একটু গা ধুতে হবে।" আগে থেকে কিছু ভাবেনি। গরম জলের কথাও নয়। রসুইঘরের এক কোণে যখন সে ধোয়াধুয়ি করছিল, এমানুয়েলা তখন বিনীতভাবে লোহার কেটলির ওপর চোখ রাখল।

দিনের আলো নিবে এল। ধাঙড়রা রাস্তার ডোবা থেকে কাদার বোঝা শেষ নিয়ে চলে গেল। গোধূলি-আকাশের নীচে মাসক্যাটাটাক

নদী বয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে হাওয়া ছুটে এসে বৈঠকখানার পর্দা সামান্য ওড়াচ্ছে।

এলিজা আতঙ্কিত হয়ে উঠছে—কোন কাজের আগে যেমন হয়—তার ভয় করছে হয়তো টেবিলে ছুরি রাখতে ভুল হবে যাবে, কিংবা গ্রেভি আলুনি থেকে যাবে।

রবিবারের জামা পরার জন্যে জেস ওপরে গেল।

এলিজা পেছন থেকে ডেকে বললে, "তোমার ওই ময়লা জামাটা যেন ঘরের মেঝেয় ফেলে রেখো না।"

ওটা জেস দেরাজে ভরে রাখল, তারপর ভাবল, গ্যাসপ্ল্যান্টটা কাজ করছে কি না দেখে রাখা ভাল। ষাট বছর জীবন ধারণ করে তার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে, এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে অমঙ্গল কিছু একটা আছে, যা কোন উৎসবের আয়োজন করার পর সমস্ত ভণ্ডুল করে দেয়। এর জন্যে জেস বিরক্ত হয় না, তবে সতর্ক হয়ে যায়। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে সে নিজের মনেই হাসে।

ছায়ার মত চুপচাপ ছায়াচ্ছন্ন বাড়ির নীচে নেমে এল জেস। বৈঠকখানায় গিয়ে জেট ঘুরিয়ে দিল, কানে এল গ্যাসের হিসহিস শব্দ, তার পর দেশলাই জ্বালিয়ে আগুনের লকলকে শিখা দেখল।

গায়ে সাবানের গন্ধ নিয়ে এলিজা ঘরে ঢুকল, বললে, "স্টিফেন যদি স্কুল থেকে বাড়ি আসত, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিত, আলোকসজ্জা দেখত।"

স্টিভ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে ছোট। ওর মধ্যে এলিজা হারানো সারাকে খুঁজে পায়। ওকে ছাড়া কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না।

জেস বললে, "ওর পড়াশুনো আছে।"

ঘাড় নাড়ল এলিজা। চকিত হয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাতে

লাগল। ঠিক এই সময়েই তার মনে ভয় জাগে, যদি কেউ পার্টিতে না আসে!

ফিসফিস করে বললে এলিজা, "যদি কেউ না আসে জেস, তাহলে খাবারগুলো নিয়ে আমরা কী করব? কী করা যায় মনে মনে ভাবছি।"

জেস শান্তকণ্ঠে বললে, "আগের বারের কথা তোমার কখনও মনে থাকে না, তাই না?···মিনিট দশেকের মধ্যেই সব এসে পড়বে, দেখো।"

"তাহলে আণ্ডারওয়্যার পরে এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আর দশ মিনিট বাদেই বাড়ি লোকে গিসগিস করবে, আর তুমি আণ্ডারওয়্যার পরে ঘোরাঘুরি করছ?" জেসকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিল এলিজা: "যাও, তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নাও।"

দৌড়ল জেস। ওপরে গিয়ে সবশেষে সিল্কের টাই গলায় লাগিয়েছে যেই, তার কানে এল প্রথম ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ। নীচে নামবার আগে সিঁড়ির মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়াল সে। এইবার চরম মুহূর্ত।

পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে লোকে তেমন আনন্দ পায় না, জেস ভাবল। এতে ওরা অবাক হয়েছে এবং তা ঢাকবার জন্যে চেঁচিয়ে কথা বলছে। এই ভাবেই আদ্ধেক সময় কেটে গেল।

এলিজার গলা শোনা গেল, "জেস, জেস, এবার আলো জ্বালাবার সময় হয়েছে! আমরা তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

জেস আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। এই সব পার্টি তার কাছে বজ্রাঘাতসহ ঝড়বৃষ্টির মত—দেখতে ভাল লাগে, কানেও সুর ঢেলে দেয়, কিন্তু হৃদয়ে তেমন সাড়া জাগায় না।

"কী খবর, জেস?"

"তোমার কি মনে হয় এটা নিরাপদ ?"

"অনেক টাকা খরচ হল মনে হয়।"

"দীপালি, অ্যাঁ ? বেশ, আলো জ্বাল।"

জেটে আগুন ধরাল জেস, আর অমনি বৈঠকখানা, খাবার ঘর, শোবার ঘর সব ঝকমক করে উঠল—দুপুরের হলুদ রোদ পড়ে ফুলগুলোর যেমন অবস্থা হয়। যেন অলৌকিক কিছু ঘটেছে এমনি ভাবে সকলে ওপর দিকে তাকাল। হ্যাঁ, অলৌকিকই বটে। এখানে এক বাড়িতে আলো জ্বলছে মাটির নীচের ঘর থেকে কোন একটা জিনিস পাইপের মধ্যে দিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে। যার জন্যে দীপ পরিষ্কার করে তেলে ভর্তি করতে হয়নি।

"দীপালি," অবাক জেন ফিসফিস করে বললে। ওপর দিকে তাকাতে হলদে আলো এসে তার চোখে পড়ল।

সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছে: গ্রিফিথ, হুপার, পিজ, আর্মস্ট্রং। কোয়েকারদের মধ্যে যারা জমকালো পোশাক পরে এবং যারা পরে না—সকলেই এসেছে। রাশ ব্র্যাঞ্চপাড়া থেকে এসেছেন রেভারেণ্ড গড়লে ও তার স্ত্রী। সুন্দরী লিডি সিনামণ্ড কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে আছে। জেন ভাবছে, তার ভাই স্টিফেনের অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখিত লিডি। ঘূর্ণি-ফটকের ওদিক থেকে এসেছে ভেন্টার্স। কৃত্রিম আলোর নীচে তারা কথাবার্তা বলছে, আর দল বেঁধে প্রায়ই খাবার ঘর ছাড়িয়ে ঘুরে আসছে। সেখানে ইতোমধ্যেই টেবিলে ঠাণ্ডা খাবার সাজানো হয়েছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এলিজা বললে, "বন্ধুগণ, আসুন, খাবার তৈরি।"

বৃদ্ধ, যুবা মিলিয়ে আটাশ জন বসেছে। আচার্যের আসনে এলিজা রয়েছে। কিন্তু যে কোন পুরুষই সাধারণতঃ এখানে বসে প্রার্থনা

উচ্চারণের জন্যে। প্রার্থনা মনে মনেই উচ্চারিত হয়। তবে এ সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে—মেথডিস্টরা শুনতে চায় লোকে ঈশ্বরের কাছে কী নিবেদন করছে।

জেস চোখ বন্ধ করল। "হে পিতা, এই আহার্য ও বন্ধুদের পাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। আমেন।" বাচ্চারা আধো-চোখে চাইবার আগেই প্রার্থনা শেষ হল।

ভোজনের পরে খানিকটা চুপচাপ কাটল। পুরুষরা এবারকার ফলন সম্বন্ধে আলাপ শুরু করল। আর মেয়েরা, কিছু যাতে ফেলা না যায় সেই অজুহাতে চেটেপুটে খেতে লাগল।

কোয়েকারদের বাড়িতে নাচ নিষিদ্ধ হলেও গান গাইতে বারণ নেই। বাইরে যেতে যেতে জেস শুনতে পেল বসবার ঘরে 'স্লিপ টু মাই লু' গানটি গাওয়া হচ্ছে। তার মনে হল যেন জেনের ব্যগ্র জিজ্ঞাসাকাতর কণ্ঠ আর সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যাকে ওরা চারণ পাহাড় বলে সেই উঁচু টিপিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। সেখান থেকে বাড়িটাকে কেমন দেখায় দেখবে একবার।

চারণ পাহাড় থেকে আলোর গোলার মত দেখাতে লাগল বাড়িটাকে। শান্ত রাত্রি। খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার মাঠে আলো এসে পড়েছে। জেস সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল—কারণ এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন এত ক্ষণস্থায়ী যে, এই গ্যাসের আলো লাগানো আর ভোজনের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সাহসের কাজ বলা যায়। সব-কিছুর বেদনাদায়ক পরিণতির কথা ভেবে মানুষ যদি কোন অন্ধকার কোণ আলোকিত করতে চায়, তার জন্যে তাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। সে ভাবল, এরোই আস্বাদ গ্রহণ করা দরকার।

চারণভূমি আর ফলের বাগানকে আলাদা-করা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে জেস যখন দাঁড়িয়ে ছিল, তখন শুনতে পেল বাগানের দিকে থেকে কে যেন আসছে।

গঙ্গাফড়িং-মার্কা পাতলা গলায় কে বললে, "এই যে মিঃ বার্ডওয়েল, আজ রাত্তিরে দেখছি আপনি স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।"

জেস ভাবল, আলোর কথা বলছে। কিন্তু বুড়ো এলি হুইটকমকে চেনে সে, তাই নিশ্চিত হতে পারল না।

এলি বললে, "টাকার কথা বলছি।" এর পর সে আরও কাছে সরে এল। শরতের প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা পাতার মত কড়া গন্ধ তার গা থেকে বেরোল।

"ওই এখানে অনেক টাকা নর্দমায় গলে গেল। এত খাদ্য ও আলোর কারই বা দরকার? এর জন্যে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?"

জেস মনে মনে ভাবল, বুড়ো গর্দভটা নিজের কৃপণতার জন্যে লজ্জিত নয়। তাহলে আমার আর লজ্জার কী আছে! সে জানে, এলি তার প্রতিবেশী হিসেবে চল্লিশ বছর বাস করছে। কিন্তু এই প্রথম ওর সঙ্গে কথা-বলার সুযোগ ঘটল। কোমলতা বিসর্জন দিল সে একেবারে এলির জীবনের আসল জায়গায় পৌঁছে বললে, "টাকা টাকাকে আপনি সবার ওপরে স্থান দেন?"

বুড়ো এলি হুইটকম বললে, "না, টাকা নয়। যা আপনি হাত দিয়ে ছুঁতে পারেন, শুনতে, ওজন করতে বা মাপতে পারেন তাকেই আমি মূল্য দিই। তা ছাড়া আর-কিছুর ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে শুকনো ফুলের বোঁটার মত হালকা আঙুল দিয়ে জেসের হাতে আঘাত করতে থাকে। "এই বিশ্বজগতের মূলগত অর্থ কী? ক্ষয়ে যাওয়া—নষ্ট হয়ে যাওয়া। গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নদী জমি গ্রাস করে নিচ্ছে। সূর্যের তাপ কমে আসছে। লোহায়

মরচে ধরছে। আমি হাঁটছি উলটো দিকে। এই ক্ষয় রোধ করছি। ঈশ্বর কোন পরোয়া করেন না। নষ্ট করাই তাঁর স্বভাব। আমি কিন্তু সঞ্চয় করি। সব-কিছু। বাক্স, কাগজ—যত পুরনো কাগজই হোক। পেরেক, টাকা সব সঞ্চয় করছি। বিশ্বব্যাপী এই ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে আমি একা দাঁড়িয়েছি। আর আপনারা সব স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছেন।"

ওর দিকে ফিরে বললে জেস, "জিনিসটা আমি ওদিক দিয়ে ভাবিনি।"

"নিশ্চয় ভাবেননি। তাহলে এই সব হত না।"

সে বাড়ির দিকে দেখাল। "অপচয় হচ্ছে, চিবিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি যেতে হবে আমায়," হঠাৎ সে বললে। "এই ধরনের দৃশ্য বেশিক্ষণ আমি সহ্য করতে পারি না। স্পষ্টতঃই এ অপচয় যুক্তিসঙ্গত নয় [illegible], জেস বার্ডওয়েল। অন্য পথে হাঁটলে আপনি প্রশংসা পাওয়ার মত কাজ করতেন।"

পাতায় পাতায় ঘষণের শব্দ তুলে এলি হুইটকম চলে গেল। জেস তাকে পেছন থেকে বললে, "মিঃ হুইটকম, আপনি কি সুখী?"

"এই দৃশ্য দেখলে সুখী হব না," সে বললে, আর জেস জানে সে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে, "বাড়ি যাই, দেখি কী করতে পারি, বিশ্বব্যাপী এই ক্ষয় রোধ করতে পারি কি না।"

বেড়ার দিকে পেছন ফিরে ঝুঁকে, হাত দুটো ওপরের রেলিংয়ে ছড়িয়ে দিয়ে জেস বললে, "বেশ, বেশ।"

এখানে গাছপালা এত ঘন যে, হাওয়ায় পাতা না নড়লে একটিও তারা নজরে পড়বার উপায় নেই, ইণ্ডিয়ানরা এই জায়গায়ই চুপিসারে পা ফেলেছিল, আর সে, কোয়েকার জেস বার্ডওয়েল, এখানে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তার চাষের জমি, তার বাড়ি, তার পরিবার-বর্গকে দেখছে।

বুড়ো এলি যেদিকে গেছে, জেস ঘুরে সেদিকে তাকাল। "আমি যদি ভুল না ভেবে থাকি ওটা অন্য পথ।"

সে বাড়ির দিকে এগোল এবং পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তার ও এলিজার ঘরে ঢুকল। দীপ জ্বালল, তারপর সকালে যে বইয়ে লিখেছিল সেটা পেড়ে সকালে যা লিখেছিল তার নীচে লিখল, "এক বা বহুতে কিছু এসে-যায় না। যতই গভীরে যাও অনন্তকালকে ছুঁতে পারবে না।"

ভাবল, ঠিক স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। আবার লিখল। লিখে নিজের নাম দিল: এই প্রথম। "অনন্তকালের গভীরতায় ডুব দাও।—জেস বার্ডওয়েল"।

বইটা বন্ধ করে যথাস্থানে রাখল, তারপর আলো কমিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। বুড়োরা আরামে বসে কথা বলছে আর শুনছে, অল্পবয়স্করা গান গাইছে,—

"ওগো, বিদায় নেব আমি যখন,

কেঁদো নাকো আমার তরে।"

জেন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এসে জেসের দিকে তাকাল।

"বাপি, তুমি কোথায় ছিলে?"

"বাইরে—বাইরে থেকে আলো দেখতে।"

"বাইরে থেকে কেমন দেখাল, বাপি?"

"বিরাট একটা জোনাকির মত।"

"এই আলোকসজ্জা আমার খুব ভাল লাগে। তোমার লাগে না, বাপি?"

জেস বললে, "হ্যাঁ, ওদের হয়ে অনেক কিছু বলা যায়।" তারপর সে তরুণদের গানে যোগ দিল,—

"ওগো, বিদায় নেব আমি যখন,

কেঁদো নাকো আমার তরে।"

তের

ক্ল্যাপবোর্ডের বাড়ির কয়েকটি ছবি

জার্ড ও ম্যাটির মেয়ে এলসপেথ বড়দিনে জেস ও এলিজার কাছে রয়েছে। বড়দিনের গাছ ইতোমধ্যেই সাজানো হয়েছে। ক্র্যানবেরি ও পপকর্নের মালার অপেক্ষায় বৈঠক-ঘরের জানলার আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতে ওর বন্যতা শান্ত হয়ে গৃহস্থালীর উপযুক্ত হবে। বৈঠক-ঘর তখনও সাজানো চলছে। ক্র্যানবেরি ও পপকর্ন গাঁথা হচ্ছে, দড়িতে সোনালি-করা বাদাম লাগানো হয়েছে, চোখ যাতে উপলব্ধি করতে পারে সেইভাবে জড়াবার জন্যে লাল কাগজের ঘণ্টা আবার খোলা হয়েছে। দিদিমার হাত দুটো চকচকে জরির পাড় টেনে গোল করে খুলে চলেছে।

এলসপেথ পপকর্ন গাঁথছিল। মাঝে মাঝে তা থেকে একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল। সেই নিঃসঙ্গ শব্দ এলসপেথের কানে পৌঁছতে কান দুটো কেঁপে উঠছে। পা জোড়া প্রায় আগুনে ঠেকিয়ে দাদু বোধ হয় ঘুমোচ্ছিল। আওয়াজ তাকেও চকিত করছিল। জোরে যখন আওয়াজ হচ্ছে তার মোজা-পরা আঙুলগুলো অস্থিরভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এলসপেথ ভাবল, এই আওয়াজ কোন বাড়ির কোণে বইতে থাকা বাতাসের মত। সে বাড়ি তার দিদিমার। ঝড়ো হাওয়ার রাত্রিতে বাড়িখানি সাদা দেখাচ্ছে। তার সমস্তটা চৌকো, কেবল ওপরের বারান্দাটা ঘড়ি-ঘর কিংবা পাহারা-ঘরের মত দেখতে।

সেই বনের সীমানা ছাড়িয়ে এলসপেথ তার নিজের বাড়ির দিকে তাকাল। এলসপেথ তার মার কথা ভাবল। ঘড়িতে টিকটিক শব্দ হচ্ছে—ধীরে, অতি ধীরে। এলসপেথ শুনল, ঘড়ি বলছে, অ-ন-স্ত-কা-স ধরে···অ-ন-স্ত-কা-ল···। আগুনে ফিসফিস শব্দ হচ্ছে। দিদিমার জরির পাড় খসখস আওয়াজ করছে। পপকর্ন ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করছে।

এলসপেথ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদু, এখান থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত বনের মধ্যে কত রকমের গাছ আছে?"

দাদু পায়ের আঙুলগুলো সচ্ছন্দভাবে নাড়ল-চাড়ল, আগুনের দিকে তাকাল, যেন ওটা জঙ্গল। তার পর বললে, "ওক, লোকাস্ট, শ্যাগবার্ক হিকরি, বাটন-উড, ডগ-উড, আর পপ ও মে-অ্যাপল। কিন্তু বেশির ভাগই খামার।"

দিনের বেলা খামারের চেহারা বোঝা যায়, কিন্তু রাত্রিবে কেবল কতকগুলো লম্বা কাঠ বলে মনে হয় এলসপেথের কাছে। "ভুট্টা? দাদু?" এলসপেথ জিজ্ঞেস করল।

তার দাদু বললে, "হ্যাঁ, অনেক ভুট্টা হয়। তা ছাড়া টিমোথি ও ক্লোভার ঘাস।"

আবার সব চুপ। কেবল আগুন, বাতাস আর ঘড়ির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

"ফলের বাগানও আছে?"

চেয়ারে দুলতে দুলতে দাদু বললে, "হ্যাঁ, ফলের বাগানও আছে। সামার সুইটিং, নর্দার্ন স্পাই, গ্রীমের গোল্ডেন প্রভৃতি ফলের অনেক বাগান।"

অগ্নিশিখা ঢেউয়ের মত বাঁকল। দিদিমার জরির পাড়ে চড় চড় শব্দ হল। পুরনো বাড়ি—কড় কড় শব্দ তুলল। এলসপেথের সূচ

একটা পপকর্নকে দু আধখানা করল। ঘড়ি বলে চলেছে, অ-ন-ন্ত-কা-ল-ধরে···অ-ন-ন্ত—কা-ল···

নিজেকেও অবাক করে এলসপেথ হঠাৎ বললে, "দিদিমা, তুমি আমায় ভালবাস?"

দিদিমা তার জরির পাড় গুটিয়ে বললে, "সে কথা কি আর বলতে হয় বাছা! সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোকে ভালবাসি।"

এলসপেথ তা জানে। দিদিমা প্রায়ই বলে, "নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি তোকে।···যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, জানতাম না যে শৈশব চিরস্থায়ী নয়।" তারপর দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললে, "তোর মা ম্যাটি কিংবা জোশ বা লাবন মামার চেয়ে বেশি ভালবাসি।" দিদিমা কিন্তু কখনও বলে না, "স্টিফেন মামার চেয়ে বেশি," কারণ স্টিফেন মামার চেয়ে বেশি ভাল কাউকে দিদিমা বাসতে পারে না।

ঘড়িতে নটা বাজল। দিদিমা বললে, "এবার থামি বাপু।" এই বলে ছোট ফুলো ক্লান্ত হাত দুটো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল। এলসপেথ দিদিমার দিকে তাকাল। দিদিমা কাছে থাকলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু দিদিমার মুখ কখনও কখনও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, অনেক দূরে দৃষ্টি চলে যায়, বলে, "স্টিফেন, স্টিফেন, বাছা আমার!" সেই সময় এলসপেথের ভয় হয়। আজ রাত্তিরে দিদিমাকে বিষণ্ণ মনে হল এলসপেথের।

"বিছানায় শুতে যাবার আগে তোমার চুল আঁচড়ে দোব, দিদিমা?"

"না বাছা, আজ থাক্" দিদিমা বললে।

দাদু জিজ্ঞেস করল, "কি হে নাতনী, ওপরে শুতে যাবার আগে একটু বাজনা হবে নাকি?"

এলসপেথ জানে এটা পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। কারণ সত্যি সে বাজাতে পারে না। কিন্তু এই ধরনের পরিহাসের পাত্রী হতে গররাজী

নয় সে। অর্গ্যানটা বহুকাল আগে চিলেঘরে ছিল। এখন বসবার ঘরে ধুলোভর্তি হয়ে কারও স্পর্শের অপেক্ষায় পড়ে আছে। এল্সপেথের মা ম্যাটি "গালা ওয়ল্টর," "ইভনিং স্টার," "টোল দি বেল" প্রভৃতি যে সব সুর বাজাত, তার বিয়ের পর সে সব থেমে গেছে: দাদুর কানে আজও তা বাজছে। কিন্তু দিদিমা অর্গ্যানকে এমনি পড়ে থাকতে দেবে না। ওর ওপর লাল আর সোনালী অ্যাটলাস রেখেছে। যে-কোন গানের বই থেকে বড় ও সুন্দর দেখতে ওগুলো। এল্সপেথ অর্গ্যানে সুর বাজাতে পারে না। মানচিত্র নিয়ে খেলা করে।

সে হয়তো বললে, "এখন আমি আফ্রিকাকে রূপ দোব।" অজানা দূরদেশ আফ্রিকার যত কাহিনী সে শুনেছে, যত ছবি দেখেছে, সব অমনি অর্গ্যানে বাজাতে লাগল। আঁকাবাঁকা নদী, জঙ্গলে পাতার ফাঁকে ঝলসে-ওঠা হাতির দাঁত, সেখানকার কালো মানুষ আর তাদের শরীরের চেয়ে বড় বর্শা—সব—সব।

অথবা, উত্তরমেরু অঞ্চলের মানচিত্র খুলে বসে। তার হাত দুটো ওই অঞ্চলের শূন্যতা, শুভ্রতা, শীতল বাতাস আর ঝলমল উত্তুরে আলোকে রূপ দেবার মত ধ্বনি খুঁজে ফেরে।

কিংবা সে শব্দের মাধ্যমে চীনদেশকে ফুটিয়ে তোলে। তার কাছে সেখানকার সবই ছোট: ছোট ঘণ্টা, ছোট পা, ছোট পাত্রে ছোট খাবার কাঠি লেগে টুংটাং শব্দ হয়। কিন্তু আজ রাত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র খুলে বললে, "এখন আমি ক্যালিফোর্নিয়াকে রূপ দোব।" ক্যালিফোর্নিয়াকে পছন্দ করার কারণ, সেখানে ঠিসেন মামা থাকে। সেখান থেকে চিঠিতে লেখে বিরাট পাহাড়ের কথা, হীরের মত রোদ আর সোনার মত কমলালেবুর কথা। লেখে, উষ্ণ সাগর আর নদীর কথা—যাদের নামগুলো বড় অদ্ভুত: স্যাক্রামেন্টো, ইউবা, স্যান জোয়াকুইন, ফেদার। আজ সে অর্গ্যানে পাহাড়ের রূপ ফুটিয়ে তুলবে।

"তিনি বাইরে আছেন ?" দাদু জিজ্ঞেস করল।

"না, তখুনি ফিরে গেছেন," এই বলে স্টিফেন মামা হাতের মালপত্র নিয়ে ওপরে ওঠবার দোরগোড়ায় রাখল। "লিডির বড়দিন না-আসা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব ঠিক করেছি।" স্পষ্ট জোর গলায় সে বললে—যেন তর্ক করছে কারও সঙ্গে, কিন্তু কেউ তার কথার উত্তর দিল না।

তারপর সে অর্গ্যানের দিকে এগিয়ে গেল এবং এলসপেথের হাত ধরে তাকে টুল থেকে নামিয়ে বললে, "লিডি, এই হচ্ছে জেটি জ্যেঠাইমা।"

লিডি সিনামণ্ড এই প্রথম কথা বললে। তার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল এলসপেথের। সেই নীচু এবং কোমলতা-মেশানো গুনগুন স্বরে সে বললে, "জেটি ?"

"ও অত কালো বলে তাই," স্টিফেন মামা বললে।

"ওকে জ্যেঠাইমা বললে কেন, স্টিভ ?"

স্টিফেন মামা বুঝিয়ে দিল, "কারণ ও প্যাচার মত গম্ভীর। -জেটি জ্যেঠাইমা, এ হল তোমার লিডি মামীমা।"

এলসপেথ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, "লিডিকে—লিডি মামীমাকে আমি আগে দেখেছি।"

স্টিফেন মামা বললে, "তাই নাকি ? কোথায় ?"

"ওঁর বাড়িতে। মিঃ ভেণ্টার্সের সঙ্গে।"

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বললে না। এলসপেথ অনুভব করল, এই নীরবতার জন্যে নিজে দায়ী। তাই নীরবতা ভেঙে বললে, "বাশ ব্রাকের কাছে ওঁরা বনভোজনে গিয়েছিলেন।"

"মিঃ ভেণ্টার্স আর লিডি ?" অদ্ভুত শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল দিদিমা।

এলসপেথ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মেল ভেণ্টার্স। ওরা·· "

কিন্তু কী দেখেছে সেটা বলবার আগেই স্টিফেন মামা এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাত ধরল, বললে, "মেল ভেণ্টার্স আমাকে প্রায় টেক্কা দিয়েছিল আর কি।···সেজন্যে ওকে দোষ দেবে কে?" প্রশ্নটা সকলের উদ্দেশে উচ্চারণ করলেও, বিশেষ করে যেন ম্যাকেই বললে।

এলসপেথ আবার লিডির দিকে তাকাল। লিডিকে সুন্দরী বলে মনে করে না সে, তবু তার দিকে না তাকিয়ে থাকা যায় না, কারণ তার গায়ের রঙ এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আর এত লম্বা, নত ও শান্ত সে। আর মৃদু হাসছিল—এলসপেথ জানে কনের যেমন হাসা উচিত।

"লিডি, ও তোমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্যে অপেক্ষা করছে," স্টিফেন মামা বললে, আর লিডি যেন অসংলগ্ন চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাত বাড়াল ও এলসপেথের হাত ধরল।

এলসপেথ গম্ভীরভাবে করমর্দন করল। "তোমার শোবার সময় হয়ে গেছে," দিদিমা তাকে বললে। তারপর লিডিকে বললে, "কোট খুলে রাখ। একে বিছানায় শুইয়ে এসে তোমাকে ও স্টিফেনকে খানিকটা দুধ গরম করে দিচ্ছি।"

দিদিমা এলসপেথের হাত ধরল। দুজনে ঠাণ্ডা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল –"লিডি ও মেলকে কবে তুই দেখেছিস?"

এলসপেথ বললে, "গেল বছর গ্রীষ্মকালে। বনভোজনে গিয়েছিল। ওরা···"

"ওতেই হবে," দিদিমা বললে, তারপর কোনরকমে তার পোশাক টেনে ফেলে তাকে বিছানায় ঠেলে দিল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আলোয় ঘর ভরে গেছে, দুধের মত এক উজ্জ্বল প্রভা কড়িকাঠের ওপর নৃত্য করছে। রাত্রে

বরফ পড়েছে। ঘরে সেই বরফের ওপর প্রতিফলিত সূর্যালোকের ঢেউ। এলসপেথ চাদরটা আরও ভাল করে গায়ে দিয়ে নিল। বরফের আলোয় ঘর এমন ভরে গেছে যে, মনে হচ্ছে সে বরফের ওপরই শুয়ে আছে। তারপর সেই আলোয় অস্পষ্ট কিছু ভিড় করে এল, কোন স্বপ্ন, কল্পনা বা স্মৃতি।

হাতে একটা দীপ নিয়ে দিদিমা। পাশে স্টিফেন মামা। দীপের আলো ওপর দিকে গিয়ে তাদের মুখে পড়েছে। সে মুখ অপ্রসন্ন। চোখ ছায়াময়। আলো পড়ে মুখের হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দিদিমা বলছিল, "তুমি যখন অনেক দূরে, অসুস্থ, ও তখন কোন পরোয়া না করে··· চালিয়ে গেছে।"

দিদিমার হাতের দীপ কেঁপে উঠল। স্টিফেন মামা সেটা নিজের হাতে নিল। দিদিমার কথা যেন সে ধৈর্য সহকারে শুনতে চায়।

"তোমার ধর্মমত আর ওর ধর্মমত যে এক নয় সে কথা আমি বলছি না··· কিন্তু নিজেকে এই খেলো করে, অথচ তোমাকে ওর পাকা কথা দেওয়া আছে। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া অত দূরে।"

স্টিফেন মামা অকম্পিত হাতে দীপ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দিদিমা বললে, "ওকে বল, তুমি নিজের চোখে দেখেছ ··স্যান্ডি ক্রীকে।"

স্টিফেন মামা বললে, "দরকার নেই। সব জানি আমি। যে-কোন ব্যাপার এভাবে, নয় ওভাবে ঘটবে। তা সব সময় তোমার পছন্দমত রূপ নেবে না। এ ব্যাপারটা এই পথে এগিয়েছে। তার জন্যে রাত্তিরে আলোচনা করার কিছু নেই। আমি দূরে ছিলাম আর লিডিয়া তরুণী মেয়ে। তুমি কি ওকে বিধবার বেশে রাখতে চাও?"

মার হাতে দীপটা ফিরিয়ে দিল স্টিফেন মামা এবং এলসপেথকে স্নেহচুম্বন দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ল, বললে, "ওঠি জ্যাঠাইমা, ঘুমিয়ে পড় এখন। বরফ পড়ছে।"

তারপর মার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে দোরের দিকে নিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ও তারা কথা বলছিল। এলসপেথের কানে এল তাদের কণ্ঠস্বর, ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। "ভালবাসা অনেক বেশি স্থায়ী" তারপর সিঁড়িতে প্রতিধ্বনি উঠে স্টিফেন মামার পরের কথাগুলো ডুবিয়ে দিল, পরে আর একটা কথা কেবল সে শুনতে পেল··· "আগুন।" অনেক দূরে, প্রায় সিঁড়ির গোড়া থেকে শব্দটা এত জোরে ছুটে এল যে অন্য কথাগুলো হারিয়ে গেলেও এটা এলসপেথ শুনতে পেল।

"ভালবাসা অনেক বেশি স্থায়ী···" প্রাতরাশ শেষ করে বসবার ঘরে যাবার সময় এখনও এলসপেথ কথাটা ভাবছিল। ঘর ইতোমধ্যে পরিপাটী করে সাজানো হয়েছে। চুল্লীতে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি পুড়ছে। ফুটো-ফুটো-করা লাল টিস্যু কাগজের তৈরি একটা বড় ঘণ্টা দোলানো আলোর সঙ্গে ঝুলছে, আর সামান্য হাওয়াতেই দুলে উঠছে। বরফের আলো আর আগুনের আলোর মিশ্রিত রঙ কম্বল-কার্পেটের ওপর পড়েছে। স্টিফেন মামা চুল্লীর ধারে বসে ছিল। কালো পোশাকে তাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভিজে মাথার চুলে তখনও চিরুনির দাগ রয়েছে।

স্টিফেন মামা বললে, "এই যে জেঠ জেঠাইমা। একটু সাহায্য করবে নাকি ?"

প্রায় আধ ডজন কাগজের ঠোঙা থেকে সে মুঠো মুঠো মিষ্টি বার করে সুন্দর কাজ-করা কাচের পাত্রে রাখছে। প্রথমে বার করল এক মুঠো চকোলেট, তারপরে গামড্রপ, তারপরে পি-নাট ব্রিটল। বললে, "সব মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে সকলেই পায়।"

"বড়দিনের গাছ লাগানোর জন্যে নাকি এগুলো ?" এলসপেথ জিজ্ঞেস করল।

ষ্টিফেন মামা বললে, "না না. শিভারির জন্যে। শিভারি কাকে বলে জান?"

নিশ্চয় জানে। বিছানায় শোবার পর বর-কনে চমকে ওঠে হঠাৎ কাউবেল, ঢাকফিডল আর পাথরভর্তি মাটির ভাঁড়ের শব্দ শুনে। তারপর ওরা সকলকে কেক, মিষ্টি, গরম কফি ও চুরুট দেয়।

"আজ হবে নাকি? বড়দিনের আগের রাত্তিরে?"

ষ্টিফেন মামা বললে, "হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই আশা করছি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি। সুতরাং আজ রাতটাই শিভারির একমাত্র সময়।"

বড় কাঠের গুঁড়িটা চুল্লীর ভেতরে অনেকখানি নেমে গেছে। লাল রঙের ঘণ্টাটা আস্তে আস্তে দুলছে।

"ভালবাসা অনেক বেশি স্থায়ী," এলসপেথ বললে। তার কণ্ঠে জিজ্ঞাসার সুর।

"পাহাড়ের চেয়ে," ষ্টিফেন মামা জবাব দিল।

এলসপেথ প্রশ্ন করল, "আগুন?"

"আগুনের কথা তোমার লিডি মামীকে জিজ্ঞেস কোর।"

এই প্রথম এলসপেথ দেখল, লিডি মামীমা সর্বাঙ্গ সাদায় ঢেকে অনেক দূরে জানলার কাছে বসে আছে। কনের মত আঁটসাঁট চকচকে সাদা পোশাক পরেনি। তার গায়ে ভারী ও নরম পোশাক—যেন উষ্ণ বরফ বুনে তৈরি করা। বাইরে বরফের দিকে তাকিয়ে ছিল লিডি মামীমা। "আগুন গরম করে," অনুচ্চ গুনগুন স্বরে এই কথা কটি যখন বললে তখনও।

এলসপেথ তার মামীকে দেখল, বললে, "লিডি মামীমাকে তুষাররাণীর মত দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাদা, কনকনে আর সুন্দর।" ষ্টিফেন মামা এই কথা

বলার সময় লিডি মামীমা তার কালো হাত দিয়ে স্বামীর কোঁকড়ানো চুলগুলো ঘাঁটতে লাগল।

এলসপেথের কাছে সমস্ত দিনটা যেন পলকের মধ্যে কেটে গেল। একে বড়দিনের আগের দিন, তার ওপর শিভারির কথা শুনেছে। এদিকে আবার বৈঠকঘরে অপেক্ষারত বড়দিনের গাছ। কেবল বড়দিনের সময়ই বৈঠকঘর যথার্থ সজীব হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে যখন চলাচলের রাস্তার দু পাশে লাগানো পাইন গাছগুলো বরফের ওপর লম্বা ছায়া ফেলেছে, তখন এলসপেথের ইচ্ছে হল বড়দিনের গাছটা একবার দেখে। কেউ নেই এখানে: স্টিফেন মামা খামারে জানোয়ারগুলোকে খাওয়াতে ব্যস্ত, দিদিমা রান্নাঘরে, আর লিডি মামীমাকে তো বেশ কিছুক্ষণ হল কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

টিস্যু কাগজের শব্দটা একটু জুলে উঠল, কিন্তু এলসপেথ ঘরটা পার হয়ে বৈঠকখানার দরজার দিকে যাবার সময় থেমে গেল। বড়দিনের সকালে যখন উপহারগুলোর মোড়ক খোলা হয় তার আগে বড়দিনের গাছ দেখবার নিয়ম নেই। কিন্তু বৈঠকখানার দরজায় তালা দেওয়া হয়নি, আর পলকের জন্য দেখা নিষিদ্ধ নয়। দিদিমা যেন জানে যে, গাছটিতে বড়দিনের সকালের পুরোপুরি দেখার গৌরব বাঁচিয়ে রাখতে হলে চুরি করে দেখার সুযোগ দিতে হয়।

কিন্তু দরজা খোলাই ছিল। বন্ধ যখন হল তখন এলসপেথ বৈঠকখানার ভেতরে, সুন্দর আর উজ্জ্বল গাছটির কাছাকাছি, ইচ্ছে করলে গন্ধ নিতে, স্পর্শ করতে বা হাত বুলোতে পারে। মুহূর্তের জন্যে সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চোখ খুলল। লাল কার্পেট পাতা আর সাদা পর্দা ঝোলানো সেই ছোট বৈঠকখানা অমনই জেগে

উঠল। বড়দিনের গাছ ঘরটাকে সজীব করেছে। এত ভাল লাগছিল যে, এলসপেথ অনন্তকাল ধরে থাকতে চাইল।

কিন্তু লিডি মামীমা কথা বললে। "ছোট্ট জেঠাইমা," মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত শুনল এলসপেথ। লিডি মামীমা জানলার ধারে বসে আছে সাদা পোশাক পরে। সকালে যেমন ভাবে ছিল।

"আমার এখানে আসা ঠিক হয়নি," ফিসফিস করে বললে এলসপেথ। বৈঠকখানায় নিজের উপস্থিতির জন্যে খারাপ লাগছে তার।

লিডি মামীমা হাত বাড়িয়ে এলসপেথকে কাছে টানল। সাদা উলের তৈরি পোষাকের নরম উষ্ণ স্থিতিস্থাপকতা অনুভব করল সে। লিডি মামীমা বললে, "আমারও উচিত হয়নি।...একটা কাজ করে দেবে আমার?"

"কী কাজ?"

"মেল ভেন্টার্সের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাবে? এই তো কাছেই। বরফ এখন আর পড়ছে না, বাতাসও থেমে গেছে।"

"দিদিমা কখনও যেতে দেবে না।"

"জানি। কিন্তু তুমি যাতে দিদিমার অজান্তে যেতে পার তার ব্যবস্থা করব।"

সে ভেবে রেখেছে সান্ধ্য ভোজনের পর এলসপেথকে ওপরে নিয়ে যাবে এবং তাকে বিছানায় না শুইয়ে তার গা শালে মুড়ে দেবে। "ছটা কিংবা সাতটা শাল চাপাব। একটুও শীত করবে না। তোমায় পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে মেলের বাড়ি পাঠিয়ে দোব।"

লিডি মামীমা আবার বললে, "এই তো এক পা এগোলেই মেলের বাড়ি। বাতাস থেমে গেছে, বরফ জমে আছে, আর সারা পথটাই দুই বাড়ির আলোয় ছেয়ে আছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়—মেলকে

বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে চাই। চিঠিটা পড়েই ও স্লেজ গাড়িতে করে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেবে।"

"হয়তো দেবে না," এলসপেথ বললে।

"না, না, নিশ্চয় দেবে। আচ্ছা, তুমি দেখ দেয় কি না!"

লিজি মাসীমা যেমন বলেছিল তেমনই ভাবেই সব কিছু হল। কেউ তাকে খুঁজল না, কেউ তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখল না। অন্ধকার রাত্রি নিশ্চুপ। পরিষ্কার আকাশ তারায় ভরা। বরফ জমাট ও হালকা হয়েছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে হাঁটা কঠিন কাজ। অন্য যে কোন রাত্রে হয়তো এলসপেথের ভয় করত--কিন্তু বড়দিনের আগের রাত্রে ভয় করার কিছু নেই।

সেদিনই ছেলেমেয়েরা বড়দিনের উপহার সব বার করল। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভর্তি। বুড়ো ও ছোকরা, ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীর কলরবে মুখর! সেই গোলমালে এলসপেথ কারও নজরে পড়ল না। দলছাড়া হয়ে মেল একটা বড় চুল্লীর কাছে বসে পা দুটো গরম করে নিচ্ছিল। এলসপেথ তার হাতে লিজির চিঠি দিল। মেল চিঠিটা বার বার পড়ল, তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, বের করে আবার পড়ল--চিঠির কথাগুলো যেন ভুলে গেছে এমনি ভাবে।

এলসপেথকে কেউ তার শালগুলো খুলতে বললে না। অতএব সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। তারপর বাচ্চারা তার হাতে একটু মিষ্টি দিল। ঘরের এক কোণে বসে সে সেটা খেতে আরম্ভ করল আর একটা বেওয়ারিশ জ্যাক-ইন-দি-বক্স খেলনা নিয়ে খেলতে লাগল। দিদিমার বসবার ঘর, অ্যাটলাস রাগ, অর্গ্যান, বৈঠকখানা আর বড়দিনের গাছ তার কাছে স্বপ্নের মত দূরবর্তী মনে হল। এলসপেথ দেখল, মেল চিঠিটা বার বার পড়ে শেষ পর্যন্ত গোল করে

পাকাল এবং চুল্লীর আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে গামড্রপ মুখে ফেলছিল আর জ্যাক-ইন-দি-বক্স নিয়ে ঢুলতে ঢুলতে মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিল।

এলসপেথ যখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এমন সময় রাস্তা থেকে তার কানে এল শিভারির প্রথম আওয়াজ—দুধের পাত্রের ঝনঝন শব্দ আর ঘণ্টাধ্বনি। মেল ভেণ্টার্স আগুন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কী? কোত্থেকে এত শব্দ আসছে?"

এলসপেথ বললে, "শিভারির আওয়াজ। ষ্টিফেন মামা আর লিডি মামীমাকে ওরা শিভারি করছে।"

মেল তাকে হাত ধরে টেনে তুলল, বললে, "চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

তখুনি বাইরে এনে মেল তাকে স্লেজের সামনের আসনে বসিয়ে দিল এবং গাড়িতে ঘোড়া জুততে লাগল। এ কাজে সে বিশেষ পোক্ত। তাই ঠাণ্ডায় এলসপেথ পুরোপুরি জেগে ওঠবার আগেই মেল ওর পাশে বসে ঘোড়ার পিঠে লাগাম দিয়ে আঘাত করল।

এলসপেথ বললে, "ওরা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন জানাবে। তারপর নিজেরা পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে চুমু খাবে।" ভুলে-নিয়ে-আসা জ্যাক ইন-দি-বক্স খেলনা চেপে ধরল সে।

মেল ভেণ্টার্স বললে, "চুলোয় যাক।"

স্লেজ গাড়ি যেন উড়ে চলেছে। মেলের বড় ঘোড়াটা অন্ধকার রাত্রির সঙ্গে মিশে গেছে। উত্তেজনার মাথায় এলসপেথ বাক্সের চাবি স্পর্শ করল, আর অমনি জ্যাক সশব্দে ঘুরে বেরিয়ে এসে তার থুতনিতে আঘাত করল।

"উঃ," করে উঠল এলসপেথ।

"চেঁচিও না, থাম।"

শিভারির জন্যে যারা এসেছে তাদের হাতের মশাল ও লণ্ঠনের আলো পড়েছে। কিন্তু বাড়ি তখনও অন্ধকার, বারান্দা খালি। মেলের স্লেজ হিসহিস শব্দে বাড়ির পথ দিয়ে চলল। কে এল দেখে নিয়ে জনতা চেঁচিয়ে উঠল এবং আরও জোরে শব্দ করল।

"এই যে, মেল, কনেকে শেষ দেখা দেখে নাও।"

মেল কাউকে কিছু বললে না, নিপুণভাবে গাড়িটা ওদের মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করাল।

কে একজন চিৎকার করে বললে, "ওরা কেউ নেই। খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে।"

সকলে বললে, "ওহে মেল, ভেতরে গিয়ে কনেকে পাঠিয়ে দাও। মেয়েদের সঙ্গে তোমার খুব দহরম মহরম আছে। তোমার খাতিরে সে বাইরে আসবে।"

ওরা যে-বিষয়ে কথা বলছে তা জানে মনে হচ্ছে। ওপরের জানলায় যখন আলো দেখা গেল তখনও ওরা মেলকে পীড়াপীড়ি করছিল। আলো দেখে ওরা দ্বিগুণ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টিফেন মামাকে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে এবং পেছন ফিরে লিডি মামীমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে দেখল এলসপেথ। লিডি মামীমা এসে স্টিফেন মামার পাশে দাঁড়াল। স্টিফেন মামা কালো পোশাক পরে আছে। কিন্তু লিডি মামীমা লম্বা লাল পোশাকে সজ্জিত। মশাল ও লণ্ঠনের কম্পিত আলোয় এলসপেথের মনে হল পোশাকের উপরিভাগে মুকুট কিংবা মালা পরানো রয়েছে। লিডি মামীমার এলো চুল উড়ে তার মুখে ও কাঁধে পড়ছে।

স্টিফেন মামা বললে, "এই যে বন্ধুগণ—!" তারপর হাত নাড়ল।

কে একজন বলে উঠল, "ওহে স্টিভ, তুমি বেশ সুন্দরী বউ বেছে নিয়েছ।"

ঠিকেন মামা উত্তর দিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

লিডি মামীমা কিন্তু কোন কথা বললে না। মশাল ও লণ্ঠনের আলোয় মুখ আলো করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে জনতার দিকে তাকাতে লাগল আর এদের কথাবার্তা শুনে মৃদু মৃদু হাসল।

এলসপেথ মেলের দিকে দেখল। তার ধারণা, লিডি মামীমা চিঠিতে লিখেছিল, "বিদায়, মেল। আমি আর একজনকে ভালবাসি। তাই চিরদিনের জন্যে বিদায়।"

সে ভেবেছিল, মেল লিডি মামীমাকে অভিবাদন জানিয়ে তার উদ্দেশে একটা চুম্বন ছুঁড়ে দেবে, তারপর ভগ্নহৃদয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু মেল অভিবাদনও জানাল না, চুম্বনও ছুঁড়ল না। মাথা তুলে, চোখ ছোট করে, স্লেজে হেলান দিয়ে বসে রইল। এলসপেথ দেখল, লিডি মামীমার চাউনিও প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে ওর ছোট কোমল মুখের চেহারা বদলে গেল।

আর একবার কে চিৎকার করে বললে, "লিডি, এই যে মেল এসেছে তোমায় শেষ দেখা দেখতে। ভাল করে দেখে নাও, মেল। এই তোমার শেষ সুযোগ। কাল ওরা ক্যালিফোর্নি ফিরে যাচ্ছে।"

তারপর এলসপেথ যা বলেছিল লিডি মামীমা তাই করল। জনতাকে মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে, শান্তভাবে আর ধীরে ধীরে হাত দুটো ঠিকেন মামার কাঁধে রেখে ঠিক তেমনিভাবেই তাকে চুমু খেল। জনতার মধ্যে কেউ চেঁচিয়ে উঠল না কিংবা ধিক্কার দিল না।—কারণ এ চুম্বন আনন্দের জন্যে নয়, এ প্রায় বিবাহ-অনুষ্ঠানের অঙ্গের মতই গম্ভীর পবিত্র।

মেলের মুখ দিয়ে এই প্রথম আওয়াজ বেরোল। উচ্চকণ্ঠে সে বললে, "ওকে গ্রহণ কর আর স্বাগত জানাও।" এর পর এক বাণ্ডিল কম্বলের মত এলসপেথকে বরফের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে

চাবুক মারল এবং সামনের চত্বর পেরিয়ে উত্তর দিকে ছুটে চলল। একবার কেবল গতি কমিয়ে চিৎকার করে বললে, "বড়দিন তোমাদের আনন্দে কাটুক, আর···নববর্ষের শুভেচ্ছা নাও।"

বরফের মধ্যে যেখানে তাকে ফেলে দিয়ে গেছে, সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল এলসপেথ—কিন্তু মেল, তার স্লেজ গাড়ি আর কালো ঘোড়া সব রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এবার সে বারান্দার দিকে ফিরে তাকাল। লিডি মামীমা একই ভাবে দাঁড়িয়ে। স্টিফেন মামা হাত দিয়ে তার কাঁধ জড়িয়ে আছে। বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে স্টিফেন মামা বললে, "বন্ধুগণ, ভেতরে এস। তোমাদের জন্যে খাবার ও গরম পানীয় অপেক্ষা করছে।"

এলসপেথ ওদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকল। কিন্তু দিদিমা তাকে তখনি ঠেলে ওপরে পাঠিয়ে দিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে রাত্রের নানারকম শব্দ শুনতে লাগল। প্রথমে নীচের তলা থেকে চিৎকার, কথাবার্তা ও গানের শব্দ, তারপর ঘোড়ার পদধ্বনি ও হ্রেষারব, আর স্লেজ গাড়ির ঘণ্টার আওয়াজ, সবশেষে দাদু ও দিদিমার কথোপকথন। তারা অবিরাম কথা বলে চলেছে। তাদের গলার স্বর কখনও উঠছে, আবার কখনও বা নামছে। শেষ পর্যন্ত স্টিফেন মামা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। তার হাতে বড় টিনের লণ্ঠন, গায়ের কালো কোট খোলা—যার ফলে সাদা জামার চুনট-করা সম্মুখভাগ দেখা যাচ্ছে। লণ্ঠনটা টেবিলে রেখে টেবিলের ধারে হেলান দিয়ে স্টিফেন মামা অনিদ্রিত বাপ মার দিকে তাকাল। তাকে উল্লসিত, শান্ত ও সুখী দেখাচ্ছিল।

বাপ-মাকে বললে স্টিফেন মামা, "তোমাদের বিরক্তি ঝেড়ে ফেল। বিয়েটা আমার, আর আমি সুখী হয়েছি। একটু উদ্দামতা না থাকলে আমি কিছুতেই ভালবাসতে পারতাম না। আমার ধাতই তা নয়। ···আমাদের বিয়ে সুখের হবে।"

ষ্টিফেন মামা তার পাতলা কোঁকড়ানো অগোছালো চুলে আঙুল চালাতে লাগল। তার মুখ শান্ত, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। আলো নেবাতে গিয়েও নেবাল না ষ্টিফেন মামা। আলোটা হাতে তুলে নিল। তার উজ্জ্বল মুখে আলো পড়েছে। দেখে এলসপেথের মনে হল ঈশ্বরের কোন দেবদূত বুঝি! লণ্ঠন হাতে ষ্টিফেন মামা দোরগোড়ায় খানিক দাঁড়িয়ে রইল—যেন কী বলবে ভাবছে। শেষ পর্যন্ত যা বললে তাতে এলসপেথের মনে পড়ে গেল যে, বড়দিন এসে গেছে। "ধুনো ও গন্ধদ্রব্য উপহার নিয়ে জ্ঞানীরা এসেছিলেন," এই বলে দরজাটা আস্তে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ষ্টিফেন মামা।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এলসপেথ ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও সেই কথা তার মন জুড়ে রয়েছে। কিন্তু বড়দিনের গাছটা পুনবায় দেখতে যাবার আগে সে একবার বারান্দায় দাঁড়াতে চায় যেখানে ষ্টিফেন মামা আর লিডি মামীমা দাঁড়িয়ে ছিল, আর পরখ করে নিতে চায় কাল রাত্রে যা দেখেছে ও শুনেছে তা সত্যি কি না!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এলসপেথ নতুন উজ্জ্বল সকালের দিকে তাকিয়ে ছিল। রাত্রে বরফ পড়ে পদচিহ্ন আর মশালের জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো ঢেকে দিয়েছে। না, কাল রাত্রের ঘটনা সত্যি হতে পারে না। লিডি মামীমা যেমন তুলেছিল, তেমনি ধীরে ধীরে সে হাত দুটো তুলল—কিন্তু সব কাল্পনিক। কিছুই সত্য নয়।

তারপর বরফের মধ্যে কী একটা জিনিস দেখল সে। লাল, রূপালী আর নীল রঙের। খানিকটা বরফে ঢেকে গেছে। তবু সূর্যের আলোয় চকচক করছে, ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। ওটা সেই জ্যাক-ইন দি-বক্স খেলনা। সব সত্যি, সব সত্যি। কালো ঘোড়া রাস্তা দিয়ে ছুটে

গেছে। লিডি মামামার মুখ মশালের আলোয় উজ্জ্বল ও সোনালী হয়ে উঠেছে। ষ্টিফেন মামা আলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—যার ফলে তাকে দেবদূত মনে হয়েছিল। এলিসপেথ রোদে উজ্জ্বল বন ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে তার বাড়ির দিকে তাকাল, বললে, "ওঃ, মামা, সব সত্যি।"

চোদ্দ

হোমার আর লিলিফুল

জেসের বয়েস যখন আশি বছর তখনও তার শরীর বেশ সবল ছিল। সেই সময়ে কিছুদিন সে হোমার ডেনহাম নামে এক অনাথ বালকের সংস্পর্শে আসে। বছর বারো বয়েস তার। একমাথা কালো চুল, জড়ুলচিহ্নিত শরীর, বিবর্ণ ঠোঁট আর পাতলা চেহারা। হোমার উত্তেজিত হলে হঠাৎ কণ্ঠনালী উপরে উঠে ধকধক করত। মনে হত, যেন তার প্রাণ হোমার ডেনহামের ক্ষুদ্র দেহে আবদ্ধ থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন মুক্তি পেতে চায়, বাইরের জগতের অংশবিশেষে পরিণত হতে চায়।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এক সুন্দর বিকেলে ছেলেটিকে প্রথম দেখল জেস। রাশ ব্রাঞ্চের দিকটাতে একটা গাছের গুঁড়িব ওপর যখন সে বসে ছিল, হোমার তখন ওপার দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। জেস এখানে এসেছে মাছ ধরার ইচ্ছে নিয়ে। মাছ ধরার ছিপ তার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু জলের মধ্যে মাছগুলোর ওলট-পালট দেখতে দেখতে সে ভাবল, যাদের দেখে এত আনন্দ পেলাম, তাদের রান্না করে খেয়ে তৃপ্তি পাওয়ার কোন মানে হয় না। একই জিনিসে চোখের ও উদরের ক্ষুধা শান্ত করা উচিত নয়।

নিঃশব্দে কম্পিত জলের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ জেস বসে ছিল। সাইকামোর পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে রাশ ব্রাঞ্চ চিত্রবিচিত্র

হয়ে উঠেছে। সোনালী বীজের মত রোদের কণা বুকে করে নদী সামনের দিকে বয়ে যাচ্ছে। জলের তলার মাছগুলো তার গতি ব্যাহত করছে। জেসের মনে হল, রাশ ব্রাঞ্চ হয়তো তার উৎসমুখে কোলরেনের সেই ছোট জলাশয়ের রূপ নিয়েছে—যেখানে সে প্রথম পায়ে হেঁটে পার হয়েছিল। এবং হয়তো তাই মাসক্যাটাটাক, হোয়াইট, ওয়াবাশ, ওহায়ো ও সবশেষে মিসিসিপি আর মিসিসিপির বড় বড় প্রণালীতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সেই বিকেলে জেস ও-কথা ভাবছিল না। তার ভাবনা কোলরেনের খামার আর বসন্তের আকস্মিক প্লাবন নিয়ে—যে প্লাবনের জল মাঠভর্তি ঘাসগুলোকে আগের দিন বাতাস যেমন নত ও উজ্জ্বল করেছিল তেমনই করে দেয়। জেস ভাবল, বছর চারেক বয়েসের এই ঘাসগুলো কি এর পরোয়া করে, দুটোর তফাত বুঝতে পারে?

জেস যখন চোখ তুলে উপস্থিত দৃশ্যাবলীর দিকে তাকাল, তখন তার চোখে পড়ল হোমার ওপার দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে। তার মুখ কিন্তু ফেরানো ছিল, যাতে সে দেখতে পায় দাদু গাছের গুঁড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে কি না! জেসের তাই মনে হল।

জেস এপার থেকে ডেকে বললে, "ওহে, এদিকে এস। মাছ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চোখ দুটো এখন অন্য দিকে ফেরাতে চাই।"

এক মুহূর্ত দাঁড়াল হোমার, তারপর যেন বড় ভাইয়ের আদেশ পেয়েছে এমনি ভাবে ভাল ছেলের মত গম্ভীরভাবে হেঁটে নদী পার হল এবং গুঁড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই, মৃদু হাসি শুধু। তার কালো চোখ দুটো বুঝতে চেষ্টা করছে, যে তাকে কাছে ডাকল সে কেমন প্রকৃতির লোক। তার কণ্ঠনালী লাফাচ্ছে।

জেস পকেটে হাত ঢোকাল, বললে, "এখানে বসে অনেকক্ষণ ধরে

মাছ দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে গেছি। শিরদাঁড়া টনটন করছে। কিছু খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিতে হবে। পেপারমিণ্ট ভাল লাগে তোমার?" পকেট থেকে বার করল এক মুঠো। হোমার তার পিঙ্গল রঙের হাত মেলে ধরতে জেস তাতে আধ ডজন পেপারমিণ্ট ঢেলে দিল।

"দুটো তোমার। দুটো আমার। দুটো মাছের জন্যে।" বলে দুটো সে নদীতে ছুঁড়ে দিল। "মাছেরা অবশ্য খাবে না—আমি অন্ততঃ কোন মাছকে পেপারমিণ্ট খেতে দেখিনি। তবে এর গন্ধটা সুখকর লাগবে নিশ্চয়।"

হোমারের কণ্ঠনালী একটু নেবে গেছে। জেসের মত কড়মড় করে পেপারমিণ্ট চিবিয়ে খেল সে।

"এর আগে তোমায় কখনও এখানে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।" জেস ছেলেটিকে বললে।

"আমার নাম হোমার ডেনহাম। পার্কিন্সদের ওখানে আমি থাকি। ওঁরা আমায় এক অনাথ আশ্রম থেকে এনেছেন।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে এখন। এ সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলাম। তা অ্যামস আর এটি পার্কিন্স লোক ভাল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন," হোমার বললে।

অ্যামস আর এটি পার্কিন্স বেশ ভাল লোক। তারা হোমারকে একটা ছোট্ট পরিষ্কার ঘর দিয়েছে, যেখানে গ্রীষ্মকালে সে শুনতে পায় তার মাথা থেকে মাত্র ছ ইঞ্চি ওপরের চালে বৃষ্টি পড়ার ঝুপ ঝুপ শব্দ, আর তালি-মারা বিছানায় আরামে শুয়ে থাকে।

শীতকালে সে দম বন্ধ করে থাকে। কারণ বরফ পড়ার শব্দ ঠিক নিঃশ্বাসের মত। সমস্ত একেবারে চুপ না হলে বোঝা যায় না প্রথম বরফ পড়ছে কি না! বসন্তের সকালে সে শুনতে পায় পাখিগুলো তাদের

খড়কের মত সরু সরু পায়ে ছাদের পাতলা তক্তার ওপর লাফিয়ে পড়ছে। হঠাৎ যদি ঘরের চালটা কাচের হয়ে যায়, আর পাখিগুলো ছোট ছোট চোখ মেলে দেখতে পায় যে, এত কাছে একজন মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাহলে তারা কেমন অবাক হবে! কথাটা ভেবে হোমার মনে মনে হাসে, আনন্দে দুলে ওঠে। সে যে ছাদের নীচে শুয়ে শুয়ে তাদের কিচিরমিচির শব্দ শুনছে, পাখির দল এ কথা জানে না।

তারপর হেসে হোমার প্যাণ্ট গলিয়ে প্রাতরাশের জন্যে নীচে ছুটবে। খেয়ে-দেয়ে যদি মোটা হয়ে থাকে হোমার, তবে মিসেস পার্কিন্সের বিস্কুট, গরম কেক, সসেজ আর ক্রীম গ্রেভি খেয়েই হয়েছে। কিন্তু হোমারের বেশি খিদে কখনও পায় না। তার পেট ভরে যায় তাড়াতাড়ি। পার্কিন্সদের বাড়ি সে বড় একা। তার একজন কথা বলার লোক দরকার।

পার্কিন্সরা নিঃসন্তান, এবং কথা খুব কম বলে। চল্লিশ বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। যা কথাবার্তা তারা বলত এখন তা থেমে গেছে। তাদের মনের প্রবণতা একই রকম বলে কোন ব্যাপারে তর্কের অবকাশ ঘটে না এবং তারা মন্তব্যও করে খুব সামান্যই—"ডিমগুলো আজ গোল দেখাচ্ছে," কিংবা "গরুর বাচ্চা হবে বলে মনে হচ্ছে" এ ধরনের কথা বলার দরকার মনে করে না তারা।

পার্কিন্সরা গোল ডিম আর গাভীন গরু দেখতে অভ্যস্ত। হোমার এক এক সময় ভাবে যে, তারা পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসে অভ্যস্ত। যে-কোন বিষয়েই সে প্রশ্ন করুক না কেন, চশমার মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে কোমল গলায় বলবে তারা, "খুব সম্ভব তোমার কথাই ঠিক" কিংবা "একটুও অবাক হব না আমি।" আর সেখানেই ইতি।

হোমার নিয়তই অবাক হচ্ছে। এ সব বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। কত শত দৃশ্য তাকে আশ্চর্য করে: রোদে

তুষারকণার রঙিন হয়ে ওঠা, অগ্নিশিখা যেভাবে লাফিয়ে হিকরি ডালপাতার স্তূপকে আক্রমণ করে, তারপর পিছিয়ে আসে, যেন ডালপাতার স্তূপ নিজের প্রাণরক্ষার্থে যুদ্ধ করছে। সে লক্ষ্য করেছে, কোন শীত-সন্ধ্যায় ধোঁয়া কেমন করে বাড়ির চারিধারে কুণ্ডলী পাকায়, কিংবা ঘাস যে ভাবে একটা পাথরকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে, অথবা গমের তৈরি আঠার মধ্যে দিয়ে চোখের মত বুদ্‌বুদ কেমন করে তলায় চলে যায়। হোমার ভাবে, গমের চোখ তার দিকে দেখবে, আর সে অবাক হয়ে ফিরে তাকাবে। কিন্তু পার্কিন্সরা কোন ব্যাপারেই বিস্ময় বোধ করে না।

দিনে তারা কাজ করে আর রাত্রিতে বিশ্রাম নেয়। এদিকে বরফ গলে, আবার জমে, শস্য পরিপূর্ণ ভাবে বেড়ে ওঠে, শুকিয়ে-যাওয়া গরু সজীব হয়। এসব পার্কিন্সদের বিন্দুমাত্রও অবাক করে না।

কিন্তু হোমার অবাক হয়। সে প্রায়ই পেছনে-ফেলে-আসা আশ্রমের অন্য এক শো সাতাশি জন ছেলের কথা ভাবে, যারা তার সঙ্গে অবাক হত। সেখানে তারা ভেবেছে ব্যাঙাচি পুরোপুরি জেলি কি না, ইঁদুর পিছন দিকে দৌড়তে পারে কি না, অথবা জীবন্ত পিঁপড়ে গিলে ফেললে সেটা পেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কি না!

"আচ্ছা মিঃ পার্কিন্স, ইঁদুর পেছন দিকে দৌড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?" হোমার এক সময় জিজ্ঞেস করেছিল।

মিঃ পার্কিন্সের উত্তর হল: "করলে একটুও অবাক হব না আমি।" অতএব তাকে বলে লাভ নেই। হোমার চায় কাউকে অবাক করতে।

মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল জেস। পেপারমিণ্ট-মাখা জিবে হাওয়া কেমন লাগে যাতে বুঝতে পারা যায়।

হোমারকে বললে, "মনে হচ্ছে যেন এর আগে তোমার সঙ্গে দেখা

হওয়া উচিত ছিল। গত শীতকাল থেকে তুমি পাকিন্সদের ওখানে আছ, তাই না ?"

"আজ্ঞে—"

"হোমার, ওরা তোমায় খুব খাটায়, না ? তোমায় কাঠের বোঝা বইতে হয়, ডিম খুঁজতে হয় ?"

"আজ্ঞে, এ তো খুব সহজ কাজ। মিঃ পাকিন্স আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন।"

মিঃ পাকিন্স ভাল লোক, কিন্তু স্পষ্টবক্তা।

তিনি বলেছিলেন, "তোমায় মনে রাখতে হবে হোমার যে, তুমি এখানকার ছেলে নও। তোমায় অন্য এক জায়গা থেকে আনা হয়েছে। এখানে কেউ ঠিক করে বলতে পারবে না তোমার বাবা হয়তো ট্রেনে ডাকাতি করত কি না! আমি অবশ্য বলছি না হোমার, যে তোমার বাবা তাই করত। তুমি যে ভাল ছেলে তাতেই আমি খুশি। কিন্তু অন্য লোকেরা এখনও তা জানে না। সে জন্যে তুমি গায়ে-পড়ে কোথাও যেয়ে না। কেউ আমন্ত্রণ জানালে তবেই যাবে, আর আমন্ত্রণেও মাত্রা ছাড়িয়ে সাড়া দেবে না।"

জেস পকেট হাতড়াল, বললে, "আর দুটো আছে।" একটা নিজের মুখে ফেলল, অন্যটা হোমারের হাতে দিল। "পেপারমিণ্ট সম্বন্ধে মাছেদের মনোভাব জানলে আমি ওদের নাকের সামনে বসে এই ভাবে চিবোতাম না। কিন্তু হোমার, ওরা কথা বলতে পারে না। আমি যদ্দূর জানি, পেপারমিণ্ট খেলে ওদের দাঁত সরে যেতে পারে।"

"আপনারও কি সরে যায় নাকি ?"

"ন্-না, আমার দাঁতে কিছু হয় না।"

"মাছেদের দাঁত আছে ?"

"অনেকের আছে, আবার অনেকের নেই। দাঁতের প্রতিযোগিতা হলে হাঙর প্রথম হবে।"

"মানে ?"

"মানে, দেখা হয় যদি কার দাঁত সবচেয়ে বড়।"

হোমার জিবটা মুখের ভেতর নাড়তে লাগল, বললে, "মনে হচ্ছে আমি হেরে যাব।"

"কী জানি। অবশ্য কার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছ তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করছে। ইঁদুর যদি হয় তুমি অনায়াসে জিতে যাবে।"

"আচ্ছা, যদি কোন ইঁদুরকে পেছন দিকে দৌড়তে হয়, পারবে সে ? আপনার কী মনে হয় ?"

জেস টুপিটা কপালে টেনে দিল। যেন সে চায় না অমন একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে ভাববার সময় তার চোখে রোদ লাগে। তারপর বললে, "এ বিষয়ে আমায় একটু ভেবে দেখতে হবে কতকগুলো জিনিস আমার জানা দরকার।...আচ্ছা, তুমি বুড়ো, না, বাচ্চা ইঁদুরের কথা বলছ ?"

"মাঝারি বয়েসের।"

"গাঁয়ের, না, শহরের ইঁদুর ?"

"শহরের।"

"তা, আমার ধারণা...যদি ঠিকমত উৎসাহ দেওয়া যায়...তাহলে পারবে।"

হোমারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আজ্ঞে, সে কথা ঠিক। পারবে।"

জেস বললে, "হোমার, তুমি আজ আমায় একটা বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছ। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে আমি খুশি।"

মাথার টুপিটা আবার পেছন দিকে ঠেলে দিল জেস। শেষ সূর্যরশ্মি লেগে মুখটা একটু তেতে উঠক। তারপর ছেলেটির দিকে তাকাল।

"খুব জোরে দৌড়তে পারবে না," হোমার বললে।

"একেবারে প্রথমেই জোরে দৌড়বে এমন আশা করা ঠিক হবে না।"

জেস ভাবল, ওর নিশ্চয় আমায় ঈশ্বরের মত বয়োবৃদ্ধ মনে হচ্ছে। আমি এক রকম ভাবে ওর বয়েসে যেতে পারি, কিন্তু ওর পক্ষে আশিতে এগিয়ে আসা অসম্ভব।

"আমি যখন তোমার বয়সী ছিলাম হোমার, আমাদের বাড়িতে একটা ছোট্ট হাঁস-পুকুর ছিল। ঠিক এক কেটো জল আর কি! এমনই এক গরমের দিনে হঠাৎ আমার মাথায় এল, দেখা যাক হাঁস হয়ে কেমন লাগে! তা বেশ ভালই লাগল। তবে পোশাক সুদ্ধ জলে নেমেছিলাম, আর আমার মা আমায় জল থেকে তুলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'জেস, তুমি যদি আবার ওখানে যাও, তাহলে যত তাড়াতাড়ি নামবে, তার আগে তোমায় উঠে আসতে হবে।' আমি ভাবলাম তা হতে পারে না।"

"পারে না?" হোমার জিজ্ঞেস করল।

"না, পারে না। কামানের গোলার চেয়ে দ্রুতগতিতে আমি সেখানে নেমেছিলাম। হাঁসগুলো ভাবল, বুঝি আকাশ ভেঙে পড়ল।"

হোমার হাসল।

"একটুও উপকার হল না আমার যদিও। যত দ্রুত নেমেছিলাম তার চেয়ে মন্থরগতিতে উঠে এলাম, কিন্তু তবুও এর জন্য আমি উত্তম-মধ্যম খেয়েছিলাম।"

"তাই নাকি?"

হতবুদ্ধি হয়ে হোমার তাকিয়ে রইল।

জেস ভাবল, বুড়োরা কেন যে অল্পবয়স্কদের কাছে নিজেদের অতীত জীবনের কাহিনী বলে ? জানাতে চায় যে, ছেলেবেলায় একমাত্র আমিই উচ্ছলপ্রকৃতির ছিলাম। তারুণ্যই যদি কাম্য হয় সে তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তার মধ্যে আশ্রয় নাও।

জেস বললে, "হোমার, তোমার যদি বাড়ি যাবার তাড়া না থাকে তাহলে একটু মাছ ধরতে বসবে নাকি ? এই যে ছিপ আর চার রয়েছে। বাড়ি যাবার পথে দু-পা ঘুরে আমার ওখানে ছিপটা রেখে যেয়ো।"

ছিপ রেখে আর কী মাছ ধরেছে দেখিয়ে হোমার যখন ধন্যবাদান্তে চলে গেল, তখন জেস এলিজাকে বললে, "ছেলেটি জোশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।" গরম মিষ্টি কেক ও চা নিয়ে খাবার টেবিলে তারা বসে ছিল।

এলিজা ঘাড় নাড়ল, কিন্তু বললে, "তোমাব কথাই বেশি মনে পড়ায়।"

জানলা থেকে চোখ ফেরাল জেস। বাইরে বাড়িঘর, কারেন্ট ঝোপ অন্ধকারের প্লাবনে ডুবে যাচ্ছে এবং সব-কিছু এমন অস্পষ্ট রূপ নিচ্ছে যে, কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা নিছক আকারমাত্র বোঝা সম্ভব নয়। অভ্যস্ত জায়গা দেখে স্মৃতি শুধু সক্রিয় হয়ে উঠছে। জেস এলিজার দিকে তাকাল। গোধূলির মতই কোমল ও ধূসর চেহারা। সে ভেবে অবাক হল, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কালোকেশী এলিজা যেমন ভাবে তার বিপরীত দিকে বসে তন্ন তন্ন করে তাকে দেখত, এখন যদি সেই চেহারা নিয়ে বসে থাকে, তাহলে কেমন লাগবে! সে কি এলিজাকে চিনতেও পারবে না ? নিজের স্ত্রীকে বলবে, "তোমায় দেখে একজনের কথা মনে পড়ছে···ঠিক বুঝতে পারছি না কে···নামটা ভুলে গেছি··· কিন্তু ওই মুখ আমি চিনি।" এ কথা কি সে বলবে ?

"বারো বছর বয়সে তুমি আমায় দেখইনি।"

"আঠারো বছর বয়সে তুমি অনেকটা সে রকম দেখতে ছিলে।"

"সে কি এলিজা! আঠারো বছর বয়সে আমি একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক। একটা গরু, একটা ঘোড়ার মালিক। দশ একর জমি চাষ করা হয়ে গেছে।"

"তুমি, তোমার গরু আর তোমার ঘোড়া," বলে হেসে উঠল এলিজা।

জেস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "তখন কিন্তু তুমি হাসনি। ওই সামান্য সম্পত্তির মালিক হয়েও আমি তোমার প্রণয়প্রার্থী জেনে তুমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলে।"

এলিজা বললে, "আমার বয়েস তখন চোদ্দ। সহজেই আমি অবাক হতাম সে সময়। সেই বয়সেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হোমারের স্বভাবই তোমার মধ্যে বেশি মাত্রায় রয়েছে।"

জেস বললে, "না, না এলিজা, তুমি ভালভাবেই জান, আমার মধ্যে সহজে মেনে নেবার একটা প্রবণতা আছে। হোমারের মধ্যে তা নেই। ওর জন্মানো উচিত ছিল অন্য জগতে—যেখানে, ধর গোটা বারো তারা, গোটা ছয়েক গাছ আর কটা কুকুর আছে। এখানকার এত সব বস্তু হোমারের পক্ষে বড় বেশি। তাই ও একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

এলিজা নাছোড়বান্দা: "তুমিও ওই একই ধাতুতে গড়া। 'কেউ কখনও স্কেল দিয়ে মাছ মেপে দেখেছে,' ওর মুখে এ কথা শুনেই আমি ভাবলাম, এই আর একজন জেস বার্ডওয়েল। কৌতূহলে ভরা। কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে।"

জেস আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললে, "এলিজা, আমি স্বর্গে গেলে ঈশ্বর যখন আমায় জিজ্ঞেস করবেন, 'পৃথিবীতে সব কেমন দেখলে?' আমি চাই যাতে তখন উত্তর দিতে পারি: বলতে পারি তারাদের নাম, গাছে কেমন ফল ধরছে, রাশ ব্রাঞ্চে কী কী মাছ আছে।"

এলিজা বললে, "তিনি নিজেই এসব সৃষ্টি করেছেন।" অতএব এর বিবরণ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই তাঁর।"

"এ মর্ত্যে এসে তিনি তো আর ওগুলো দেখছেন না।"

এলিজা আবার বললে, "ঠিক ওই ছেলেটির মত। ওই রকম বড় বড় চোখ আর অমন কৌতূহলী।"

যাই হোক, সে বছর শরতে ও শীতের সময় হোমার ডেনহামের সঙ্গে জেসের প্রায়ই দেখা হতে লাগল। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হোমার আসে; শনিবারের কাজ শেষ করে সে জেসের সঙ্গে বরফভর্তি মাঠ দিয়ে হাঁটে আর অবাক হয় এই ভেবে যে, বরফ জমে গেলে কেমন লাগে: অনেকে যেমন বলে ঘুমিয়ে পড়ার মত, তেমনি, না, শরীর অবশ ও কঠিন হয়ে যায়, ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়; কোন সবল লোককে এইভাবে বরফে জমিয়ে রাখার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় কি না, যদি উপায় জানা থাকে; শৈত্য প্রকৃতপক্ষে আলাদা কিছু, না, উত্তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি—এ ধরনের নানা প্রশ্ন করে।

রাত্রিতেও হোমার আসে। তার পায়ের ওঠা-নামার সঙ্গে হাতের লণ্ঠন দুলতে থাকে। এসে সে চুল্লীর দিকে বসে। কোনদিন আইসক্রীম খায় কিংবা হিকরি বাদাম চিবোয় মচমচ করে; কোনদিন জেসের একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করে অথবা এলিজার সঙ্গে দাবা খেলে। এলিজা দাবা খেলতে ভালবাসে, কখনও কখনও এতে জেতার সুযোগও হয়। জেসের সঙ্গে খেললে তো আর জিততে পারে না এলিজা!

জেস তাদের খেলা লক্ষ্য করে। হোমারের পিঙ্গল রঙের হাত দ্বিধা নিয়ে দাবার ওপরে এদিক-ওদিক করছে। এলিজার শুভ্র হাত দৃঢ়তা এবং স্থিরবিশ্বাসের সঙ্গে চাপ দিচ্ছে। জেস দেখে, হোমারের যখন ভয় হয়েছে যে তার চালের ভুলে এলিজা একটা বড়ে রাজার সারিতে নিয়ে

যাবার সুযোগ পেয়েছে, তখন তার কণ্ঠনালী মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে ওঠে, বিপদ কেটে গেলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

জেস ভাবল, এলিজা ভুল বলে। হোমারকে নিয়ে আমি আনন্দ পাই না। কারণ ওর মধ্যে আমি নিজেকে দেখি। যখন ছোট ছিলাম—না, ওর তুলনায় আমি অনেক হাঁদা ছিলাম—উপরন্তু আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিফলন দেখার চেয়ে বেশি কিছু করার জন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিই।

বেশি করে দ্বিতীয় শৈশবের কথাই মনে আসছে, হেসে জেস ভাবল। তাই সম্ভব এবং তা খারাপই বা কী! তবু এ কথাও সে বিশ্বাস করে না।

জেস ভাবল, দুটো কারণে পরিতৃপ্তি আসে। কী নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আর কী হারিয়েছি তার হিসেব করলে এই পরিতৃপ্তি আসে। সে অনুমান করল, এর যথার্থ নাম দেওয়া যেতে পারে সততা। হোমারের মধ্যে ভয়, বিস্ময়, ভালবাসা সব সমানভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে আছে। তার মধ্যে সজীবতার সন্ধান পাওয়া যায়—অধিকাংশ বয়স্কের ক্ষেত্রে যার অসদ্ভাব ঘটে। জেস ভাবল, আঃ, আশি বছর পরে আমি সজীবতার সন্ধানে ক্লান্ত হয়েছি!

আর তারপর, এলিজা যদিও ভুল বলেছে, তবু হোমারের মধ্যে নিজের ছেলেবেলাকে দেখতে পেল জেস, হোমার তার নতুন দৃষ্টি খুলে দিল এবং ওর সাহায্যেই জেস নিজের ছেলেবেলার উজ্জ্বল, সজীব, রহস্যঘেরা জগৎকে আবিষ্কার করল।

ঘড়ি সময়-সঙ্কেত জানাল। জেস বললে, "হোমার, বাড়িতে তোমার জন্যে ভাববে আবার। ওঠ, তোমার শোবার সময় হয়ে গেছে—বিশ্রাম নেওয়া দরকার এখন। আজ আর মীমাংসা হবে না। খেলাটা অন্য কোন সময় শেষ কোর।"

"এখনই শেষ হয়ে যাবে," হোমার বললে।

কিন্তু এলিজা উঠে দাঁড়াল। হোমারের লণ্ঠনটা হাতে নিল জেস, তারপর ওর শরীরে ভাল করে গরম কাপড় জড়িয়ে তারা হোমারকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। জেস বলে দিল, "বেশি তাড়াতাড়ি ছুটো না। আস্তে আস্তে গিয়ে ভাল করে ঘুমিও।"

হোমার জেস ও এলিজার উদ্দেশে লণ্ঠন নাড়ল। তারা জানলা দিয়ে দেখল, হোমার আস্তে আস্তে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে চলল, অস্তমান তারার শেষ আভার মত তার হাতের লণ্ঠন দূরের পাহাড়ে চিকচিক করতে লাগল।

বিছানায় শুতে যাবার আগে জেস শরীরে একটু উত্তাপ সঞ্চার করে নেবার জন্যে চুল্লীর দিকে এগোল এবং এলিজাকে বললে, "ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে বিগড়ে দেওয়া হচ্ছে, এতে আমার কোন সংশয় নেই।"

এলিজাও জানলা থেকে সরে এল, বললে, "তুমিই তো হতভাগা ছেলেটার মাথা খাচ্ছ।"

হোমারের "এখনই শেষ করব" মনে পড়তে জেস আবার বললে, "ওকে বিগড়ে দেওয়া হচ্ছে, এতে আমার কোন সংশয় নেই।"

শীতের বাকী সময়টা জেস ছেলেটিকে বিগড়ে না-দেওয়ার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ভুলে গেল। সে শীতকালটা ছিল উষ্ণ ও ক্ষণস্থায়ী এবং অল্পকালের মধ্যেই অতিবাহিত হল। অতঃপর বরফ গলল, ফেঁপে-ওঠা শাখা নদী সব ছুটে চলল, নতুন রস পেয়ে গাছের ডালগুলো বাড়তে লাগল, ঘাস মাটি ঠেলে সূর্যের আলোয় উঠে এল। হোমার যদি তার পুত্র বা পৌত্র হত তাহলেও হয়তো জেস ওর প্রতি অত আকর্ষণ অনুভব করত না।

প্রতিবেশীরা তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। কখনও তারা দুজনে পেছনের গলি দিয়ে হেঁটে যায়, কখনও জেসের দ্রুতগতি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে যায়, আবার কখনও বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত দুজনে বসে থাকে রোদে রেলিংয়ের বেড়ার ওপর।

এক শনিবারের কথা। আকাশে সূর্যকিরণ ঝলমল করছে। উষ্ণ আঙুলের মত দমকা বাতাস মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। জেস মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ফোটা মুকুল পরিদর্শনের জন্যে বাড়ির চারধারে পাক দিল। এলিজার লিলি-অব-দি-ভ্যালি প্রায় সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে। কেয়ারির সামনে দাঁড়িয়ে জেস তার গন্ধ নিচ্ছিল এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছিল। এমন সময় খালি পায়ে নীরবে হোমার এসে দাঁড়াল। জেস গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, ওর পদশব্দ সে শোনেনি, ওর আসা অনুভব করেছে—প্রথম দিন যেমন করেছিল।

জেস বললে, "আকাশের তারা যদি সুগন্ধি হত তাহলে ওদের লিলি-অব-দি-ভ্যালি বলা চলত। আর লিলি-অব-দি-ভ্যালি ফুলগুলো যদি আকাশের তারার মত জ্বলজ্বল করত তাহলে ওদের তারা বলা যেত।"

হোমারের দিকে তাকিয়ে জেস মৃদু হাসল। লিলি-অব-দি-ভ্যালি সম্বন্ধে হোমারের ধারণা কী তাই সে শুনতে চায়। নিজের চেয়ে কম ভোঁতা একজোড়া চোখ দিয়ে জগতের সব-কিছু যাচাই করতে চায়। কিন্তু হোমার কোন কথা বললে না। একেবারে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা নিঃশ্বাস টানতে লাগল। তার বিবর্ণ ঠোঁটে হাসি নেই। লিলির কেয়ারি যেন একটা গুরুতর ব্যাপার, এবং রোমাঞ্চকরও বটে; কারণ হোমারের গলার নাড়ী ধকধক করছে।

জেস দেখল, ছেলেটা কেমন যেন অসুস্থ এবং ভাবল সে যে

মনে করেছিল বসন্ত আর সূর্যালোক ওর মনের বেদনা দূর করবে, সেটা ভুল।

জেস প্রশ্ন করল, "তোমার গন্ধক ও গুড় এই বসন্তেও এখনও আছে নাকি?"

হোমার উত্তর দিল না। হাঁটু গেড়ে বসে লিলি ছিঁড়তে লাগল। জেস তাকে থামাবার আগেই গোটা ছয়েক ছিঁড়ে নিয়েছে।

কঠিন গলায় জেস বললে, "হোমার, ফুলগুলো আমায় দাও।"

হোমার উঠে দাঁড়াল এবং একটা কথাও না বলে সব ফুল জেসের হাতে দিয়ে দিল।

জেস বললে, "হোমার, তুমি আমায় অবাক করলে। নিজে আমি এ লিলি কখনও তুলি না। এসব এলিজার। ঘর সুরভিত করার জন্যে সে মাঝে মাঝে কেবল কটা ফুল তোলে। আর তুমি এমনভাবে তুলে নিলে যেন তোমার নিজের গাছ। তুমি যে এমন অশিষ্ট এ কথা জেনে, হোমার, আমি অবাক ও লজ্জিত হয়েছি।"

হোমার তবুও কোন কথা বললে না। জেসের হাতে-ধরা ফুলগুলো স্পর্শ করার জন্যে আঙুল বাড়িয়ে দিল কেবল--যেন তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে চাইল। তারপর খামারের দিকে দৌড়ল। জেস ধারণা করল নতুন বেড়ালছানার সন্ধানে। বাড়ির ভেতর ফিরে এসে তার মন আগের মতই খুশি—যেন কিছুই হয়নি। রসুইঘরের টেবিলে বসে কাস্টার্ড পিঠের একটা মোটা চির খেল। টেবিলের মাঝখানে কাটা কাচের পাত্রে রাখা ছটা লিলি-অব-দি-ভ্যালি তার নজরে পড়লেও ভাব দেখাল যেন চোখে পড়েনি।

কিন্তু জেস ফুলগুলো লক্ষ্য করেছে। কাচের পাত্রে খাড়া-হয়ে-থাকা ছটা লিলি জেসকে পীড়িত করছিল। সেই সন্ধ্যায় খাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে টেবিলে বসে রইল। ডিশগুলো সরিয়ে নিয়ে

গেল। তখনও জেস ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে আছে, ভাবছে ওদের কথা, নিজের কথা, হোমারের কথা। সে যে ঠিক কাজ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই···তবু বুকের ভেতরে এমন মোচড় দিয়ে ওঠে কেন? এই লিলি এলিজার। এগুলো তুলে নিয়ে যাবার কোন অধিকার নেই হোমারের। ছেলেটিকে ধমকে প্রকৃত মালিকের হাতে ফুলগুলো দেওয়া হয়েছে। তবু খুশি হতে পারছে না সে। এলিজা ডাকা পর্যন্ত সে বসে রইল। শেষে যখন উঠে বসবার ঘরে এলিজার সঙ্গে যোগ দিতে গেল, তখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে মনটা শান্ত হয়েছে।

যা হোক, পরদিন থেকে আবহাওয়া বদলে গেল। বেশ কদিন জেসকে বাড়িতে আবদ্ধ থেকে বৃষ্টি আর নয়তো বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়া দেখতে হল। তার চোখের সামনে হোমারের তোলা লিলি শুকিয়ে হলদে হয়ে গেল। বাইরের কেয়ারি ঝড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখল। শিলাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বাতাসও বইতে লাগল। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে পড়ল, মালবেরি গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল—পড়বার সময় আস্তাবলের একটা জানলা চূর্ণবিচূর্ণ করল।

"শীত প্রাণপণে যুঝছে," জেস এলিজাকে বললে। সে জানলায় জানলায় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে, আবহাওয়া শান্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন এল। রাত্রিতে তারা যখন ঘুমোচ্ছিল, ঝড় থেমে গেল। ষষ্ঠ দিবসের সকাল থেকে বাতাস আগেকার মতই মৃদু ও কোমল ভাবে বইতে লাগল। যেন সমস্ত ঝড় এক রাত্রের স্বপ্ন মাত্র। খণ্ডিত গাছ, ভাঙা জানলা, ছিন্ন ফুল কেবল প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দুপুরের মধ্যে পায়ের তলাকার মাটি অনেকটা শুকিয়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর জেস ঝড়ে অক্ষত কতকগুলো লিলি নিয়ে পার্কিন্সদের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। হোমার নিজে যা ফুল তুলেছিল তার চেয়ে বেশি অবশ্য পেল না জেস।

তার আশা ছিল হয়তো পথে হোমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এই আবহাওয়ায় ঘরে থাকা কঠিন। গত কয়েক দিনের ঝড় সম্বন্ধে হোমারের মনোভাব কী, তাই ভেবে জেস মৃদু হাসল। চিলেঘরের ছ ইঞ্চি ওপরে বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দ হোমারের কানে নিশ্চয় ভাল লেগেছে। মিষ্টি উষ্ণ দিন যেন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে এলোমেলো চিড়-খাওয়া মাটি, মাথার ওপরে গ্রীষ্মের ঘন নীল আকাশ। জেস চড়াইয়ে উঠল। এটাই সোজা পার্কিন্সদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। এখানে এলেই তার মনে হয়, বড় নির্জন জায়গা। একটা ছোট পাহাড়ের ধারে খোলামেলা বাড়ি। জীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পাইন গাছের ঝোপ ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। ঝড়ের ফলে আরও অনেক ক্ষতি জেসের চোখে পড়ল: চারা গাছ উপড়ে পড়েছে, নতুন জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, রাস্তা গর্ত হয়ে গেছে আর অনেক জায়গার কাঁকর একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে। যেতে যেতে জেস ভাবল, কিন্তু সবই অতীতের ব্যাপার, ঝড় থেমে গেছে, এখন সারানোর সময়। রোদের তাপে এবং তার হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে লিলি ফুলগুলো উষ্ণ হয়ে উঠেছে, আর মিষ্টি সুগন্ধ বয়ে নিয়ে চলেছে—যেন ঝড় ও শিলাবৃষ্টি কখনও ওরা অনুভব করেনি। জেস ভাবছিল, ফুলগুলো হোমারের হাতে তুলে দিতে কী খুশিই না লাগবে!

তবু সে অবাক হল না কিংবা পাইন গাছের নীচে আর সেই ছোট্ট সাদা বাড়ির সামনে গাড়ি ও মানুষের ভিড় দেখে তার মন দুঃখে কাতর হল না, অথবা এই সম্মেলনের মানে বুঝতে কষ্ট হল না। তার পা দুটো যেন আপনা থেকেই এগিয়ে চলল, এদিকে তার মন শান্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে আলাদা দাঁড়িয়ে রইল এবং তাকে সেই মানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল, দেখল যেন এক বৃদ্ধ আশি বছর আগে কোলরেনের সেই শাখা নদী থেকে যাত্রা শুরু করে, হাঁস-পুকুর ও প্রণয়-প্রার্থনার

মধ্যে দিয়ে, সন্তানের পিতা ও গৃহস্বামী হয়ে অবশেষে এক বসন্তদিনে এই ছোট্ট চড়াইয়ে উঠে এল হাতে লিলি নিয়ে। এই লিলি অন্য অনেক ফুলের সঙ্গে প্রতিবেশীর সামনের চত্বরে পড়ে থাকবে, আর কেন যে টেবিল পাতা হয়েছে তা গোপন রইবে না।

তার পা দুটো তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। ঠিক এই মুহূর্তের অপেক্ষায়ই যেন সে ছিল। তার মনে হল, বিবাহ, প্রার্থনা, উপাসনা করে কিংবা সন্তানের পিতা হয়েও যার তাৎপর্য সে বোঝেনি, আজ এখন বুঝতে পারল আর না-হয় চিরদিনের মত হারাল—এই পৃথিবীতে তার আশি বছর কাটানোর মানে যদি কিছু থাকে। এখানে জন্ম নিয়ে এটা, নয়, ওটাকে তোমার কর্তব্য বলে মনে করেছ, নিজের পথ সন্ধান করেছ। কিন্তু সবই হয়তো ভুয়ো। হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু নয়·· হয়তো এই-ই সবের শেষ, যদি মানে কিছু থাকে·· একটা ছোট ছেলের শবযাত্রার জন্যে ঝড়ে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া ফুল নিয়ে পাহাড়ে ওঠা আর অনুরূপ ছিন্ন ফুলের মধ্যে ওগুলো রাখা···শেষ···এখানেই যবনিকা পড়ল, ছেলেটি আর কিছু শুনছে না···। জিজ্ঞেস করছে না।

কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই। সবই জেস বুঝতে পেরেছে। হোমারের ক্ষুদ্র প্রাণ বেরিয়ে গেছে···নিজের ছোট্ট ঘরে সে পড়ে ছিল··· যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে আর কিছু শুনছে। হোমারের জন্যে দুঃখ করল না জেস। এ বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে যত লোক জড়ো হয়েছে তাদের সকলের দেখার, শোনার ও অবাক হওয়ার অভিজ্ঞতা একসঙ্গে করলেও দেখা যাবে, হোমার তার বারো বছর বয়সের মধ্যে তাদের চেয়ে বেশি করে জগৎকে দেখেছে। হোমারের জন্যে জেসের দুঃখ হল না। কারণ সে জানে, তার মত লোকেরা···মনে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও···কেবল কর্তব্যের খাতিরে ওকে পদে পদে আঘাত করেছে, বাধা দিয়েছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হল বলে, জেস নিজের জন্যে দুঃখ বোধ করল না। বরং আনন্দ হল এই ভেবে, যখন তার নিজের ছেলেরা সব চলে গেছে, তখন এক পিতৃহীন বালক তার সন্তানতুল্য হয়ে উঠেছিল…এখন সেও চলে গেল। অন্য সকলের সঙ্গে জেস দাঁড়িয়ে রইল। পরিচিত কথাগুলো তার কানে এল…"তোমার অন্তরে দুঃখ পোষণ করিও না…আমার পিতার গৃহে অনেক মহল আছে…তোমার জন্য একটু স্থান সংগ্রহের নিমিত্ত আমি সেখানে যাইতেছি।"

জেস যখন বাড়ির দিকে ফিরল তখন বসন্তের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আগের মত তার পা দুটোই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর মন ফেলে-আসা জীবনের কথা রোমন্থন করে চলেছে। সে নিজের জন্যে দুঃখ করল না, হোমারের জন্যেও না…তবু সে জানে অনেক কথার অপব্যবহার করেছে, অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি, উত্তর হারিয়ে গেছে। সে-সব খুঁজতে গিয়ে তার অন্তর ভারী হয়ে উঠল।

রসুইঘরে টেবিলের ওপর সেই ছটা লিলি তখনও রয়েছে। বেশ হলদে হয়ে গেছে অবশ্য। টেবিলের সামনে বসে জেস সেই বিকেল ও তার ভাবনার কথা এলিজাকে বলছিল। অন্ধকার না-হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে বসে রইল। তারপর এলিজা একটা দীপ জেলে কিছু খাবার টেবিলে রাখল। সেই বিকেলে কিংবা সারা জীবন ধরে যে-অর্থ জেস খুঁজেছে এখন খেতে খেতে মনে হল তা যেন আকার নিচ্ছে। রুটিতে সে শেষ কামড় দিল, আর চায়ে শেষ চুমুক।

এলিজাকে বললে, "আশি বছর বয়েস হয়েছে আমার। সারা জীবন ধরে আমি লোকের ভাল করতে চেষ্টা করেছি। সেটা ঠিক কি বেঠিক হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে সে-সব থেকে আমি রেহাই পেয়েছি। হোমারকে স্নেহ করতাম, তার ভাল করতে

চেয়েছিলাম…এখন দেখছি ভুল করেছি, তাই ব্যর্থ হলাম। আমার মনে হয়, এলিজা, এবার থেকে প্রতিবেশীদের ভালবাসা ছাড়া আর কিছু আমার কাছে আশা করা চলবে না।"

টেবিল থেকে সে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। আকাশের উজ্জ্বলতা চলে গেছে। সূর্য যেখানে ছিল আর যেখানে অস্ত গেছে, খানিকটা হলুদ আলোর আভা রয়েছে সেখানে। কিন্তু রাত্রি নামলেও জেস কখনও নিরুৎসাহ হয় না। খুশি-গলায় সে বলে উঠল, "না এলিজা, যদ্দূর আমি জানি, আজ থেকে আর কিছু আমার কাছে আশা করা চলবে না।"